প্রভাবতী।

সামাজিক উপন্যাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা,

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত এবং বেলিয়াঘাটা ৺বংশিবদন ও

গিরীধর পোদ্দারের আড়তে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

মুল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতারণা

আমাবস্যা রজনী। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর; নভো-মণ্ডল মেঘমালায় আবৃত। এই ঘোর তামসীতে আপনা-দের মনের আঁধার মিশাইয়া ঐ দুটি যুবা পুরুষ উর্দ্ধশ্বাসে মাঠপানে কেন যাইতেছে?—উহারা কে?—রাস্তার ধারের কোন এক ক্ষুদ্র পর্ণকুটির হইতে এই শব্দ দুটি রাস্তাকে তিন চারিবার প্রতিধ্বনিত করিল। এসময়ে একটী আশ্রয়-বিহীন পথিক আপনাকে বিশেষ বিপদগ্রস্থ দেখিয়া আপ-নার অবস্থা সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে ঐ রাস্তায় চলিতে-ছিল। পথিকের মনে স্থির বিশ্বাস, এসময়ে আশ্রয় প্রাপ্তির আশা দুরাশামাত্র। নিকটে যে বনস্থলী দেখা যাইতেছে উহাকে অবলম্বন করিয়াই রাত্রিযাপন করিতে হইবে। পথিক শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত, কিন্তু তাহার মন সে দিগে নাই—হিংস্রকের হস্ত হইতে জীবন রক্ষা করাই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। পথিক ভাবিল, আবারো ভাবিল-নিশ্চয় করিয়া ভাবিল, বুঝি আজ জীবনের শেষ দিন উপস্থিত। মাঝে মাঝে বজ্রের নির্ঘোর ভীষণ গর্জ্জনে পথিকের মন

আরো বিহ্বল হইতে লাগিল। শারীরিক দুর্ব্বলতায় মনের দৌর্ব্বল্য জন্মে এবং তাহা হইতে ভয়, বিপদের নিশ্চয় আশঙ্কা ক্ষণে ক্ষণে হৃৎকম্পজনিত মানসিক যন্ত্রণা এবং উৎকণ্ঠা আসিয়া মনকে অধিকার করিয়া লয় এবং ইহা হইতে ক্রমে নির্জ্জীবতা, নিশ্চেষ্টতা, হৃৎকম্প মনকে নানা পথে চালাইয়া মানুষকে কীংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে। পথিকের অবস্থাও ঠিক্ তাহাই হইয়াছে। পথিক চতুর্দ্দিগে ভয়ের কারণ ও বিপদের বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যখন লোক এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয় তখন তাহার দিঙ্‌নির্ণয় শক্তি বিলোপ হইয়া যায়। পথিকেরও তাহাই হইল। পথিক কোন দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিলে গৃহাভিমুখে যাইতে পারিবেন তাহা স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া চঞ্চল প্রাণে, চকিত নয়নে ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে; এমন সময় হঠাৎ কামিনী-কণ্ঠ-নিসৃত শব্দ শ্রবণে ভীত পথিকের ভয় আরো বৃদ্ধি হইল। পথিকের হৃদয়ে প্রবলবেগে চিন্তালহরী বহিতে লাগিল। পথিক মনে মনে ভাবিতে লাগিল। কি ভাবিলেন ?—"প্রাচীন কিংবদন্তী মিথ্যা নয়, প্রাচীনলোকেরা রাত্রিতে বিচরণ সম্বন্ধে যে ভয় প্রদর্শন করেন তাহা অমূলক বা অযৌক্তিক নয়। ঘোর তামসাচ্ছন্ন রজনীতে ডাকিনী ভূত প্রেতগণ যে জগতের রাজদণ্ড ধারণ করে তাহা কখনও মিথ্যা নয়। ঐ যে বামাকণ্ঠ সদৃশ সুমিষ্ট শব্দ শুনিতেছি উহা হয়ত ডাকিনীগণের মনমোহিনী আহ্বান। না, আর এখানে থাকা সঙ্গত নয়, পালাই।"

পাঠক! পুরুষ হৃদয়ে রমণী এত প্রিয় যে, পথিক এরূপ ঘোর বিপদে পতিত হইয়াও সকল ভুলিলেন, কিন্তু শব্দটি শুনিবামাত্রেই রমণী-কণ্ঠ-নিসৃত শব্দ স্থির করিলেন: এবেলা পথিকের ভুল নাই! হয়ত অন্য কেহ এবিষয়ে প্রতিবাদ করিলে পথিক তাহাকে যুক্তি দেখাইতেও ভুলিতেন না। রমণীকে ধন্য!! পাঠক যদি কখনও একাকী রাত্রি-যোগে কোন অপরিচিত স্থানে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই বলিবেন—পথিক ভয়ানক বিপদ-গ্রস্থ। পাঠক! আসুন আমরা ভ্রান্ত পথিকের কার্য্য দেখিয়া সংসার বিষয়ে শিক্ষালাভ করি।

এই আঁধারে আপনাদের মনের আধাঁর মিশাইয়া ঐ দুটি যুবা পুরুষ ঊর্দ্ধশ্বাসে মাঠপানে কেন যাইতেছে? উহারা কে? দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হইয়াও 'শব্দ' পথিকের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পাঠক! মনে করি-বেন না পথিকের শ্রবনেন্দ্রিয়ের কোন দোষ জন্মিয়াছে; পথিক একাগ্র মনে আপনার অবস্থা সম্বন্ধে ভাবিতে-ছেন। শব্দ তৃতীয়বারে উচ্চারিত হইয়া পথিকের শ্রবনে-ন্দ্রিয় অধিকার করিল। পথিক অকস্মাৎ মনুষ্য-মুখে-নিসৃত শব্দ শ্রবণে নানাবিধ সন্দেহে সন্দিহান হইয়াও জীবন সম্বন্ধে বিশেষ আশ্বস্ত হইলেন এবং ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন। পথিক বিদ্যুতালোক সাহায্যে দেখিলেন, তিন চারিখানা পর্ণকুটির জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান। স্থানের অবস্থা দেখিয়া পথিক ভাবিলেন, এস্থানটী কোন গ্রামের সীমান্ত প্রদেশ। বাস্তবিক পথিকের অনুমান

যথার্থ। নিকটেই গ্রাম, এবং গ্রামের নাম জয়রামপুর। গ্রামস্থ কোন স্বর্গীয় মহাত্মার নামানুসারে এই স্থান জয়-রামপুর নামে আখ্যাত।

জয়রামপুরের দক্ষিণে একটী প্রশস্ত প্রাচীন খাল। উত্তরে অতি বৃহৎ মাঠ, বোধ হয় তিন চারি ঘণ্টা ক্রমাগত চলিয়া গেলেও কুল পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। প্রশস্ত ও অপ্রশস্তই দুইটি পথ পল্লিটির ঠিক বিপরীত দিগ দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। জয়রামপুরের প্রাকৃ-তিক দৃশ্য মনোহর ও প্রাচীন। কিন্তু পুষ্করাগ্রস্থ দুর্দ্দশা-পন্ন ভাব বিদ্যমান। পল্লির মধ্যে অনেক স্থানে জনশূন্য কিন্তু প্রাচীন সময়ে যে ঐ সকল স্থান লোকালয়ে পূর্ণ ছিল তাহার নিদর্শন স্বরূপ ভগ্ন অট্টালিকা সকল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন্ স্থান হইতে কামিনী-কণ্ঠ-নিসৃত বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, পথিক তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া ইতঃস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই শুনিতে বা দেখিতে না পাইয়া পথিকের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক ভাবিলেন যাহা শুনিলাম তাহা কি প্রকৃত? না না, তা নয়, মন হইতে ভয়ের যে দুন্দুভি উঠিতেছে, ঐ শব্দ তাহারই অনুগামী। পথিক আবার ভাবিলেন তাহা হইলে শব্দ কামিনীকণ্ঠ সদৃশ কেন? হৃদয়ই বা এত ব্যাকুল হইল কেন? পথিক অর্দ্ধঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত আপনার মনে নানা কথা তোলা-পারা করিতেছেন এমন সময় সহসা দেখিলেন একখানি পর্ণকুটির হইতে একটী দীপালোক মিট্ মিট্ করিয়া

জ্বলিতে জ্বলিতে রাস্তার অন্ধকারের সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া খেলা করিতেছে। পথিক একটুক অগ্রসর হইয়া যাহা শুনিলেন, বড় হৃদয় বিদারক—শুনিলেন, কে যেন গৃহমধ্যে অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। পথিক বুঝিলেন, গৃহস্বামীর নিশ্চয় কোন বিপদ উপস্থিত। পথিকের নিজের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নূতন এক চিন্তা যোগ দিল, কিন্তু এ অবস্থায় কি করা উচিত পথিক তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির। পথিকের হৃদয়ের প্রত্যেক শিরায় শিরায় ভাবনা স্রোত প্রবল বেগে প্রধাবিত হইতে লাগিল এবং গৃহাভ্যান্তরিক অবস্থা জানিবার জন্য পথিকের বিশেষ কৌতুহল জন্মিল। কিন্তু এঘোর রজনীতে সম্পূর্ণ অপরিচিতাবস্থায় বিদেশী পথিক কি রূপে গৃহস্বামীর বিপদের বিষয় অবগত হইবেন, একমনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে গৃহস্বামীর নিকট যাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ স্থির করিয়া গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। পথিক শুনিলেন 'মা আর কথা কওনা যে, আর জল দিব?—উকি!! মা—মা—মা—আ—আ।' পথিক আর থাকিতে পারিলেন না, ভাবিলেন এসময়ে গৃহস্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে তাহাতে সর্ব্বত কোন দোষ নাই। সুতরাং আমার গৃহে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া পথিক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ।

পথিকের পরিচয়।

পথিক কে? পথিকের নাম শশাঙ্ক শেখর বসু। জয়-রামপুরের ৭ ক্রোশ উত্তরে বল্লভদি নামে যে গ্রাম আছে ঐ গ্রামে তাঁহার বাসস্থান। শশাঙ্ক শেখরের পিতার নাম জগদীশ বসু; ইনি বঙ্গীয় কায়স্থ বংশোদ্ভব। জগদীশ এক-জন বুনিয়াদ বড়মানুষ। জগতে যাঁহারা বুনিয়াদ, অর্থ তাঁহা-দের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। জগদীশবসুও ঐ মন্ত্রে বিশেষ দীক্ষিত। জগদীশ অর্থ উপার্জ্জন বই অর্থের সদ্ব্য-বহার কি, তাহা কিছুই জানিতেন না; অথবা জানিয়াও উহার উপাসক হইয়া, অজ্ঞাত ভাব প্রকাশ করিতেন। সমাজে অধিকাংশ লোকই তাহাকে কৃপণ ধনপিশাচ ইত্যাদি বিশেষণে সম্ভাষণ করিত; কিন্তু জগদীশ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একমনে আপনার অভিষ্ট ধন-দেব-তার উপাসনা করিতেন। এরূপ লোক যদিও সাধারণ চক্ষে লোক বিনিন্দিত, সত্য, কিন্তু সমাজ, যে এ সকল লোক দ্বারা ধনাভাব সময়ে বিশেষ উপকৃত হয় ইহা স্বীকার্য্য। জগদীশ বসু অর্থ সাহার্য্য দ্বারা কখনও কাহারো উপকার করিয়াছেন কি না বলিতে পারেন না, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কাহারো উপকার করিতে পারিলে তাহাতে কুণ্ঠিত হইতেন না। জগদীশ বসুর এই গুণে সমাজের অধিকাংশ লোকই তাহাকে ভক্তি ও সম্মান করিত। বাস্ত-

বিক বল্লভপুর গ্রামে জগদীশ বসু বেশ একটু ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক শেখর জগদীশ বসুর একমাত্র সন্তান—বিশেষত জগদীশ বসু বৃদ্ধাবস্থায় শশাঙ্ক-নিধি প্রাপ্ত হইয়াছেন সুতরাং শশাঙ্ক শেখর বাপ মায়ের অতি আদ-রের সন্তান। শিশুকাল হইতে অতি আদুরে হইলে সন্তা-নের লেখা পড়া ও চরিত্র সম্বন্ধে অনেক দোষ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু শশাঙ্ক শেখরে সেই দোষ নাই। শশাঙ্ক শেখর শিক্ষিত, বিনীত এবং পরোপকারী। সংসারে পরো-পকার প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া শশাঙ্ক শেখরের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। শশাঙ্ক শেখর দীন দরিদ্র দেখিলেই তাহা-দের দুঃখ মোচনে বিশেষ যত্নবান হইতেন। পাঠক, পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছেন যে অর্থ দ্বারা পরকে সাহার্য্য করা সম্বন্ধে পিতা পুত্রে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত। এরূপ মতদ্বৈধ থাকা সত্ত্বে সময়ে সময়ে শশাঙ্ক শেখরকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। একদিবস শশাঙ্কের পিতা শশাঙ্ককে নিকটে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শশাঙ্ক! "এরূপ অকা-তরে অর্থব্যয় করিলে কতদিনে নিস্ব হইতে পারিবে?"

শশাঙ্ক। পিতঃ! আপনি পিতা, পরম গুরু, আপনার সঙ্গে এরূপ বাদানুবাদে আমার যোগদান করা উচিত নয়; তবে, যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে কখন ও কুণ্ঠিত হইব না।

জগদীশ।—আমি অনুমতি করিলাম তুমি অকাতরে আপন মানসিক ভাব ব্যক্ত কর।

শশাঙ্ক। পিতঃ! সংসারে যখন সকলই সং সার তখন অর্থের সার কি?—অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার ভিন্ন অর্থের আর কি "সার" থাকিতে পারে। যাহারা অর্থের সদ্ব্যবহার না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহাদের সঙ্গে অর্থের কি সম্বন্ধ?

সংসারে কেহ কাহারো নয়? তবে যে সম্বন্ধ সে কেবল সম্বন্ধের সম্বন্ধ মাত্র। সম্বন্ধ না থাকিলে জগতে কে কাহার? কাহার সঙ্গে কাহার সম্বন্ধ? বন্ধুর সঙ্গে যদি বন্ধুতা সম্বন্ধ না থাকে তবে সে কে? এরূপ অর্থের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? অর্থ স্বামী ব্যয়ী; অর্থ, ব্যয়ের জিনিষ; অর্থ যিনি ব্যয় করেন তিনিই অর্থস্বামী, কিন্তু যিনি স্তুপাকার ধনরাশি সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করিতেছেন তিনি কে?—তিনি ধনস্বামী নহেন—তিনি ধনের রক্ষক মাত্র। মনে করুণ আমাদের ধনাগার যে রক্ষা করিতেছে তাহার সে ধনে কি অধিকার আছে? সুতরাং আপনি সদ্ব্যয় না করিয়া যে ধন স্তুপাকার করিয়া দিবানিশি সযত্নে রক্ষা করিতেছেন, তাহার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ? রক্ষক বই আর কিছুই নয়। লোকে ভাবিয়া দেখে না তাই দেখিতে পায় না। সংসারের মোহজালে পতিত হইয়া বুঝিতে চায় না, তাই বুঝে না—সংসারে মায়া বন্ধন ভিন্ন প্রকৃত বন্ধন কিছুই নাই। তবে যে আমরা মনে করি—সে ভ্রম মাত্র। তুচ্ছ ধনের (অর্থের) কথা দূরে থাকুক যে দেহকে আপনার ভাবিয়া নিয়ত ইহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছি এই দেহের সঙ্গে আমার

কি সম্বন্ধ?—কিছুই নয়। কেহ কেহ মোহমায়ার বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকেন—"সম্বন্ধ জীবনাবধি"—যতদিন জীবন আছে, ততদিন দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। কিন্তু একবার ও ভাবিয়া দেখে না যে যখন তিনি পীড়িত হন তখন দেহের প্রত্যেক অঙ্গ তাহার আজ্ঞাবর্ত্তী থাকে কি না। যিনি বাতরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন তিনি আপন ইচ্ছায় অঙ্গ চালনা করিতে পারেন কি?—কখনই নয়। তবে "সম্বন্ধ জীবনাবধি" কেবল কথার কথা মাত্র। অর্থের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ দেহের সঙ্গে তাহা হইতে অনেক নৈকট্য সম্বন্ধ সন্দেহ নাই। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন অর্থের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

অর্থকি?—যাহা দ্বারা কোন কার্য্যের বিনিময় সাধন করা যায় তাহার নাম অর্থ। যদি অর্থ দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত না হয় তবে সে অর্থের মূল্য কি?

যাহাকে আমরা অর্থ বলিয়া এত যত্ন করিতেছি, যাহা সংগ্রহ করিবার জন্য অমূল্য জীবন মৃত্যুমুখে ফেলিতেও কুণ্ঠিত হইতেছি না, তাহা কি সেই বিশ্বস্রষ্টার কল্পিত বা উদ্দিষ্ট?—তা নয়। অর্থ সমাজ কল্পনার ফল। সমাজে কার্য্যের সুবিধার জন্য সামাজিক ব্যবস্থা মতে সাধারণ জিনিষ অর্থ রূপে প্রচলিত। আরো দেখুন, যে রৌপ্য খণ্ড এখন অর্থরূপে জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া সাধারণের নিকট অতি আদরের জিনিষ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, হয়ত যুগান্তরে ইহার রূপান্তরিতহইয়া যাইবে; কিন্তু ইহার কার্য্যের প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না বলিয়া তখন

ও ইহার নাম **অর্থই** থাকিবে। এখন দেখুন, কার্য্য না থাকিলে অর্থের অর্থ কিছুই নাই। যতক্ষণ দেহে জীবনী শক্তি বিদ্যমান ততক্ষণ যেমন দেহের আদর, জীবনী শক্তি অন্তর্হিত হইলে যেমন দেহের কোন গৌরব থাকে না সেই রূপ যতক্ষণ অর্থের সদ্ব্যবহার বর্ত্তমান, ততক্ষণ অর্থ অর্থ বলিয়া গৌরবের ও আদরের জিনিষ; ব্যবহার না থাকিলে অর্থ কিছুই নয়। আপনি সে সকল অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্তুপাকারে রাখিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত উহার কিছুই মূল নাই; যতক্ষন উহা ব্যবহারে না লাগাইবেন ততদিন উহার কোন গৌবব নাই। সামান্য মৃত্তিকা খণ্ডের সঙ্গে তুলনা করিলে কিছুই প্রভেদ নাই। আরো ভাবিয়া দেখুন, যে জগতে কৃপণ লোকদের দ্বারা যে সকল অর্থ গোপন ভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা যদি জগতের কার্য্যে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে মনুষ্য সমাজ আরো কত উন্নত হইতে পারিত; যে অর্থ সমাজের সকল প্রকার মঙ্গল সাধনে সক্ষম, তাহাকে এরূপ অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখা সঙ্গত নয়; অতএব আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে আপনি বহ্বায়াসলব্ধ অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া স্বকীয় পরিশ্রমের স্বার্থকতা সম্পাদন করুণ।

জগদীশ। শশাঙ্ক! তুমি যাহা বলিলে তাহা সকলই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহনীয়। তোমার কথাগুলি যে অত্যন্ত মুল্যবান তাহা আমি বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি; কিন্তু আমার অর্থ পিপাসা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিয়াছে যে, জগতের সমস্ত উপদেশ ও

বোধহয় আমার মনকে এসম্বন্ধে ক্ষণকালের জন্য বিচঞ্চলিত করিতে সমর্থ হয় না। তোমার প্রত্যেককথাটী আমি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছি এবং হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কে যেন সজোরে হৃদয় হইতে সেগুলি বাহির করিয়া দিতেছে। বোধ হয় এতক্ষণ অনেক কথা আমার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।

পাঠক! জগদীশ বসু যাহা বলিতেছেন উহা প্রকৃতি গত। কেবল জগদীশ বসু কেন, জগতে যে সকল অর্থ পিশাচ কৃপণগণ অবস্থান করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সকলেই এক বাক্যে জগদীশ বসুর মত সমর্থন করিবে।

"ন ধর্ম্ম শাস্ত্রং পঠতিতী কারণং
ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ
স্বভাবো এরাত্র তথাতিরিচ্যতে
যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাংপয়ঃ।"

শশাঙ্ক শেখর যদিও পিতার মত সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু জগদীশ বসুর মনে একটু গোল বাধিয়া উঠিল। এক দুই বৎসর করিয়া শশাঙ্কের বয়স ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বয়সের সংখ্যা বাড়িল, সত্য, কিন্তু পরিমাণ ক্রমেই কমিতে লাগিল; সংসারে লোক ভ্রমেও মৃত্যুর কথা হৃদয়ে স্থান দেয়না, তাই বলে, বয়স বাড়িল, কিন্তু এরূপ সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। শশাঙ্কশেখর এখন দ্বাবিংশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এক বৎসর

পূর্ব্ব হইতেই তিনি সামাজিক কার্য্যে প্রবেশ করিতে যত্নবান হওয়ায় অত্যল্প সংখ্যক প্রাচীন অশিক্ষিত লোক ভিন্ন অপরাপর সকলেই শশাঙ্কশেখরকে সমাজ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। শশাঙ্কশেখর সমাজে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সমাজ ভয়ানক কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য আবরণে পরিবেষ্টিত; কতকগুলি অশিক্ষিত দাম্ভিক লোক সমাজের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়া রহিয়াছে। শশাঙ্ক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, লোক অনুসন্ধান করে না, তাই না বুঝিয়া সময়ের কোন পরিবর্ত্তনকে সমাজের অমঙ্গলের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শশাঙ্কশেখর অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন—সমাজের দুরবস্থা অপনোদনের জন্য সমাজ নেতাগণের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা সমাজ সংস্করণে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন শশাঙ্কের উপদেশ তাহাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়; কারণ, যেখানে সমাজের দুর্গতি সেখানেই নেতাগণ অশিক্ষিত ও দাম্ভিক, সুতরাং সমাজ সংস্করণরূপ মহা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে প্রথমতঃ উপযুক্ত সমাজ নেতা নির্ব্বাচন একান্ত আবশ্যকীয়।

শশাঙ্ক শেখর সমাজের দুর্গতি দেখিয়া অত্যন্ত মনস্তাপ পাইতে লাগিলেন; কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিয়া সমাজ সংস্কার করিবেন তাহা কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইতেছেন না। সর্ব্বদা ভয়, পাছে অশিক্ষিত প্রাচীন সমাজপতিগণ তাহার মনোগত ভাব বিশেষরূপ জানিতে পারিয়া

তাহাকে সমাজচ্যু[illegible]য়া [illegible]র। সমাজচ্যুতি ক্ষমতা সমাজ পতিগণের হস্তে সম্[illegible] ক[illegible]স্তে রহিয়াছে ; অবশেষে শশাঙ্ক-শেখর সমাজ হইতে [illegible] অবতারের [illegible] ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া স্বকীয় কার্য্যের অবতারণ[illegible] করিতে উদ্যোগ করিলেন এবং এসময় হইতে শারীরিক সুখ পরিত্যাগ করিলেন। এমন কি উপযুক্ত সময়ে আহার করিতেও ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন ; কেহ স্মরণ না করাইলে অথবা জঠরানল বিশেষ রূপ প্রজ্জ্বলিত না হইলে তৎপ্রতি যত্ন করিতেন না। শশাঙ্ক শেখরকে দেখিলেই বোধ হইত যেন তিনি সর্ব্বদাই গাঢ় চিন্তায় অতিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছেন। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, চকিত ভাবে তাহার উত্তর দিতেন। শশাঙ্কের সংকল্পের দৃঢ়তাকে ধন্য! যাঁহারা সংসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছাকরেন, তাঁহারা শশাঙ্কের ন্যায় মনঃসংযম করিতে শিক্ষা করিয়া পরে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন।

বল্লভপুর গ্রামস্থ নব্য ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক শশাঙ্কশেখরের মন্ত্রে দিক্ষিত হইলেন। কেহ বা প্রকৃত কার্য্যোদ্ধারের জন্য, কেহ বা সমাজপতিগণের কুরীতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া, শশাঙ্কের মত গ্রহণ করিলেন, এবং কেহ বা ভাবি সমাজনেতাদলের আসনগ্রহণ করিবার জন্য শশাঙ্কের মতে মত দিলেন। যাঁহারা সামাজিক কি রাজনৈতিক কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যদি জীবনকে দৃঢ়সংকল্প-ভিত্তিতে সংস্থাপন করিয়া সময় স্রোতে ভাসমান হইতে পারেন

তাহা হইলে নিশ্চয়ই এক দিন ক[illegible] প্রচ[illegible]দ্ধারে সমর্থ হইতে পারেন। যে সমাজেরদিগেই [illegible] প্রাচীন [illegible]ত করা যাউক না কেন, সকল স্থানেরই [illegible] শশাঙ্কশেখরা[illegible]কর মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে এসমাজ অতি দৃঢ় ভি[illegible] প্রাচীনতা প্রদান[illegible]ত সংস্থাপিত; সমাজস্থ সকল লোকই এক মন্ত্রে দিক্ষিত হইয়া একই অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিতেছে, কিন্তু যদি সাহসে নির্ভর করিয়া দ্বার ভেদ পুর্ব্বক সমাজে প্রবেশ করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় সমাজ বিভিন্ন মত, বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন সংস্কার বিশিষ্ট লোক দ্বারা পরিপোষিত। যে প্রকারের লোকই উহাতে প্রবেশ করুন না কেন তিনিই একদল লইয়া বাহির হইতে সমর্থ হইবেন।

এ সময় হইতে বৃদ্ধ অবতারেরা সর্ব্বদাই শশাঙ্কশেখরের দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নির্দ্দোষির দোষ বাহির করা সহজ নয়, এবং সেই সময়ে যীশুধর্ম্ম স্রোত ও প্রবলবেগে ভারতে প্রবেশ করে নাই কাজেই শশাঙ্ককে খৃষ্টান বলিয়াও বৃদ্ধেরা সমাজ চ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। আজ কালকার সময় হইলে বোধ হয়, শশাঙ্ক, খৃষ্টান বলিয়া নিশ্চয়ই সমাজচ্যুত হইতেন। আজ কাল হিন্দু সমাজে এমন অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহারা শিক্ষিত যুবকদিগকে সামাজিক কার্য্যে ব্রতী হইতে ইচ্ছুক দেখিলে অমনি খৃষ্টান বলিয়া, কেহ বা ব্রাহ্ম বলিয়া গালি দিয়া থাকেন। খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম যদিও কোন অশ্লীল শব্দ নয় সত্য, কিন্তু প্রাচীন মহাত্মারা উহা গালি ভাষা বলিয়াই প্রয়োগ করিয়া থাকেন; ব্রাহ্ম শব্দের

প্রকৃত অর্থ না জানিয়া কেহ বা বলিয়া থাকেন ব্রাহ্ম ও যা, খৃষ্টান ও তা, একই কথা। হা, ভারত! তোমার রত্ন প্রসবিনী গর্ভে এসকল অবতারের জন্ম।

শশাঙ্কশেখরের যশ ক্রমেই চতুর্দ্দিগে বিস্তৃত হইতে লাগিল। একদা হরিশঙ্করপুর গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের অনুরোধে শশাঙ্কশেখর তথায় যাইতে অনুরুদ্ধ হইলেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসে হরিশঙ্কর পুর যাত্রা করিয়া, তথায় সামাজিক আন্দোলনে অনেক সময় অতিবাহিত করিলেন। হরিশঙ্করপুর বল্লভদি গ্রাম হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। শশাঙ্কশেখর হরিশঙ্করপুরস্থ ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বল্লভদি গ্রামের এক প্রান্ত দিয়া শশাঙ্কশেখর নিজ বাড়ী অভিমুখে যাইতে ছিলেন। পাঠক! পথিমধ্যেই আপনাদের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শশাঙ্কশেখরের গৃহে প্রবেশ।

পাঠক! যে পর্ণকুটীর সম্বন্ধে আপনাদিগকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যেখানে বসিয়া কে যেন অস্ফুট স্বরে রোদন করিতেছে, শশাঙ্ক সেই গৃহের দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল কুটীরখানি অতি জীর্ণাবস্থায় দণ্ডায়মান। গৃহের অবস্থা দেখিলে নিশ্চয়ই প্রতীতি হয় যে এগৃহে অরণ্যজন্তু ভিন্ন মানুষ কখন ও বাস করিতে পারেনা। যে পাতা-গুলির সাহায্যে গৃহখানি আচ্ছাদিত ছিল তাহাও মধ্যে মধ্যে স্থান ভ্রষ্ট হইয়া ভূতল শায়ী হইয়াছে। বাড়ীতে এই একখানা বই আর গৃহ ছিলনা। গৃহ খানা দীর্ঘে ৮।৯ হস্ত এবং প্রস্থে ৫।৬ হস্তের অধিক হইবে না। ঘরখানা যদিও ছোট তথাপি আবশ্যকানুরোধে উহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। বাড়ী খানা প্রাচীর অথবা অন্য কোন প্রকা-রের আচ্ছাদনে আবৃত ছিল না, কিন্তু প্রকৃতি যেন কুটীর বাসিনীর দুরবস্থায় সহানুভূতি দেখাইবার জন্য লতা ও গুল্ম দ্বারা গৃহখানির চতুর্দ্দিক প্রাচীর রূপে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। কুটীর বাসিনী বৃদ্ধা, কন্যা যৌবনা-বস্থায় পদার্পণ করিয়াছে বলিয়াই হউক, অথবা গৃহে সাধা-রণের প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্যই হউক সম্মুখে একখানা দরজা (বাঁস নির্ম্মিত কবাট) করিয়াছিল। শশাঙ্ক

সজোরে কপাটে আঘাত করাতেই কবাট উন্মুক্ত হইল। শশাঙ্ক বাড়ী মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৃহ কপাট রুদ্ধ রহিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিলেন কিছুতেই কপাট সহজে খুলিতে না পারিয়া গৃহ প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। দুই তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পর সহসা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। পাঠক! বিস্মিত হইবেন না। বিদেশীকে সহসা এরূপ আশ্রয় দেওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে করিবেন না। লোক বিপদে পড়িলে ইহা হইতেও অধিক আশ্চর্য্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। অনেকের সংস্কার আছে গলায় মৎস কণ্টক বিদ্ধ হইলে মার্জ্জার-পদ ধারণ করিলে মৎস্য-কণ্টক বিদ্ধ যন্ত্রণা দূর হইয়া যায়। একি কখন ও সম্ভবে? তবে লোকে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে কেন? আশার আশায়। গৃহাভ্যন্তরস্থ কন্যাও জননীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে কোন সাহায্য পাইতে পারিবেন এই আশার আশয়েই অপরিচিত যুবাকে গৃহে প্রবেশ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

শশাঙ্ক শেখর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন একটী প্রাচীনা রুগ্ন শয্যায় শয়িতা। নিকটে একটী পরমা রূপ-বতী কামিনী বসিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছেন কিন্তু এখন আর ক্রন্দন শব্দ নাই। অপরিচিত পুরুষের নিকট শব্দ করা স্ত্রীজাতীর বিশেষ লজ্জার কারণ। শশাঙ্ক বৃদ্ধার অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, বৃদ্ধার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসে বৃদ্ধার নাসিকা পর্য্যন্ত এক টানে নড়িয়া উঠিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুবতী কে ?

শশাঙ্ক যুবতীর দিগে দৃষ্টিপাত করিলেন যুবতীর বয়স ১৪।১৫ বৎসরের অধিক নহে। যুবতীর দেহের রং সুবর্ণ বিনিন্দিত, কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া সেই সোণার বর্ণে যেন কালিমা পড়িয়াছে। সুন্দর মুখ খানিতে যেন প্রকৃতি নূতন ভাবে নূতন রকমের রূপের ছটা ছড়াইয়া দিয়াছেন। অরুণ অধর মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত গুলি কি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। কেশ রাশি যেন চরণের মৃদু গতিতে চমৎকৃত হইয়া চরণ লুণ্ঠন মানসে তদ্দিকে ধাবমান হইতেছে। আহা! কি রমণীয় মূর্ত্তি!! শশাঙ্ক শেখর যুবতিকে অপলক নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সহসা দেখিলেন এক পবিত্র জ্যোতি যুবতীর সৌন্দর্য্যে মিশিয়া সুন্দরীকে আরো সুন্দর দেখাইতেছে। আহা কি মনোহর দৃশ্য। পাঠক যদি কখনও রমণী মূর্ত্তিতে দেবভাব জাজ্জল্যমান রূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আজ পবিত্র চক্ষে ঐ কুটির বাসিনী অনাথা যুবতীর দিগে দৃষ্টিপাত করুন! ঐ দেখুন স্বর্গীয় জ্যোতি সদৃশ পবিত্র জ্যোতি মাখাইয়া যুবতীর সৌন্দর্য্য কত উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। দেখিলেন কি? যদি না দেখিয়া

থাকেন আপনারা অযোগ্য। পাপ চক্ষে পবিত্র দর্শন সম্পূর্ণ অসম্ভব। পবিত্র ভাবে দৃষ্টি করুন, দেখিতে পাই-বেন যুবতী মানুষী নয়, মূর্ত্তিতে দেবভাব সম্পূর্ণ রূপে বিরাজ মান।

শশাঙ্ক শেখর যুবতীর পরিচয় জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে পাছে অভদ্রতা প্রকাশ পায় অথবা উহা যুবতীর কোনরূপ বিরক্তির কারণ হয় এই ভাবিয়া আপনার মনের ভাব মনেই মিশাইতে চেষ্টা করিলেন। যুবতীর পবিত্র মূর্ত্তিতে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না; জিজ্ঞাসা করি-লেন, যুবতি! যদি অপরাধ ক্ষমা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। ঘর নিস্তব্ধ; উত্তর নাই; শশাঙ্ক পুন-রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবারও উত্তর নাই; শশাঙ্ক ভাবিলেন জিজ্ঞাসা করিয়া ভাল করি নাই; হয়ত যুবতী ইহাতে আমার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন। শশাঙ্ক শেখর এইরূপ নানা কথা ভাবিতেছেন এমন সময় রুগ্না বৃদ্ধার পদদেশ হইতে অতি মধুর স্বরে কয়েকটী মধুমাখা কথা উচ্চারিত হইল।

মহাশয়! আমি স্ত্রীজাতি, বিশেষতঃ সংসারে এক মাত্র দুঃখিনী ও অনাথিনী, সুতরাং আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কিরূপে সম্ভবে। আপনার অপরাধ কি, বরং উপযুক্ত রূপ আপনার অভ্যর্থনা করি নাই বলিয়া আমিই অপরাধিনী, ক্ষমা প্রার্থনা আমারই কর্ত্তব্য। ক্ষমা প্রার্থনা

করি নাই কি করিতে শিখি নাই বলিয়া আপনি উপদেশ ছ্ছলে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। আপনার কৌশলে ধন্য!! আপনার এ অনুগ্রহে আমি চিরবাধিতা হইলাম; আপনি কি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?

শশাঙ্ক উত্তর শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন একি? লোকে কথায় বলে "গোবরে পদ্ম ফুল" আমি যে প্রকৃতিই দেখিলাম। এরূপ কুটীরে এরত্ন কি রূপে সম্ভবে! তবে বহুমূল্য হীরক যেমন কয়লার খনিতে জন্ম গ্রহণ করে, এই যুবতীও সেই রূপ এ জীর্ণ কুটীরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আহা! পরম পিতা পরমেশ্বরের সৃষ্টির কি অপার মহিমা!!!

শশাঙ্ক। অয়ি! মধুরভাষিণি! আমি তোমার পরিচয় জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছি; ভরসা করি আমার আশা পূর্ণ করিয়া বাধিত করিবে।

যুবতী। মহাশয়! স্ত্রীলোকে কে কোথায় পূর্ব্বে পরিচয় প্রদান করিয়াছে? বিশেষতঃ আমার মত জীর্ণ কুটীরবাসিনী দুঃখিনীর পরিচয় কি? জগতে যাহারা মনুষ্য নামে পরিচিত তাহারা পরিচয় প্রদানের যোগ্য পাত্র। আমার কি পরিচয় আছে, যাহা আপনার ন্যায় উচ্চ চেতা লোকের নিকট নিবেদন করিতে পারি? ভরসা করি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার পরিচয় দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিবেন।

শশাঙ্ক শেখর ভাবিলেন, যুবতী যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ: স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ পুরুষাপেক্ষা শত সহস্র গুণে

লজ্জাশীলা, সুতরাং আমার পরিচয় দেওয়ার পূর্ব্বে কখন ও উহার পরিচয়ের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; অতএব আমার পরিচয় প্রদান করাই কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া শশাঙ্ক শেখর সংক্ষেপে আপন পরিচয় প্রদান করিয়া পুনরায় যুবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুবতী। মহাশয়! আপনার পরিচয়ে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত ও বাধিত হইলাম এবং আপনার ন্যায় মহতের শুভাগমনে আজ এই জীর্ণপর্ণ-কুটীর দ্বিতল ইষ্টকালয় অপেক্ষা সহস্র গুণে ধন্য হইল। আমিও এত দুঃখের জীবনে আজ শান্তি পাইলাম। বহু দিনের ঘৃণিত জীবন কে আজ ধন্য করিলাম। অনেক সময় নানারূপ মানসিক যন্ত্রণায় অধৈর্য্য হইয়া জীবন বিসর্জ্জনে কৃত সংকল্প হইয়াছি এমন কি অনেক সময় মৃত্যুও শত গুণে শ্রেয় বোধ করিয়াছি, কিন্তু এত যাতনা পাইয়াও যে কেন জীবনধারণ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না; বোধ হয় আজ দুঃখের জীবন সুখী হইবে, বিদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি আসিবে বলিয়াই জীবন এত দীর্ঘকাল এদেহ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, নতুবা এত কষ্টে জীবন এ দেহে অবস্থান করিত কি না সন্দেহ। আজ জানিলাম, বুঝিলাম, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলে দুঃখের জীবনে একদিন নিশ্চয়ই সুখ আসিবেই আসিবে; বিদগ্ধ হৃদয়ে অবশ্যই শান্তি আসিয়া আপনা আপনি আসন গ্রহণ করিবে। আমি প্রকৃত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অনাবশ্যকীয় কথায় আপনার অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, সুতরাং সে জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমার পরিচয় সম্বন্ধে আমি অধিক কিছু বলিতে পারিব না, কারণ সে সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না, তবে মায়ের নিকট যাহা কিছু শুনিয়াছি তাহাই বলিতে পারি।

আজ যে গৃহে আপনি উপবেশন করিয়াছেন এ আমার পৈত্রিক গৃহ নয়। মাতা ঠাকুরাণী অতি কষ্টে এ খানি নির্ম্মাণ করাইয়া আমাকে লইয়া অবস্থান করিতেছেন। মা বলিয়াছেন, এখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ উত্তরে অবন্তীপুর নামে যে গ্রাম আছে আমি তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার পিতার নাম মাধবচন্দ্র ঘোষ; তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ বংশ-সম্ভূত। আমার পিতামহ প্রথম শ্রেণীর জমীদার ছিলেন; পিতামহের মৃত্যুর পর পিতৃদেব পিতার এক মাত্র সন্তান বলিয়া একাকী অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। আমার পিতার পাঁচ বিবাহ ছিল। পিতার প্রথমা স্ত্রীর গর্ব্ভে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। পিতা বৃদ্ধাবস্থায় যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার ভাল বাসার এক মাত্র অধিকারিণী ছিলেন। আমার জন্মের চারি বৎসর পরে পিতা শেষ বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের পর হইতে আমার মা, পিতৃদেবের অনাদরের পাত্র হইয়া পড়িলেন। পিতা আমাকে ভাল বাসিতেন বলিয়া ছোট মা তাঁহাকে অনেক প্রকার যন্ত্রণা দিতেন। যাহারা এক স্ত্রী থাকা স্বত্বে অকারণে পুনঃদার পরিগ্রহ করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়। যাহাদের স্কন্ধে অপদেবতার আসন তাহারা

যেমন সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকৃতি গ্রস্ত হয়, বহু পরিণত পুরুষেরও ঠিক্ সেই অবস্থা হইয়া পড়ে; আমার পিতাও উক্ত রোগগ্রস্থ হইলেন। আমাদের পরিবার মধ্যে সর্ব্বদাই অসন্তোষ, পরস্পর হিংসা, দ্বেষ এবং কলহ বিরাজ করিতে লাগিল। সংসার ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। আমাদের ঘরে লক্ষ্মী চির বিরাজিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এ সময় হইতেই যে লক্ষ্মী চঞ্চলা নাম ধারণ করিয়া আমাদের গৃহ পরিত্যাগ করিলেন পিতার সেদিগে দৃষ্টি নাই। বড় লোক বলিয়া সাধারণে পিতার সম্মুখে কোন কথা বলিত না, কিন্তু অগোচরে কুলাঙ্গার, নরাধম, বলিয়া সকলেই পিতার নিন্দা করিত। যাহারা একটু স্বাধীন প্রকৃতির লোক তাহারা পিতাকে সম্মুখেও নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। পিতা শিশুকাল হইতে একগুঁয়ে লোক ছিলেন, যাহা ইচ্ছা হইত, কি আপনি ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন, কিন্তু এখন পিতা সে দোষ হইতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হইয়াছেন; ছোট মার কল্যানে তাঁহার সে দোষটি সম্পূর্ণ রূপ দূরীভূত হইয়াছে; এখন পিতা আপন ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারিতেছেন না; ছোট মা যাহা বলেন তাহাই গুরু বাক্য কি বেদ বাক্য জ্ঞানে তৎসম্পাদনে যত্নবান হন। সততা, ন্যায়পরায়ণতা বিচার, প্রভৃতি মানসিক প্রধান বৃত্তি গুলি পিতার মনকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিল। এখন হইতে আপনার বিবেক, মন, হৃদয় প্রভৃতি মানসিক অঙ্গ গুলির কার্য্য একেবারে বন্ধ করিয়া

শুদ্ধ ছোট মার আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চালিত হইতে লাগিলেন। আমার মা এবং অন্যান্য মাতৃগণ স্ব স্ব গৃহে পিতার দর্শন পাওয়া দূরে থাকুক যদি কখনও আপনাদের দুরবস্থা—(পাঠক এরূপ রাজ সংসারে গৃহিণীগণের ভরণপোষণের কষ্ট ওঃ কি হৃদয় বিদারক ব্যাপার!!! আপনারা কি করিবেন, এখন ছোট গিন্নী সকল বিষয়ের কর্ত্রী হইয়াছেন সুতরাং গৃহিনীগণের দুরবস্থা বিমোচনে কর্ত্তারও কোন ক্ষমতা নাই) জানাইবার জন্য স্বামীর নিকট উপস্থিত হইতেন কর্ত্তা অমনি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতেন, কি আপদ! এদের যন্ত্রণায় বৈষয়িক কার্য্য কর্ম্ম দেখা সুকঠিন হইয়া উঠিল। এগুলির মরণও নাই, খেয়ে খেয়ে সংসার উড়াইবার যোগাড় করিতেছে, তোমরা এখানে আসিয়াছ কেন? যদি কোন আবেদন থাকে ছোট গিন্নির নিকট জানাও। এখানে আবেদন অরণ্য রোদন তুল্য হইবে। পাঠক মনে করিয়া দেখুন স্ত্রীলোকের পক্ষে পতির এরূপ আদেশ কি হৃদয় বিদারক!!! যাহারা বহু পরিণিত তাহাদের হৃদয় পশুর হৃদয় হইতে ও পাষাণ এবং জঘন্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নূতন বিচার।

একদা আমাদের প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় পিতাকে বলিলেন "আপনার ধনাধ্যক্ষ ১০০০০্ হাজার টাকা অপহরণ করিয়াছে।" কথা শুনিয়া পিতা অতিশয় রাগান্বিত হইলেন এবং ধনাধ্যক্ষকে তাঁহার সম্মুখে আনিবার জন্য দেওয়ানকে অনুমতি করিলেন; এ সময়ে আমাদের সংসারে টাকা, বহুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতি মূল্যবান সকল বস্তুই লুটের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং কর্ম্মচারিগণ সকলেই পিতাকে মৌখিক অত্যন্ত ভক্তি দেখাইত, অন্তরে তাহার ঠিক বিপরিত ভাব। প্রধান কর্ম্মচারী কর্ত্তার আদেশ মতে ধনাধ্যক্ষকে কর্ত্তার আদেশ জানাইলেন। ধনাধ্যক্ষের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই; থাকিবেই বা কেন? তিনি ছোট গিন্নির সহোদর। সহোদরার পরাক্রমে তিনি কর্ত্তাকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন কিনা সন্দেহ, সুতরাং তিনি অকুতোভয়ে কর্ত্তাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার এখন যাওয়ার অবকাশ নাই অনেক কাজ হাতে আছে।" তিনি যে কি কাজ জানেন, কি করেন, তাহা তিনি জানেন আর ভগবান জানেন। কর্ত্তা অত্যন্ত রাগত হইয়া হৃদয়েশ্বরী ছোট গিন্নিকে এ বিষয় জানাইলেন। ছোট গিন্নি অমনি কর্ত্তার রাগ দূর করিবার মানসে [illegible] রাগান্বিতা হইয়া কর্ত্তাকে নানারূপ ভর্ৎসনা

করিতে লাগিলেন ;—তোমার এ বড় অন্যায়, আমার ভাই সে ১০০০০্ হাজার টাকা লইয়াছে সে কথা আবার মুখ ফুটিয়া বলা কি তোমার উচিৎ হইয়াছে ? তোমার এ জ্ঞান নাই যে তোমার ধনাধ্যক্ষ আমার সহোদর ? ছোট গিন্নি অতি চতুরা মেয়ে, তিনি রাগের সঙ্গে কর্ত্তার প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিলেন ; বুড় আর থাকিতে পারিল না, তখনই বলিয়া উঠিলেন "প্রাণেশ্বরী, হৃদয়েশ্বরী, আমার সর্ব্বেশ্বরী, আমার বলা অন্যায় হইয়াছে, আমি তোমার নিকট শত সহস্রবার অপরাধি হইয়াছি, নিজ গুণে আমায় ক্ষমা কর। আমি একবার মনে করিয়াছিলাম দূর হ'কগে ১০০০০্ টাকা নিয়েচে ত নিয়েছে সে কথা মুখেও আনিব না, কিন্তু দেওয়ান বেটার জন্যইত এত নাকাল হচ্চি।" এখন কর্ত্তার মন ঘৃণা ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। মনে মনে ভাবিলেন প্রাণেশ্বরীর হাত হইতে একবার অব্যাহতি পাইলেই দেওয়ানকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব। ছোট গিন্নি অতি চতুরা মেয়ে, তিনি উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, দেখ বুড় (—"পাঠক ! বৃদ্ধাবস্থায় পরিণত পুরুষ স্ত্রীর নিকট বুড় উপাধি গ্রহণ করা বঙ্গ সমাজে একরূপ প্রচলিত) তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম, কিন্তু দেওয়ানের বড় আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে, আমারি খায় আমারি পরে আবার আমার সহোদরের উপর প্রভুত্ব এতই আস্পর্দ্ধা ! উহাকে ইহার উপযুক্ত দণ্ড স্বরূপ অর্থ দণ্ড করা উচিত।" বুড়র এতক্ষণ চক্ষু নামিল, ভাবিলেন রক্ষা পাইয়াছি। প্রাণেশ্বরীর আদেশ

আমার মনোমতই হইয়াছে, সাধ করে কি গিন্নিকে প্রাণেশ্বরী, হৃদয়েশ্বরী ও সর্ব্বেশ্বরী করিয়াছি—এ গিন্নির মত বুদ্ধিমতী জগতে দুর্ল্লভ।

পাঠক! বুড় যাহা বলিল সত্য, কিন্তু বুড়র একথা ও মনে করা উচিত ছিল যে তাহার মত নির্ব্বোধ নরাধম, পামর অপরিণামদর্শী জগতে আর নাই; নিয়মিত সময়ে কর্ত্তা কাছারিতে উপস্থিত হইয়া দেওয়ানকে গিন্নির অনুমতিক্রমে এই অপরাধে ২০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড ও তৎসঙ্গে বিশেষ ভর্ৎসনা করিলেন। কাছারির সমস্ত লোক এই নূতন বিচার শুনিয়া অপ্রস্তুত! সকলেই কর্ত্তা গিন্নি উভয়ের উপর নানারূপ গালি বর্ষণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। দেওয়ানজি, আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিতেন ও অতি ভক্তি করিতেন; তিনি আমার মায়ের কাছে আসিয়া সমস্ত বিষয় জানাইলেন। ক্রন্দন ভিন্ন মায়ের অন্যকোন ক্ষমতা ছিলনা, সুতরাং মা তাহাই করিলেন। দেওয়ানজি মায়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন, মা আপনি যাহাতে প্রভাবতীকে লইয়া শীঘ্র স্থানান্তরিত হইতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন নতুবা নিস্তার নাই। দেওয়ানজি মহাশয় আমাকে শিশুকাল হইতে প্রভাবতী বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া সকলেই আমায় প্রভাবতী বলিয়া ডাকিত; তাই আমার নাম প্রভাবতী। দেওয়ানজি বিদায় হইলে পর মা আমাকে লইয়া এ অরণ্যে।—মা প্রভাবতী তুমি কোথা! আমার যে বড় ভয়;—প্রভাবতী সিহরিয়া উঠিলেন;

দেখিলেন মা ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া রহিয়াছেন! কি ভীষণ দৃশ্য! প্রভাবতী আর থামিতে পারিলেন না; নূতন পরিচিত শশাঙ্ককে বলিয়া আর ঠিক রাখিতে পারিলেন না;—বলিলেন, কি দেখিতেছ, মা যে কেমন করিতেছে! শশাঙ্ক বৃদ্ধার পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। শশাঙ্ক শেখর বৃদ্ধার হস্ত ধরিয়া দেখেন শিরার বেগ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, মুখের বর্ণ এক নূতন রং ধারণ করিয়াছে; শশাঙ্ক বুঝিলেন মৃত্যুরই সম্পূর্ণ লক্ষণ, কিন্তু মনোগত ভাব প্রকাশ করিলে পাছে প্রভাবতী একবারে অধীরা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে বলিলেন প্রভাবতি,কোন ভয় নাই, তুমি উহার মুখে একটু জল দাও আমি একটু বাহির হইতে আসি। শশাঙ্ক বাহিরে আসিয়া দেখেন রাত্রি নাই প্রভাতী নক্ষত্র প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিশার অন্ধকার দূর করিতে আকাশে উঠিয়াছে। হঠাৎ প্রভাবতীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া শশাঙ্ক পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল, বৃদ্ধা যাতনায় এপাশ ওপাশ করিতেছে; কথা কহিবার শক্তি নাই, কিন্তু কি যেন প্রভাবতীকে বলিবার জন্য তাহার দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া আসিল; একবার অতি কষ্টে বলিলেন প্র;—— প্রভাবতী, মা ডাকিতেছে মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন। মা এই যে আমি তোমার কাছে বসিয়া আছি;—এখনও প্রভাবতীর মনে বিশ্বাস তাহার মা, বাঁচিবে! আহা! স্নেহের কি আশ্চর্য্য মহিমা! কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে শশাঙ্ক তাহারই জন্য ব্যাকুল, হঠাৎ বায়সগণ কা কা

শব্দ করিয়া দিবসাগমের সংবাদ জগতকে জানাইতে আসিল, অন্ধকার, আপনাআপনি সরিয়া পড়িল।

প্রভাবতীর মায়ের চক্ষে আর পলক নাই, নয়নের সে উজ্জ্বলতা নাই দেহের কমনীয় ভাব নাই; দেহের সমস্ত যন্ত্র অচল। প্রভাবতী মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু আর উত্তর নাই; বৃদ্ধা প্রভাবতীর মনে আঁধার লাগাইয়া চির আঁধারে প্রবেশ করিলেন। প্রভাবতী এখন চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। প্রভাবতী মায়ের জীবিতাবস্থায় যদিও আপনাকে দুঃখিনী বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু আজ এক নূতন ভাব মনে উদয় হইল, আজ প্রভাবতী বুঝিলেন এজগতে তাহার কেহ নাই। এ অসীম জগত প্রান্তরে তিনি একাকীনি। দারুণ যাতনায় অধৈর্য্যা হইয়া বলিতে লাগিলেন, হায় করুণাময়! তোমার নামের কি এই মহিমা—করুণাময় হইয়া কি আমার প্রতি এই করুণা প্রকাশ করিলে? তোমায় লোকে দয়াময় বলিয়া ডাকে, তোমার দয়ার কি এই পরিচয়? তুমি সর্ব্বজ্ঞ তবে আমার সম্বন্ধে এরূপ অজ্ঞ কেন? তুমি জগতের লোককে. দুস্তর ভবসাগর হইতে তারণ কর বলেই ত তোমার নাম ভব-তারক? কৈ তোমার সে তারণ ক্ষমতা কৈ? আমি কি জগতের কেহ নই? তবে আমায় সংসারের সাধারণ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে না কেন? জগতের মায়া বন্ধনে জীব নিয়ত জগচ্চক্রে ভ্রমণ করিতেছে। আমার সে বন্ধন কাটিলে, কিন্তু ভ্রমণ দায় ঘুচাইলে না কেন? তুমি দীনবন্ধু তোমার কি আমাকে

এরূপ বিপদ সাগরে ভাসান কর্ত্তব্য ? আমি অবলা তাতে যুবতী, এ অবস্থায় আমাকে একাকিনী করা কি তোমার দয়াল নামের উপযুক্ত কার্য্য করা হইয়াছে ?

শশাঙ্ক। প্রভাবতি! তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার পক্ষে এরূপ অন্যায় ক্ষেদ কি কখনও সম্ভবে ? তুমি ঈশ্বরের দোষ দিতেছ, কিন্তু একবারও আপনার অদৃষ্ট ভাবিয়া দেখিতেছ না। আরো বলি, .জগতে পিতা মাতা সহবাসে কে চিরকাল কাটাইতে পারে। এখন যাহাতে তোমার মাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন হইতে পারে তদ্বিষয়ের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এ অবস্থায় কাহার কাছে যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করি! শশাঙ্কের কথা সমাপ্ত না হইতে হইতে প্রভাবতীর উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীরা অনেকে তথায় উপস্থিত হইল। প্রভাবতীর মা প্রভাবতীকে একাকিনী ফেলিয়া জন্মের মত চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে যাঁহারা সৎলোক তাঁহারা প্রভাবতীর দুঃখে দুঃখিত হইলেন, যাহারা দুষ্ট তাহারা প্রভাবতীর মায়ের মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া মনে মনে আকাশ পাতাল গড়িতে লাগিল ; কিন্তু অসৎ লোক এত মূর্খ যে একবারও এ কথা মনে ভাবিয়া দেখেনা যে, অসহায়ের জন্য এক মহাপুরুষ দীনবন্ধু নাম ধারণ করিয়া সর্ব্বদা লোক সমাজে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রভাবতী মা ছাড়া হইয়াছেন সত্য কিন্তু পিতার অধিক আদরের হইয়াছেন। মাতার মৃত্যু হইলে পিতা সন্তানকে অধিক ভাল বাসিয়া

থাকেন, আজ প্রভাবতীও মাতৃহীন হওয়াতে সেই পরম পিতার অতি আদরের হইয়া পড়িলেন।

শশাঙ্ক শেখর প্রতিবেশীগণের সাহায্যে, যথা সময়ে বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া কুটীরে উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুখতারা।

শশাঙ্ক শেখর উপযুক্ত সময়ে নিজে বাড়ীতে উপস্থিত হয় নাই বলিয়া তাহার পিতা নিতান্ত অস্থির হইয়া অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। হরিদাস নামে শশাঙ্কের একজন বিশ্বস্ত চাকর ছিল; সে শশাঙ্ককে অতিশয় ভক্তি করিত ও প্রাণের সহিত ভাল বাসিত; হরিদাস প্রভুর অন্বেষণ করিতে করিতে এ দিগে আসিয়াছিল; লোকের গোলমাল শুনিয়া হরিদাস ঐ কুটীরের নিকট উপস্থিত হইলে শশাঙ্ক হরিদাসকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া এখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে হরিদাসকে সবিস্তার সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। শশাঙ্ক হরিদাসকে বসিতে আজ্ঞা করিয়া প্রভাবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভাবতীর মন পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভাবতি! বাড়ী হইতে আমার অনুসন্ধানে লোক আসিয়াছে অনুমতি কর এখন বিদায় হই। প্রভাবতী শশাঙ্কের কথা শ্রবণ মাত্র অচেতন হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। শশাঙ্ক অনেক যত্ন করিয়া প্রভাবতীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। প্রভাবতী উঠিয়া বসিলেন ও অতি বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন। মহাশয়! আপনার অন্তঃকরণ সততায় ও পবিত্রতায় পূর্ণ জানিয়াই আমি মনে মনে আপনাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি; বিশেষ মাও আমাকে আপনার নিকট

রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আপনি আমাকে কাহার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন? শশাঙ্ক নির্ব্বাক; অনেক ভাবিলেন, কিন্তু কিছুতেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। প্রতিবেশিনীর মধ্যে অনেকেই প্রভাবতীকে আপন গৃহে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করিল কিন্তু কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া শশাঙ্ক শেখরের নিকট করযোড়ে দাড়াইয়া রহিলেন। শশাঙ্ক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। একবার ভাবেন প্রতিবেশীগণের মধ্যে কোন এক ভাল লোকের হস্তে প্রভাবতীকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া যাইবেন, আবার ভাবিলেন তাহা হইলে হয়তঃপ্রভাবতীর জীবন চির দুঃখ সাগরে নিক্ষিপ্ত করা হইবে। এরূপে নানা কথা আন্দোলন করিয়া প্রভাবতীর অভিপ্রায় অনুসারে তাহাকে নিজালয়ে লইয়া যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত স্থির করিলেন এবং আর বিলম্ব করা অযৌক্তিক মনে করিয়া হরিদাসকে শিবিকা আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন। হরিদাস যথা সময়ে শিবিকা লইয়া প্রত্যাগমন করিল। শশাঙ্ক শেখর এত দিন অশিক্ষিত প্রাচীন মহাত্মাগণের ভয়ে ভীত ছিলেন না, আজিও ক্ষুদ্র চেতা লোকের ন্যায় ভীত হন নাই, মনকে সততই অভয় দান করিতেছেন কিন্তু তথাপি যেন সমুদ্র লহরীর অটল পর্ব্বত প্রান্ত প্রদেশে আপনার বল বীর্য্যের পরিচয় দেওয়ার মত সমাজ চ্যুক্তি ভাবনা লহরী শশাঙ্ক শেখরের শৈল হৃদয়কে আপনার বল বীর্য্যের পরিচয় দিতে লাগিল, কিন্তু সমুদ্র লহরী শিলা

খণ্ডে প্রতিঘাত হইলে যেমন জল হইয়া জলে মিশিয়া যায়, শশাঙ্ক শেখরের ভাবনা লহরীরও সেই গতি হইল। শশাঙ্ক হৃদয়কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া প্রভাবতীকে শীঘ্র যাওয়ার উদ্যোগ করিতে বলিলেন। স্ত্রীলোকেরা—ভারতের মহিলাগণ অসূর্য্যম্পশ্যা। এক দিনের জন্য পিঞ্জরের বাহির হইবার অনুমতি পাইলে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবার জন্য মনে মনে সাজের কত বন্দোবস্ত করে, যিনি স্বভাবত সুন্দরী তিনিও ঈশ্বরের ভ্রম সংশোধন জন্য ভ্রূ যুগলের মধ্যস্থলে সুবর্ণ বিনিন্দিত বর্ণে কালির ফোঁটা দিয়া দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে বিমোহিত হইয়া যান; অন্যের রুচির সঙ্গে মিলিল আর নাই মিলিল সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, আপনার চক্ষে ভাল দেখিলেই কালির ফোঁটার প্রশংসা এবং তৎসঙ্গে ঈশ্বরের বোকামি ও আপনার পছন্দের প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহারা নিতান্ত কুৎসিতা এমন কি যাহাদের বর্ণ মসীর সঙ্গে তুলনা করিলে মসী অপমান বোধ করে—কারণ মসীর ন্যায় সে বর্ণে উজ্জ্বলতা নাই। যাহাদের পদদ্বয়ের আকৃতি দর্শন করিয়া শিখিগণ আপনাদের মনকে শান্ত্বনা করে. যাহাদের শরীরের গঠন দেখিলে কদলি বৃক্ষকে প্রশংসা করিতে হয়; যাহাদের চক্ষুর তুলনায় পেচক প্রফুল্লিত হয়। যাহাদের হৃদয় অঙ্গার সদৃশ; তাহারাও আজ আহ্লাদে আটখান; বাহারের চেহারায় বাহার লাগাইবার জন্য তাহারাও আজ অস্থির। কিন্তু প্রভাবতীর সেদিকে মন নাই—প্রভা-

বতী যদি ও শশাঙ্ককে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন যদি ও প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন যদিও মনে মনে শশাঙ্কেতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবেন পুরুষ প্রাণে কঠিনতা আছে, পুরুষ প্রাণে বঞ্চনার আবাস। ব্রজের শ্যাম ব্রজ বাসিনী-গণের কিনা দুরবস্থা করিয়াছিল। অযোধ্যায় রাম, বিনা দোষে গর্ব্ভবতী সতী স্ত্রীকে বনবাসিনী করেন। নল রাজ দময়ন্তীকে ঘোর কানন মধ্যে একাকিনী রাখিয়া গিয়াছি-লেন তাই মনে ভয় ইহার সঙ্গে গেলেই বা কি দুর্গতি হইয়া পড়ে? একে বিদেশী তাহাতে অপরিচিত। ভাবনা উপ-স্থিত হইয়া প্রভাবতীর মুখশ্রী নূতন ভাব ধারণ করিল। কিন্তু এ শোচনীয় ভীষণ দৃশ্য অনেকক্ষণ রহিল না; সহসা নূতন এক ভাব প্রভাবতীর মন অধিকার করিল। প্রভাবতী এখন জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ ধারণ করিলেন। আহা মনের ভাব কি প্রশস্ত ও উচ্চ। প্রভাবতী ভাবি-লেন অপরিচিত বিদেশী বলিয়া আমার ভয় কি?— মনুষ্য হৃদয়ে যিনি ভাবনা দিয়াছেন তিনিই শান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি ভয় দিয়াছেন তিনিই অভয় দিয়া-ছেন। যদি সেই বিশ্বনাথকে প্রেম রজ্জুতে বান্ধিতে পারি, যদি তাঁহাকে মনের সরল ভাব দেখাইতে পারি, যদি তাঁহাকে এই ক্ষুদ্র হৃদয়াসনে বসাইয়া পৃথিবীতে প্রতি নিয়ত ভ্রমণ করি, এবং জগতের ভয়ানক হিংস্র জন্তু পরিপূরিত স্থান সকল ঘুরিয়া বেড়াই, তথাপি কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।—তখন আমায় কে বলিবে আমি

অনাথিনী, বিশ্বনাথ আমার নাথ হইয়া সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। যদি এ আশা না থাকিত তাহা হইলে কুরু সভায় দ্রৌপদীর লজ্জা কে রাখিত? অসহায়া গর্ভবতী জানকীকে জনশূন্য কানন মাঝে কে রক্ষা করিত? ইহারা উভয়েই পরম পবিত্রা, তাই দীনবন্ধু বাধ্য হইয়া দীনে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা হিংস্রকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, আমি কি এরূপ পবিত্র লোকের আশ্রয়ে কষ্ট পাইব? সে যাহা হউক আমি লোক চরিত্রে বিশ্বাস করিব না, আমি সেই সর্ব্বময়ে আত্ম সমর্পণ করিয়া সংসার সাগরে ঝম্প দিব। প্রভাবতী আরো ভাবিলেন, যাহারা এক আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত আশ্রয়ের তারতম্য করিয়া বেড়ায় তাহাদের আশ্রয় পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে, এমন কি, অনেক সময়ে নৈরাশ্যই অদৃষ্ট ফল হইয়া পড়ে। সুতরাং আমার এ সময়ে নানারূপ চিন্তা করা অনুচিত। প্রভাবতীকে চিন্তায় নিমগ্না দেখিয়া শশাঙ্ক ভাবিলেন প্রভাবতী যাওয়া সম্বন্ধেই ভাবিতেছে। হরিদাস শশাঙ্ক শেখরকে কুটীর দ্বারে পাওয়া মাত্রই কর্ত্তার কাছে বকসিশ্ পাওয়ার আশা করিতেছিল সুতরাং এরূপ বিশ্বাস হরিদাসের পক্ষে বড় অসহনীয় হইয়া উঠিল। হরিদাস শশাঙ্কের প্রতিকূল দৃষ্টি পাত করিতে লাগিল, এবং সুবিধা মতে উহার মধ্যে মনের রাগত ভাব প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিল না। অনেক বিলম্ব হইল বলিয়া হরিদাস আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না; হরিদাসের হৃদয় সরোবরে ক্রোধ তরঙ্গ নাচিয়া উঠিল, কি করেন, পেটের দায়ে রাগ সম্বরণ

করিতে হইল। কিন্তু চাকুরির দায়ে আপনার স্বাধীনতা পরের হস্তে সমর্পণ করা যে নিতান্ত ঘৃণিত কর্ম্ম হরিদাস আজ তাহা বিলক্ষণ বুঝিল; হয়ত সমধর্ম্মাবলম্বী কেহ নিকটে থাকিলে হরিদাস আজ তাহাকে একথা বেশ করে বুঝাইয়া দিত, কিন্তু নিকটে সে অবস্থার লোক কেহ ছিল না কাজেই মনের রাগে আপনাকে শত শত বার ধিক্কার দিয়া চুপ কবিয়া বসিয়া রহিল।

প্রভাবতীর অনেক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শশাঙ্ক শেখর বলিলেন প্রভাবতি! আমার সঙ্গে স্থানান্তরে যাওয়া যদি যুক্তিসঙ্গত বোধ না হয় তাহা হইলে আমাকে সে বিষয় বলিতে ক্ষতি কি?

শশাঙ্ক শেখরের বাক্য শ্রবণে প্রভাবতী অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া বলিলেন;—"আমার আর বিলম্ব নাই এবং আপনার সঙ্গিনী হইতে মনে কোন সন্দেহ নাই, তবে বিলম্ব হওয়ার কারণ এই যে জগতে যাহারা নিঃসন্তান, গৃহে বাতি দিবার জন্য তাহারা অন্যের সন্তানকে পুষ্য গ্রহণ করিয়া রাখিয়া যান, মাতার বহু কষ্টনির্ম্মিত এই পর্ণ কুটির খানী আমার অতি আদরের জিনিষ; অসময়ে এই গৃহে আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল, আজ উহাকে নিরাশ্রয় করিয়া যাইতে মনে বড় ব্যথা পাইতেছি। আমি এখন পর্য্যন্ত গৃহে তৈলা-ভাব হইলে ও উহাতে দীপ জ্বালিতে ত্রুটি করিতেছি না কিন্তু আমি আজ এ ভাবে চলিয়া গেলে উহা চিরদিনের জন্য নিষ্প্রদীপ হইল!

প্রভাবতী ক্ষান্ত হইতেই শশাঙ্ক প্রভাবতীর অভিপ্রায়া-

নুসারে প্রতিবেশিনী মধ্যে কোন এক অনাথা ও অনাশ্রিতা বৃদ্ধাকে কুটীর খানা দান করিয়া, প্রভাবতী সহ নিজালয়ে গমনের উদ্যোগ করিলেন ; শশাঙ্ক হরিদাসকে কিছু বিমর্ষ দেখিয়া কহিলেন, হরিদাস, বড় বিলম্ব হইয়াছে ; হরিদাসও সময় পাইল, এবং মনের কষ্ট দূর করিবার সুযোগ দেখিয়া বলিল, "বিলম্ব শব্দটি কর্ত্তাদের কাজের বেলায় নাই, যদি তাহাই থাকিত তাহলে যিনি এধারা বাহির করিয়াছিলেন তাহার বংশাবলীতে কেহ চাকুরি করিয়া, চাকুরিত ছাই, নফরি করিয়া পোড়া উদর পুরিতে পারিত না ; তাই বলি কর্ত্তা, বিলম্ব কথাটি চাকর শ্যালাদের বেলা। শিবিকা আনিতে পলক বিলম্ব হইলে চাকর শ্যালার নিস্তার ছিল না কিন্তু কর্ত্তার শিবিকারোহনে বিলম্ব হইলে সে কথা কে বলে। এমন যদি ও কোন দুর্ম্মুখ থাকে, যে কর্ত্তাকে সে কথাটি কয়, তাহার আর পরিত্রাণ নাই, কর্ত্তার অপরাপর চাকরগণ অমনি তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া কর্ত্তা শ্যালা বলিয়া সম্বোধন করিলে, চাঁকর বেটারা তিন পুরুষ—তিন পুরুষ কি যাহারা স্বর্গে গিয়াছেন তাঁহাদের শুদ্ধ আহ্বান করিয়া লয়, যেন অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র চাকর থাকিলে অতি বৃদ্ধ পিতামহ সে জন্য দায়ী। এইত চাকুরির বকসিস্! আমাদের মত হতভাগা বেটারা বুঝেনা তাই শত শত স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও পরের চাকুরি চাকুরি করিয়া প্রাণান্ত হয়। তাই বলি, মশায়, আপনাদের আর বিলম্ব কি? শশাঙ্কশেখর হরিদাসকে অত্যন্ত রাগান্বিত দেখিয়া হরিদাসের হস্তে

ছুটি টাকা দিয়া বলিলেন হরিদাস আমার আর বিলম্ব নাই এখনই যাইতেছি। টাকা পাইয়া হরিদাস আর সে হরিদাস নাই ; হরিদাস এখন প্রকৃত দাস হইয়াছে। এত-ক্ষণ হরিদাসের চক্ষু আরক্ত বর্ণ ছিল, সে চক্ষুর দিকে চাহিতে বুক শুকাইয়া যাইত ; বাক্যের কর্কশতা হৃদয়ে শেলবৎ আঘাত লাগিত, কিন্তু হরি—হরি—হরি—হরিদাস এখন আর সেই হরিদাস নাই, এখন হরিদাস বিনীত, মিষ্টভাষী, প্রভুভক্ত, ছাই আর কিছু অধিক মনে পড়েনা, যদি মনের অগোচরে আরো কিছু থাকে তবে হরিদাস এখন তাই হইয়াছে। অতি কোমল স্বরে ও বিনীতভাবে হরিদাস শশাঙ্কশেখরকে বুঝাইলেন—কাজ থাকিলেই কার্য্যান্তরে প্রবেশ করিতে বিলম্ব হয় সেজন্য ক্ষতি কি ? আরো যদি এখানে দুদিন বিলম্ব করিতে হয়, সেও ভাল তথাপি এখানকার কার্য্য ভালমতে সমাধা না করিয়া যাইবেন না। উঃ জগতে অর্থ কি জিনিষ !!! যাহারা ইহাকে পাইয়াছে, তাহারা সর্ব্বদা অস্থির ; যাহারা পায় নাই অথচ পাওয়ার জন্য বিশেষ লালায়িত, তাহা-রাও অস্থির ; মনে সুখ নাই শান্তি নাই, বিশ্রাম নাই ; মন নিয়ত চঞ্চল। তবে জগতে যাহারা শুদ্ধ অপরিহার্য্য কার্য্যো-দ্ধারের জন্য ইহার আরাধনা করে তাহারা খানিক সুখী।

হরিদাস শশাঙ্কশেখরকে এই কথা বলিতে বলিতে তাহার মনে পড়িল। কি পড়িল ? পাঠক মনে পড়ে কি ? "কর্ত্তার বকসিস্" হরিদাস আবার অস্থির। হরিদাসের আর পূর্ব্ব ভাব নাই হরিদাস এখন দ্বিগুণ অস্থির।

অয়ি জগন্মোহিনী মায়াবিনী—লোকনাশিনী—অর্থ! তোমাকে ধন্য! জগতে তুমি অদ্বিতীয়া। তুমি সমস্ত জগতের লোককে এই মুহূর্ত্তে হাসাইতে পার এবং পর মুহূর্ত্তেই আবার কাঁদাইতে পার; আর কিছু বলিব না—তোমার বিষদৃষ্টিতে পড়িলে জগতে নিস্তার নাই।

এ সময়ে শশাঙ্ক ও প্রভাবতী—হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া হরিদাসকে শিবিকা নিকটে আনিবার অনুমতি করিলেন। হরিদাস ইঙ্গিত মাত্র শিবিকা বাহক দ্বয়কে নিকটে আনিলেন; প্রভাবতী প্রতিবেশিনীগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এবং নিকটবর্ত্তী পাপমতী যুবক, যাহারা প্রভাবতীর জন্য বিশেষ লালায়িত ছিল তাহাদের হৃদয়ে চির বিরহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া শিবিকারোহণ কবিলেন এবং আরোহণ কালে "যা কর মধুসূদন" এই কথাটি উচ্চারণ করিলেন। হরিদাস অগ্রে থাকিয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন, যথাসময়ে শিবিকা বল্লভদি গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইল। হরিদাস শিবিকা বাহকদিগকে অঙ্গুলি দ্বারা গন্তব্য স্থান দেখাইলেন। হরিদাসের মনে আজ আহ্লাদ ধরে না। পৃথিবী এক দিকে জ্যোৎস্নাময়ী হইলে অপর দিকে ঘোর তমসাচ্ছন্না থাকে; একের মৃত্যু হইলে সেই মুহূর্ত্তেই অন্য একটীর জন্ম হয়; একজন হাসিলে অপর কান্দে; একজন আহ্লাদে ভাসিলে অপর সেই মুহূর্ত্তেই বিষাদিত হয়—এটি প্রকৃতির নিয়ম সিদ্ধ কার্য্য। হরিদাস মনের আহ্লাদে চলিল—কর্ত্তার বকসিস্ কথাটা হরিদাসের মনে আকাশ পাতাল গড়িতে লাগিল; কিন্তু

বাড়ী নিকটবর্ত্তী দেখিয়া শশাঙ্কের নির্ম্মল হৃদয়াকাশে লোকাপবাদ ভয়-মেঘ উঠিয়া সমস্ত মন-রাজ্য আঁধার করিয়া ফেলিল। শশাঙ্ক ভাবিলেন পিতাকে কেমন করিয়া মনের পবিত্রতা দেখাইব; দেখাইলেই বা কি? তিনি তাহা দেখিবেন বা বিশ্বাস করিবেন কেন? সামাজিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কতকগুলি লোককে শত্রু করিয়াছি, হয়ত সময় পাইয়া তাহারা আজ মনের সাধ মিটাইয়া লইবে। হয়ত প্রভাবতীকে দুশ্চারিণী বলিয়া তাহার সম্মুখে গালি বর্ষণ করিবে—হায়! আমি কি করিলাম যদি প্রভাবতীকে প্রতিবেশিণীগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিতাম, তাহা হইলে ত আজ প্রভাবতীকে এ অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। কি করিলাম হায়! পরিণাম না দেখিয়া কি কুকার্য্য করিলাম। কোথায় প্রভাবতীর দুঃখ মোচন জন্য তাহাকে আনিলাম, না তাহাকে বিষাদ সাগরে ভাসাইতে বসিলাম। শশাঙ্ক শেখর মনে মনে এরূপ আক্ষেপ করিতেছেন, হঠাৎ কে যেন তাহার হৃদয়ে দাঁড়াইয়া বলিল—শশাঙ্ক! কেন ভাবিতেছ—এ মায়াময় সংসারে যাহারা সদনুষ্ঠানে ব্রতী হয় এ জগতে তাহাদের জন্য সুখ অতি অল্প, কিন্তু তাহারা অনন্ত জীবনে অনন্ত সুখ অনন্ত কাল ভোগ করিতে সমর্থ হয়। আরো বলি জগতের যিনিই যে সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাকেই নানা রূপ বাধা, বিপদ অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যোদ্ধারে কখন ও বিমুখ হয় নাই। কেননা "যতোঃ ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।" শশাঙ্কশেখর দৃঢ়

প্রতিজ্ঞা রজ্জুতে মনকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিলেন ; আর মনে সাত পাঁচ না ভাবিয়া সমাজ সমরে প্রবেশ করিতে মনকে দৃঢ় করিলেন। দেখিতে দেখিতে শিবিকা জগদীশ বসুর বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। শশাঙ্কের জন্য প্রতিবেশীরা সকলেই চিন্তিত ছিল, তাহারা শশাঙ্কের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সকলেই জগদীশ বসুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। শশাঙ্কশেখর একটী রূপবতী স্ত্রী আনিয়াছে এ সংবাদ শীঘ্রই স্ত্রী মহলে প্রবেশ করিল। নবাগত কামিনীকে দেখিবার জন্য সুন্দরী কুৎসিতা সকলেই অস্থির। নবাগতা স্ত্রীকে দেখিবার জন্য যাহারা শ্বাশুরী ননদিনীর অনুমতি পাইলেন তাহারা অদৃষ্টের ভুয়সী প্রশংসা করিয়া চলিলেন। যাহারা শাশুরীর অনুমতি পাইলেন কিন্তু ননদিনীর অনুমতি পাইলেন না, তাহারা বাপ মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভবিতব্যতার ও অদৃষ্টের দোষ দিতে লাগিলেন। বাড়ীতে রহিলেন কিন্তু কোন কার্য্যেই মন নাই ; মনে নিয়ত ইচ্ছা ননদিনীর এক পথ হইলে ভাল হইত। স্ত্রী মহলে শাশুরী অপেক্ষা ননদিনীর অধিক প্রভুত্ব। কেহ কেহ মনের দুঃখে মৃতা পিতামহী কি মাতামহী, যার মা নাই তিনি মায়ের কথা মনে করিয়া কান্দিতে বসিলেন—স্বামী বাড়ী থাকিলে সে বেচারীর আজ উপায় ছিল না, তিনি আজ উভয় শঙ্কটে পড়িতেন। যে সকল বধুগণের শাশুরী ননদিনী নাই যাহারা স্বয়ং কর্ত্রী অথচ পুত্র কন্যা অথবা অনাহারী স্বামীর জন্য রন্ধন কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া যাইতে পারিতেছে

না—তাহারা আশিবিষঘাত লোকের ন্যায় যাতনায় অস্থির হইয়াছেন ; কেহ কেহ বলিতেছেন পোড়া সংসারে প'ড়ে কোন সুখ কল্লেম না, একখানা ভাল কাপড় কি দু তোলা সোণারূপা চোখে দেখ্‌লেম না. অষ্ট প্রহর কেবল খাটিতে খাটিতেই প্রাণান্ত হলেম, এমন সোণার বর্ণ কালী করিলাম। এত কাজ করি, প্রশংসা নাই ; প্রশংসাই বা কে করে ; যাহারা ভাগ্যবতী তাহাদের শাশুরী আছে ননদিনী আছে, সুখ আছে, আহ্লাদ আমোদ সকলই আছে, আমার পোড়া অদৃষ্টে, আমার বলতে কেহ নাই। ইচ্ছা হয় সংসারে আগুণ ধরাইয়া চলিয়া যাই। কেহ কেহ বা ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর জন্য রন্ধন কার্য্যে বিব্রত থাকিতে হইয়াছে বলিয়া মনের রাগে মনে মনে স্বামীকে জন্মের ভাত খাওয়াইতেছেন ; কেহ বা বলিতেছেন আমার কোন নিজের কাজ দেখিলেই অসুরের বা হতভাগা মিন্‌সের পেটে আগুণ জ্বলিয়া উঠে ; মরণ হত ত বাঁচতেম ; কেহ কেহ বা স্বামীর প্রতি অজস্র গালাগালী বর্ষন করিয়া কুলে কালী দিতে সঙ্কল্প করিলেন। হে প্রিয় পাঠিকাগণ ! আপনারা মনে কিছু করিবেন না আপনারা যেমন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, আমিও সে সকল দেখে শুনে সহ্য করিতে পারিলাম না, অনেক চেষ্টা করিলাম তবু পারিলাম না ; তাই আজ মনের দুঃখে এ কান্না কান্দিলাম। দুই চারিজন করিয়া অনেক পুরুষ ও স্ত্রী জগদীশ বসুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শশাঙ্ক শেখরের মাতার আদেশমতে

শশাঙ্কের ভগ্নিগণ প্রভাবতীকে বড় ঘরে লইয়া গিয়াছিল—মায়ের প্রাণ—তাই কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই, প্রভাবতীর রূপ লাবণ্য দেখিয়া বধূ জ্ঞানে প্রভাবতীকে বাসগৃহে লইয়া যাইতে অনুমতি করিয়াছিলেন। কিন্তু জগদীশের বুক শুকাইল ; সমাজ ভয়ে জগদীশ অত্যন্ত ভীত হইলেন। পিতাকে ভীত দেখিয়া শশাঙ্ক শেখর সর্ব্ব সমক্ষে প্রভাবতীর পরিচয় প্রদান করিয়া প্রভাবতীর জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন ; যাহাদের অন্তঃকরণ উচ্চ ও পবিত্রতা পূর্ণ তাহারা শশাঙ্কের আবেদন অনুমোদন করিলেন ; যাহারা দুষ্ট ও অপবিত্র তাহারা গাল বেকিয়া চলিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, জগদীশ বেটার দুট টাকা হয়ে বড় আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে—আমাদিগকে মনুষ্য জ্ঞান করে না যা ইচ্ছা তাই করিতেছে—যাতে হউক বেটার যাহাতে আস্পর্দ্ধা চূর্ণ করিতে পারি আজ থেকে তাহার চেষ্টা করিব।

প্রভাবতীর সঙ্গে আলাপ করিয়া সকলেই নিতান্ত সুখী হইলেন। শশাঙ্কের জননী ও ভগ্নিগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। নব পরিণিত পুত্রকে দেখিলে মায়ের মনে স্বভাবতঃ যে রূপ হর্ষ উপস্থিত হয় শশাঙ্কের মায়ের মনে আজ সেই সুখ! তিনি আগত লোকদিগকে উপযুক্ত রূপ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় করিয়া প্রভাবতীর নিকট যাইয়া বসিলেন। বুদ্ধির সাহায্যে প্রভাবতী গৃহিনীকে সহজেই ঠিক্ করিতে সমর্থ হইলেন এবং যথোচিত সম্মান সহকারে গৃহিণীর অভিবাদন করিয়া কহিলেন, মা! আমি

অতি দুঃখিনী; আমাকে আমার বলিতে জগতে কেহ নাই। যাহার জঠরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তিনিও আমাকে অনাথিনী করিয়া দুঃখ সাগরে ফেলিয়া গিয়াছেন, এখন আপনার শরণাগতা হইলাম সন্তান জ্ঞানে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিবেন। প্রভাবতীর এ বাক্যগুলি গৃহিনীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল; প্রভাবতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে গৃহিণী অত্যন্ত সুখী হইলেন। জগদীশ বসু ভিন্ন সকলেরই মনে আহ্লাদের বাজার বসিল। এরূপে ক্রমে চারি পাঁচ দিবস অতীত হইল। জগদীশের বিপক্ষ পক্ষ সর্ব্বদাই সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন, ঘটনা ক্রমে ঐ সময়ে সামাজিক কোন কার্য্য উপস্থিত হইল।

যে সকল প্রাচীন মহাত্মারা শশাঙ্কশেখরের বিরোধী ছিল, তাহারা কুচক্র করিয়া তাহাতে জগদীশকে ঘুরাইতে চেষ্টা করিলেন। সামাজিক কার্য্যে সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল জগদীশ বসু ও এক পত্র পাইলেন কিন্তু জগদীশ বসুর পত্র অন্যভাবে লিখিত ছিল।

সামাজিক নিমন্ত্রণ পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

মহাশয় মান্যবরেষু

মহাশয়,

আমরা পরস্পর শ্রুত হইলাম আপনার পুত্র শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বসু একটা কুলটা স্ত্রীর রূপে মোহিত হইয়া সেই কুলটা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। স্ত্রীটা কি জাতি তাহার কিছু স্থির নাই। ঐ স্ত্রীর জাতি সম্বন্ধে

নানা লোকে নানারূপ কহিতেছে। আপনি ঐ অজ্ঞাত কুলশীলা কুলটা স্ত্রীকে আপনার ঘরে আশ্রয় দিয়া সমাজের ও ধর্ম্মের অপমান করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সুতরাং আপনাকে এই পত্র দ্বারা জানান যাইতেছে যে আপনি সত্বর ঐ কুলটা স্ত্রীকে আপানার গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করতঃ আপনাকে আমাদের সমাজ যোগ্য করিবেন; অন্যথা আজ হইতে আপনাকে আমাদের সমাজ হইতে চ্যুত করা হইল।

পুঃ এ পত্র সম্বন্ধে আপনার মতামত সত্বর জানাইবেন ইতি সন ১২০৩ তারিখ ১লা বৈশাখ—

সহি
শ্রীবিশ্বাম্বর বসু
শ্রীসদানন্দ বসু
শ্রীবিপ্রদাস ঘোষ
শ্রীশম্ভুনাথ গুহ
শ্রীকমলাকান্ত মিত্র
শ্রীরাধাশ্যাম মিত্র
শ্রীচন্দ্রনাথ দে
সমাজপতিগণ।

পত্রবাহক যথা সময়ে জগদীশ বসুকে পত্র প্রদান করিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবতীর সুখতারা খসিয়া পড়িল। জগদীশ পত্র পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। জগদীশ এতদিন যে ভাবি ভয় ভাবিয়া দিবানিশি ভাবিত ছিলেন, আজ সেই ভয় ভীষণবেশে জগদীশ বসুর সম্মুখে

উপস্থিত। তিনি পত্র খানি একবার পরিলেন কিন্তু মন নানা সন্দেহে সন্দিহান হওয়ায় আবারো পড়িলেন। কুলটা—অজ্ঞাতকুলশীলা শব্দ দুইটি জগদীশ বসুর হৃদয়ে প্রবেশ করিল। একে সমাজচ্যুত ভয় তাহাতে প্রভাবতী কুলটা ; জগদীশ বসু ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির ; কি করেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। একবার ভাবিলেন প্রভাবতীকে দূর করাই কর্ত্তব্য। আবার ভাবিলেন প্রভা-বতী কুলটা একথা সত্য কি না জানি না ; কিন্তু প্রভাবতীর ব্যবহারে তাহার কিছুই আভাষ পাওয়া যায় না। বিশে-ষতঃ প্রভাবতীর চেহারা দেখিলে তাহাকে উচ্চবংশ সম্ভূতা বলিয়া বোধ হয়। আবার ভাবিলেন যে সকল স্ত্রীলোকের মন দূষিত তাহাদের বাহ্যিক ভাবে জগৎ মোহিত করে। নূতন এক ভাব জগদীশের মনে উপস্থিত হইল, তিনি আবার ভাবিলেন যদি প্রভাবতীর স্বভাবে কোন দোষ থাকিত তাহা হইলে শশাঙ্কের পবিত্র হৃদয় কেমন করিয়া অধিকার করিল?—আবার ভাবিলেন যৌবনকাল বড় ভয়ানক সময়—এসময়ে সুন্দরী স্ত্রীর রূপ-লাবণ্যে বুদ্ধিমান নির্ব্বোধ প্রশস্ত হৃদয় ক্ষুদ্র চেতা ও পবিত্র হৃদয় কলুষিত হইয়া যায়, সুতরাং শশাঙ্ক যে উহার রূপে বিমোহিত হইয়া হিতাহিত বিবেচনায় অন্ধ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি? জগদীশ বসুর মস্তিকের শিরায় শিরায় ভাবনা স্রোত প্রবাহিত হইল। তিনি পুনরায় ভাবিলেন একটা সামান্য স্ত্রীর জন্য সমাজচ্যুত হইয়া সংসারে থাকা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য।

প্রভাবতীকে স্থানান্তরিত করাই যুক্তি স্থির করিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শশাঙ্কশেখর অকস্মাৎ উৎকট রোগাক্রান্ত হইলেন। সময়ে সময়ে শশাঙ্ক অচেতন হইতে লাগিলেন; শশাঙ্কশেখর যে গৃহে থাকিতেন তাহার আদেশ ব্যতিত অন্য কেহ তথায় যাইতে সাহস করিত না, কাজেই শশাঙ্কের পীড়ার সংবাদ যথা সময়ে কেহ জানিতে পারে নাই—শশাঙ্ক অচেতনাবস্থায় শর্য্যায় শায়িত আছেন।

যে শয়নকক্ষে জগদীশ বসু শায়িতছিল, গৃহিনী কার্য্যানুরোধে তথায় যাইয়া দেখেন কর্ত্তা ঊর্দ্ধনয়ন হইয়া কি ভাবিতেছেন। গৃহিনী কর্ত্তার এভাব দর্শনে ভীত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, জগদীশ অতি কষ্টে সমস্ত বিষয় গৃহিনীকে জানাইয়া প্রভাবতীকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিতে অনুমতি করিলেন। পাঠক, হয়ত মনে করিবেন, জগদীশ বসু অতি নির্দ্দয় কিন্তু আপনারা যতদূর মনে করিতেছেন, "কি করা উচিৎ" জগদীশ তত ছিলেন না; সমাজচ্যুত হওয়া ভয় জগদীশকে এত কঠিন করিয়াছে। গৃহিনী কর্ত্তার বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত পাইয়া বলিলেন—আপনি কি সত্য সত্যই প্রভাবতীকে বহিস্কৃত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?

কর্ত্তা। কি করি! সমাজপতিগণ যে ভাবে পত্র লিখিয়াছে হয়ত এতক্ষণ আমাকে সমাজচ্যুত করিয়া বসিয়াছে।

গৃহিনী। আপনি এরূপ জঘন্য সমাজে থাকা কি সঙ্গত বলিয়া বোধ করিতেছেন?

কর্ত্তা। তুমি স্ত্রীলোক বিশেষ বাঙ্গালির ঘরের মেয়ে, তুমি সংসারের ভীষণতা কিছুই জান না এবং বুঝ না; যাহারা গৃহী, তাহাদের পক্ষে গৃহে বাস কর্ত্তব্য এবং যাহারা গৃহে বাস করে তাহাদের পক্ষে সমাজবন্ধন অতি আবশ্যকীয়। তবে যাহারা গৃহ বাস পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দিন কাটাই-তেছে তাহারা আপন ইচ্ছামত সকলই করিতে পারে। যখন আমি গৃহী, তখন আমাকে বাধ্য হইয়া সমাজ বন্ধনে বন্দী থাকিতে হইবে।

গৃহিণী। তোমার সমাজ নিয়ে তুমি থাক, আমি শশাঙ্ক ও প্রভাবতীকে সঙ্গে করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিব, প্রাণান্তেও আমি প্রভাবতী ছাড়া হইয়া থাকিতে পারিব না। আহা! বাছার মুখের দিকে চাহিলে সকল দুঃখ দূর হয়। শশাঙ্ক ইহাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসে সুতরাং ইহাকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিলে তাহার কি গতি হইবে। যে দিবস শশাঙ্ক প্রভাবতীকে আমার হস্তে সমর্পণ করে তখন বাছা আমার বলিয়াছিল, মা! প্রভাবতীর জগতে আপনার বলিতে কেহ নাই; প্রভাবতী জন্ম দুঃখিনী; একদিনের তরেও সুখ কাহাকে বলে জানে না। আমি প্রভাবতীকে সুখে রাখিব মনে করিয়াই এখানে আনিয়াছি এবং আজ তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, আমাদের চেয়ে তুমি প্রভাবতীকে অধিক ভাল বাসিলে তোমার ইহকাল পরকাল দুই ভাল হইবে। আহা! প্রভাবতীর মত মেয়ে জগতে আর আছে কি না

সন্দেহ; বাছার যেমনি রূপ তেমনি গুণ। মা আমার ঘরে আসতে অবধি লক্ষ্মী যেন নিয়ত ঘর কচ্ছে। সংসারে সুখ ভিন্ন অসুখ কিছু নাই। এমন লক্ষ্মীকে আমি কেমন করে কোন প্রাণে পায়ে ঠেলিব। আমাহইতে এমন কার্য্য কোন প্রকারেই হইবেক না।

কর্ত্তা। তুমি স্ত্রীলোক স্বভাবত কোমল স্বভাবা। সংসারের কঠিনতা তোমাদের হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়াই এরূপ তুমি বলিতেছ। আমি প্রভাবতীর গুণে তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসি, কিন্তু কিকরি, বাধ্য হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

গৃহিণী দেখিলেন কর্ত্তার রাগ বড় ভয়ানক, কর্ত্তাকে এসম্বন্ধে যত বলেন কর্ত্তার ততই ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। গৃহিণী অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় বলিলেন। যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু শশাঙ্ক যখন উপযুক্ত হইয়াছে, তখন তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মত স্থির করা কি অকর্ত্তব্য?

গৃহিণীর কথাটি জগদীশের মনে লাগিল; তিনি বলিলেন ভাল বলিয়াছ, চল আমরা উভয়েই তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে এবিষয় জানাই; এই বলিয়া গৃহিণী ও কর্ত্তা শশাঙ্কের গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া শশাঙ্ক শশাঙ্ক বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু উত্তর নাই—খানিক পরে শুনিলেন, গৃহ মধ্যে কে যেন বলিতেছে উঃ! কি ভয়ানক! শব্দ শুনিয়া বাপ, মা উভয়ের মনই কান্দিয়া উঠিল; উভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন শশাঙ্ক অচেতন। গৃহিণী আর থাকিতে পারিলেন না। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে

লাগিলেন; গৃহিণীর চীৎকার শুনিয়া প্রভাবতী, সূর্য্যমুখী ও নলিনী দ্রুতপদে শশাঙ্কের গৃহে প্রবেশ করিল। সূর্য্য-মুখী ও নলিনী শশাঙ্কের সহোদরা। গৃহিণী ও কর্ত্তা অনেক চেষ্টা করিয়া শশাঙ্কের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিপদে বিপদ।

হরিদাস আসিয়া কর্ত্তাকে সংবাদ দিল—৪জন ভদ্র-লোক বাটীর বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান আছেন। বিশেষ কোন আবশ্যকানুরোধে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং যাহাতে সত্বর সাক্ষাৎ হয় তজ্জন্য আপনাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। জগদীশ পুত্রকে এ অবস্থায় রাখিয়া স্থানান্তরে যাওয়া অনুচিত মনে করিয়া তাহাদিগকে তথায় আনিবার জন্য হরিদাসকে অনুমতি করিলেন। হরিদাস অবিলম্বে ভদ্রলোকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কর্ত্তার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে, তাহারা কর্কশ স্বরে বলিল। সে নরাধম, কুলটাকে গৃহে আশ্রয় দিয়া কোন সাহসে আমাদিগকে তাহার বাড়ীতে যাইতে আদেশ করিতেছে; তাহার কি একথা মুখে

আনিতেও লজ্জা বোধ হইল না! কি আশ্চর্য্য—জগতে দোষী লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়! তাহারা তদবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া পুনরায় ভৃত্য হরিদাসের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, তুমি কর্ত্তাকে বল আমাদের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া সাক্ষাৎ না করিলে তাহার বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। হরিদাস পুনরায় কর্ত্তার নিকট যাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত করিলে কর্ত্তা উঠিলেন; বহির্ব্বাটীতে যাইয়া দেখেন, সমাজ দেবতাগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। জগদীশ তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন প্রদান কবিলেন; কিন্তু তাহারা বসিল না; দাঁড়াইয়া কর্কশস্বরে বলিতে লাগিল "জগদীশ দুট টাকার খো করিয়া আমাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ—অচিরেই ইহার ফল পাইবে" যাহারা জগদীশকে এরূপ শাসাইতেছেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই জগদীশের নিকট কীট স্বরূপ, কিন্তু সমাজের প্রভুশক্তিতে আজ জগদীশের উপর এত দৌরাত্ম্য করিতেছে। ঐ সকল লোকের সঙ্গে জগদীশ ইতিপূর্ব্বে কখনও আলাপ করিয়াছেন কি না জগদীশের তাহা স্মরণ হয় না। জগদীশ অতি বিনীতভাবে তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিল "জগদীশ তুমি সমাজপতিগণের স্বাক্ষরিত কোন পত্র পাইয়াছ?" জগদীশ বলিলেন, হাঁ পাইয়াছি।

সমাজদেবতা। পাইয়াছ ত যথা সময়ে উত্তর দেও-নাই কেন?

জগদীশ। আমার পুত্র শশাঙ্কশেখর অত্যন্ত পীড়িত

থাকায় আমি পত্রোত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্য কি সমাজপতি মহাশয়গণ আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন?

সমাজদেবতা। তুমি তাঁহাদের অপমান করিবে আর তাঁহারা তোমায় কোলে করিয়া মুখ চুম্বন করিবে।

জগদীশ। তাঁহারা কি তবে সত্যই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করিতেছেন?

সমাজদেবতা। সমাজপতিগণ সমাজের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই যুক্তি স্থির করিয়াছেন যে যদি অদ্যকার দিন মধ্যে ঐ কুলটা স্ত্রীটাকে তোমার বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত না কর তাহা হইলে আগামী কল্য হইতে তোমার হুকা বন্ধ করিব এবং যথোচিত অপমান করিব; দু দিন পূর্ব্বে বল্লভপুরের অধিকাংশলোক জগদীশের সাহায্য করিতেন, কিন্তু আজ সময় ক্রমে সকলেই বিরুদ্ধ পক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "কালস্য কুটিলাগতি" কালের গতি বুঝে জগতে এমন লোক বিরল। জগদীশের, যে সময় মন্দ পড়িয়াছে এমন নয়, দুঃখিনী প্রভাবতীকে আশ্রয় দিয়াছেন বলিয়াই আজ জগদীশের এ বিপদ। প্রভাবতীর কপাল ভাঙ্গিল; জগদীশ প্রভাবতীকে দুই দিবসের মধ্যে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন এই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত সমাজ-দেবতাদিগকে বিদায় করিয়া পুনরায় শশাঙ্কের শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং গৃহিণীকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইলেন। প্রভাবতী ও সূর্য্যমুখীর শুশ্রূষায় শশাঙ্কশেখর অচিরে চৈতন্যলাভ করিলেন। কর্ত্তা গৃহিণী সহ আপন শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া উপ-

স্থিত বিপদ সম্বন্ধে ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু আর উপায় নাই বলিয়াই গৃহিণী অগত্যা প্রভাবতীকে সমস্ত বিষয় জানাইতে বাধ্য হইলেন; যখন লোকে কোন নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার প্রবৃত্তি সে কার্য্য সম্বন্ধে এতদূর বলবতী হয় যে, কোন প্রকারেই তাহার হাত এড়ান যায় না। যখন এক ব্যক্তি অন্যকে খুন করিব বলিয়া সংকল্প করে তখন খুন করার প্রবৃত্তি এত প্রবল হইয়া পড়ে যে আর কোন ক্রমে তাহা সম্বরণ করিতে না পারিয়া অনায়াসে খুন কার্য্য সাধন করিয়া ফেলে। শশাঙ্কের মায়েরও প্রভাবতীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ার প্রবৃত্তি এত বলবতী হইয়া উঠিল যে তিনি আর ভালবাসার দিকে চাহিলেন না। প্রভাবতীর যে মুখ দেখিলে সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন আজ সে মুখখানি তাহার মনে পড়িল না। তিনি পর দিবস সন্ধ্যার সময় প্রভাবতীকে ডাকিয়া সকল বিষয় জানাইলেন এবং অবিলম্বে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। প্রভাবতী গৃহিণীর মুখে এরূপ অভাবনীয় বাক্যশ্রবণে মুর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিছুকাল পরে প্রভাবতী চৈতন্য লাভ করিয়া গৃহিণীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন মা! আমি জন্ম দুঃখিনী; জননী জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া যত দিন শৈশবাবস্থায় ছিলাম সে কয়দিন ভিন্ন এ পর্য্যন্ত সুখ কাহাকে বলে জানি না। পিতা ধনেশ্বর কিন্তু ভাগ্যদোষে আমি পথের ভিখারিণী। জননীও আমার এই ভয়ানক যৌবন সময়ে

একাকিনী ফেলিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন ; এখন আপনার আশ্রয়ে আসিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছি। মা, সংসারের পথে কোথায় কিরূপ গতি, আমি কিছুই জানি না,এ অবস্থায় আমি আপনার চরণ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কার কাছে যাইব। কে আমাকে আমার বলিয়া আশ্রয় দিবে। একে আমি স্ত্রীজাতি, সহজে দুর্ব্বলা তাহাতে এত দুঃখ যাতনা। আমি এ অবস্থায় কেমন করে এ যৌবন-রত্ন দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিব। লোক মুখে শুনিয়াছি, নরশোণিত শার্দ্দুলের যত প্রিয় ; নারীর যৌবন পুরুষের ততোধিক প্রিয়, তাই আমার বড় ভয় হচ্চে। মা, তোমাকে আমি মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি এবং সাধ্যমত সন্তানের কার্য্য করিতে ত্রুটি করিতেছি না, কিন্তু তুমি মা হয়ে কি তোমার একার্য্য ! এজগতে কোন্ মা আপন সন্তানকে চিরকালের জন্য শত্রু হস্তে বিসর্জ্জন করে ? শুনিয়াছি অযোধ্যায় কৈকেয়ীরাণী আপন পুত্রের মঙ্গল সাধন জন্য সপত্নী পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসী করিয়া জগতে চিরকলঙ্কিনী হইয়া গিয়াছেন। মা কৈকেয়ী রামকে সপত্নী পুত্র জ্ঞানে বিনাস করিতে চেষ্টা করে নাই অথবা চির বনবাসী করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কৈকেয়ীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং আপনি ও অনেক পরীক্ষায় দেখিয়াছেন রাম মহাশক্তিশালী সুতরাং রাম বনে গেলে কেহ তাহার অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হইবেনা। কিন্তু মা, আপনি যখন দেখিতেছেন আমি অবলা বিশেষতঃ যৌবনসম্পন্না, তখন আমাকে কোন প্রাণে নিশ্চয়

জানিয়া শত্রু হস্তে অর্পণ করিতেছেন! আমি শুনিয়াছি সতীত্ব রমণীর একমাত্র রত্ন এবং সেই সতীত্বরত্ন রক্ষা স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম নষ্ট হইলে স্ত্রীজাতির জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। আপনি স্ত্রীজাতি হইয়া কি ক'রে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবার পথ করিয়া দিতেছেন! আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইলে আপনার চিরকলঙ্ক হইবে, নরক—প্রভাবতী পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। গৃহিনী অনেক কষ্টে প্রভাবতীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। প্রভাবতী পুনরায় বলিতে লাগিলেন মা কাহাদের আদেশ অনুসারে আমাকে দূর করিতেছেন; তাঁহারা কি এ হতভাগিনীর জীবন দণ্ড করিলে আপনাদিগকে স্বদলে গ্রহণ করেন না? যদি আমার প্রাণের বিনিময়ে আপনাদের কোন রূপ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমি অম্লান বদনে তাহা দিতে স্বীকৃত আছি। সতীত্ব রত্ন দেওয়া অপেক্ষা জীবন রত্ন দিতে আমি শত সহস্রগুণে শ্রেয় মনে করি;—কিন্তু মনে এই এক দুঃখ, শশাঙ্কশেখরের পীড়িতাবস্থায় তাহার শুশ্রুষা করিয়া জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিলাম না।

মা আমাকে এত ভাল বাসিতেছেন এবং আপন সন্তান জ্ঞানে প্রতিপালন করিতেছেন তাই সাহস করিয়া এই ভিক্ষা চাহিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত আপনার পুত্র সুস্থ না হয়েন সে পর্য্যন্ত আমি সামান্য দাসী ভাবে আপনার বাড়ীতে অবস্থান করি; একটু সুস্থ হইলে আমি আপনার গৃহ পরিত্যাগ করিব। গৃহিণী কহিলেন, তা কেমন করে

হতে পারে, তুমি আমার বাড়ীর প্রান্তরে থাকিলেও চলিবেনা, সুতরাং তোমাকে সত্বরই স্থানান্তরে যাইতে হইবে। দুঃখিনী প্রভাবতী গৃহিণীর এ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধ হস্তে ঊর্দ্ধ নেত্রে সেই পতিতপাবন অনাথ নাথ হরিকে এক মনে ডাকিতে লাগিলেন। হে অনাথ নাথ! অবলা বান্ধব! আমার কি গতি হইবে? আমি একে অবলা তাতে কুলবালা বিশেষতঃ পূর্ণযৌবনা এ অবস্থায় কেমন করে পথে পথে বেড়াইয়া দিন কাটাইব? আমি জীবনের জন্য এক মুহূর্ত্ত ভাবনা করি না। কিন্তু কি রূপে সতীত্ব রক্ষা করিব? প্রভাবতী আর কান্দিতে পারিল না ক্রমে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। প্রভাবতী নিস্তব্ধ হইল। এবং "তবে আমি এই চলিলাম" বলিয়া গৃহিণীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া এক অন্ধকার গৃহ মধ্যে লুকাইয়া রহিল—গৃহিণী জানিল, প্রভাবতী চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দৈববাণী।

প্রভাবতীর কণ্ঠরোধ হইল, কিন্তু মনের বেগ আরো বাড়িল। যখন এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বন্ধ হয় তখন অন্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়। যাহাদের চক্ষু অন্ধ তাহাদের

শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি ও অনুমান শক্তি প্রবল হইয়া উঠে। প্রভাবতী ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া এক মনে সেই অনাথ বন্ধুকে চিন্তা করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ শুনিতে পাইলেন,—যেন গভীর শব্দে বলিতেছে প্রভাবতী আর কেন কান্দিতেছ—তোমার দুঃখের নিশি প্রভাত হইয়াছে—সৌভাগ্য তপন শীঘ্রই তোমার অদৃষ্ট গগণে উদয় হইবে। যে মনে আজ অনাথ বন্ধুকে ডাকিতেছ যদি এ ভাবে তাঁহাকে সতত ডাকিতে পার তবে এ সামান্য দুঃখ সাগর কি, দুস্তর ভব সাগর হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাইবে।—প্রভাবতী শিহরিয়া উঠিলেন। চক্ষু মেলিয়া দেখেন কেহ কোথায় নাই—তিনি একাকিনী গৃহিণীর ভয়ে এক অন্ধকার গৃহে বসিয়া আছেন; উঠিয়া দ্রুত পদে গৃহের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। প্রভাবতী দৈববাণী—বিবেচনা করিয়া আশ্বস্ত হইলেন ও পুনরায় সেই অনাথনাথকে ডাকিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

শশাঙ্ক শেখরের পীড়া।

পাঠক! শশাঙ্ক শেখর বাস্তবিক উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়াছেন; কিন্তু কি রোগ, কেহই তাহা স্থির করিতে পারেন

না প্রতিবেশীগণের মধ্যে অনেকেই শশাঙ্কশেখরকে ভাল বাসিতেন, তাঁহারা আসিলেন এবং যাহাদের সঙ্গে শশাঙ্কের মায়ের বিবাদ ছিল তাহারাও শশাঙ্ককে দেখিতে আসিয়া রোগ সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী মধ্যে দিগম্বরী ঠাকুরাণী, সকলে (তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিত) বলিলেন—শশাঙ্কের উপরি ভাব হইয়াছে, ও পাড়ায় রামা ওঝাকে দেখাইলে সে অনায়াসে ভাল করিয়া দিবে। কেহ একথায় প্রতিবাদ করিলে যিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন তিনি রামার গুণ বজায় রাখিবার জন্য নানা রূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে লাগিলেন। কেহ চুপ করিয়া শশাঙ্কের মায়ের কানে কানে কহিলেন—ভয়, পাছে দিগম্বরী ঠাকুরাণী শুনিলে বিবাদ করে, শশাঙ্কের মা শশাঙ্কের উপরি ভাব কখনই নয়, যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছে,—শশাঙ্ক কোন ভয় পাইয়া এরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছে, কেহ বলিলেন যে পীড়াই হউক, হরির নামে রাখ অনায়াসে ভাল হইয়া যাইবে; পশ্চিম বঙ্গবাসী পাঠকগণ হয়ত "হরির নামে রাখ" কথাটি সহজে বুঝিবেন না, কারণ আপনাদের দেশে এ চিকিৎসা শীঘ্র বাহির হইয়াছে কি না জানিনা; এটি পূর্ব্ব বাঙ্গলার চিকিৎসা শাস্ত্র সুতরাং আপনাদিগকে অনুরোধ করি আপনারা একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ইহার অর্থ বাহির করিবেন। অবশিষ্ট প্রতিবেশিনীগণের মধ্যে যাহারা শশাঙ্কের মায়ের আত্মীয় ছিলেন তাহারা সরল মনে শশাঙ্কের মায়ের প্রতিনিধি

হইয়া শশাঙ্কের কল্যানে কালী,দুর্গা প্রভৃতির নিকট চিনির ভোগ, ছাগদান দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। যাহাদের সঙ্গে শশাঙ্কের মায়ের শক্রতা ছিল তাহারা আজ সময় পাইয়া বন্ধুতা দেখাইবার ছলে ত্রিলোকের সমস্ত দেবরাজ উদ্দেশ করিয়া শশাঙ্কের কল্যানে কোন দেবতাকে দুই ভরি সোণার ছত্র,তাহাকে মহিষ,ছাগল প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণের সহিত ষোড়শোপচারে পূজা দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—শশাঙ্কের অবস্থা দ্বারা ঐ সকল ঋণ পরিশোধ হওয়া সম্ভবই হউক আর নাই হউক তাহাদের সেদিগে দৃষ্টি নাই, তিনি আপন ইচ্ছা মত শশাঙ্ককে দেব ঋণে ঋণী করিলেন, তাহার বিশ্বাস মতে কালী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি যে সকল দেবতার কি দেবীর প্রাধান্য অধিক তাহাদের কাছে বড়দরের ঋণ করিলেন। মনে দুই প্রকার অভিসন্ধি। যদি শশাঙ্ক দেব ঋণ পরিশোধ করে তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের কাঙ্গালি হইতে হইবে; ঋণ পরিশোধ না করিলে দেব-দেবীর কোপে পড়িয়া কষ্টভোগ করিতে হইবে।

মায়ের প্রাণ কাজেই শশাঙ্কের মা বুঝিলেন সকলেই শশাঙ্কের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

প্রতিবেশিনীরা আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

শশাঙ্ক যে ঘরে থাকিতেন তাহার এক পার্শ্বে এক বস্তা দোক্তার পাতা ছিল, প্রতিবেশিনীরা চলিয়া গেলে গৃহিণী দেখেন, পাঁচ সের দোক্তার বস্তায় দুই সের আছে

কি না সন্দেহ। যেখানে প্রতিবেশিনীরা উপবেশন করিয়াছিল তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান যেন যজ্ঞস্থানের ন্যায় দেখা যাইতেছে।

প্রতিবেশিনীরা চলিয়া গেলে, শশাঙ্কের মা দেখিলেন শশাঙ্ক একটু সুস্থ হইয়া গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে, তনয়ের এ অবস্থায় দেখিয়া মা মনে করিলেন শশাঙ্ক কোন বস্তু পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে—গৃহিণীর অনুমান ঠিক্ হইয়াছে কিন্তু সে বস্তুটি কি তাহা ঠিক্ করিতে না পারিয়া নানা জিনিষের নাম লইতে লাগিলেন। শশাঙ্ক মায়ের বুদ্ধির সমালোচনা করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, জননী পুত্রকে একটু সুস্থ দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু প্রভাবতী চলিয়া গেল, একথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সুতরাং থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন; আহা! মুখখানি কি সুন্দর ছিল; দেখিলেই বোধ হইত প্রভাবতী পূর্ণ-লক্ষ্মী। আহা! আমি সন্তানের মা হয়ে কোন প্রাণে এমন রত্ন পায়ে ঠেলিয়া দূর করিয়া দিলাম। আমি কি পাষানি! একবার ও মনে করিলাম না যে প্রভাবতী সুন্দরী ও যুবতী এ অবস্থায় একাকিনী কি করে অপরিচিত ও শত্রু পূর্ণ পথে ভ্রমণ করিবে? আহা! হয়ত এতক্ষণ অভাগিনী প্রভাবতী নিরাশ্রয় হইয়া অনাথিনী বেশে লোকের দ্বারে দ্বারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে! আবার ভাবিলেন, হয়ত এতক্ষণ সতীত্ব রত্ন হারাইয়া পাগলিনী বেশে ভ্রমণ করিতেছে! সতীর সতীত্ব

হরণ করে এমন সাধ্য কার! হায় আমি কি পাষাণ বুকি!! কর্ত্তাকে না জানাইয়া গোপন ভাবে রাখিলেও ত দুদিন রাখিতে পারিতাম। হায়! কি করিলাম,—না বুঝিয়া কি কুকার্য্য করিলাম! আজ প্রভাবতীর মা বাঁচিয়া থাকিলে সে আমায় কি বলিত! ওঃ আর যে যাতনা সহ্য করিতে পারিতেছি না। প্রভাবতীকে এখন পাইলে কখনই আর ছাড়িব না; বরং গৃহ ত্যাগ করিব, তথাপি প্রভাবতীকে ত্যাগ করিব না। প্রভাবতীকে কি আর পাব? শশাঙ্ক-শেখরের অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া জগদীশ বসু স্বয়ং চিকিৎসক আনিতে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন; তিনি এ সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসক রোগীর অবস্থা দেখিয়া বায়ুর আধিক্য ভিন্ন আর কিছুই ঠিক্ করিতে পারিলেন না। চিকিৎসক শশাঙ্কশেখর ও প্রভা-বতীর বিষয় জগদীশ বাবুর নিকট সমস্ত অবগত হইয়া-ছিলেন! চিকিৎসক অনেক রূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া অব-শেষে বলিলেন শশাঙ্কশেখর কোন গুরুতর বিষয়ে গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাকাতে এরূপ রোগগ্রস্থ হইয়াছেন— যাহাতে সর্ব্বদা ইঁহার মন প্রফুল্ল থাকে আপনারা তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন, অন্যথা ইহার জীবন রক্ষা সুকঠিন হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

রোগ নির্ণয়।

সহসা গৃহের উপরিভাগ হইতে কে যেন গভীর স্বরে বলিতে লাগিল —"জগদীশ! তুমিই শশাঙ্কশেখরের এই উৎকট রোগগ্রস্থ হওয়ার কারণ! শশাঙ্কশেখর পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক, প্রভাবতীও তদনুরূপা। তুমি ঘৃণিত সমাজ ভয়ে ভীত হইয়া সেই পবিত্রা ও সাধ্বী প্রভাবতীকে গৃহ হইতে দূর করিবার আদেশ করিয়া এ কার্য্য করিয়াছ। যদি শশাঙ্কের জীবন রক্ষা তোমার পক্ষে আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে পবিত্রতাময়ী প্রভাবতীকে সযত্নে পুত্র বধূ জ্ঞানে প্রতিপালন কর এবং সত্বর ইহাদের মিলনের উপায় স্থির কর। সমাজকে ভয় করিও না। যে সমাজে বিচার নাই, শিক্ষিত লোক নাই, সে সমাজবন্ধন অচিরেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কথা বিশ্বাস না কর অচিরেই ফল পাইবে। শশাঙ্কশেখরের প্রাণ——"

জগদীশ বসু শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক গৃহিণী ও ভৃত্যগণ সকলেই শিহরিয়া উঠিল—কাহারো মুখে কথাটি নাই—সকলেই পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছে! গৃহ নিস্তব্ধ! ক্ষণকাল পরে সকলেই স্থির করিলেন—দৈববাণী।

জগদীশ বসুর মনে এতদিনে জ্ঞানালোক প্রতিভাত হইল; জগদীশ বুঝিলেন তিনি কি কুকর্ম্মেই হস্তক্ষেপ

করিতে হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। মনে অনুতাপাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ; জগদীশ বলিতে লাগিলেন হায়! প্রভাবতীকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া কি কুকার্য্য করিয়াছি। হায় আমি কি অপরিনামদর্শী! তুচ্ছ সমাজ ভয়ে জীবন সর্ব্বস্ব শশাঙ্কশেখরকে জন্মের মত বিদায় দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম! না ভাবিয়া সুধা ভ্রমে হলাহল গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম! না, আর না ; আর সমাজের ভয় করিব না। ধন যায় যাউক, মান যায় ক্ষতি নাই, ঐশ্বর্য্য যায় তাহাতে দুঃখিত হইব না, কিন্তু যে প্রভাবতীর প্রাণে শশাঙ্কের প্রাণ বাঁধা রহিয়াছে, ঈশ্বর যাহা বাঁধিয়াছেন, দৈববাণী যাহা সাক্ষ্য, আমি সেই পবিত্র বন্ধন কখনও ছিন্ন করিব না ; প্রভাবতীকে কখনও ঘরের বাহির করিব না ; সমাজ—যে সমাজ শশাঙ্কের প্রাণ চাহিতেছে তাহাতে পদাঘাত করি। আমার ভয় কি? যে সকল লোক সমাজপতি, তাহারা সকলেই আমার নিকট ঋণ জালে বন্দী হইয়া আছে ; অধিক বারাবারি করে, পেয়াদা পাঠাইয়া অপমানের শেষ করিব ; পাঠক এ সময়ে—পেয়াদাকে সকলেই বড় ভয় করিত ; কারণ রাজা অপেক্ষা মফঃস্বলে সরকারী পেয়াদার বড় জোর ছিল। লোকে কথায় বলে "অর্থেন সর্ব্বে বশা" আমার প্রচুর অর্থ আছে ; অর্থের মহিমা থাকিলে আমি অচিরেই সকলকে বশ করিতে পারিব আমার ভয় কি?

জগদীশ নিরব হইয়া মনে মনে ঐ ভাবনাই ভাবিতে-ছেন। শশাঙ্কশেখর পিতার সাহস পূর্ণ বাক্য গুলি শ্রবণ করিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইলেন এবং অনেকটা এখন সুস্থ হইলেন শশাঙ্কের মস্তিষ্ক আর পূর্ব্বের মত বিকৃত নাই। চিকিৎসক শশাঙ্ককে অনেকটা সুস্থ দেখিয়া স্বর্ণ-সিন্দুরের ব্যবস্থা করিয়া কর্ত্তার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তার এবম্বিধ আস্ফালন বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃহিণীর শুষ্ক হৃদয়ে জল আসিল। গৃহিণী উপযুক্ত সময় পাইয়া কর্ত্তাকে বলিতে লাগিলেন—আমি পূর্ব্বেই ত আপনাকে বলিয়াছি এরূপ ঘৃর্ণিত সমাজ পরিত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

লোকে কথায় বলে যে "মুলে মাগ নাই, উত্তর সিয়রী" সমাজ পতি মিন্সেদের ও দেখ্‌চি তাই। আমাদের ঘরে টাকা ধার না পাইলে এত দিনে কে কোথায় উড়িয়া যাইত স্থির ছিল না, তথাপি এত বড়াই! মিন্সেদের লজ্জাও নাই, ঘৃণাও নাই। গৃহিণী কর্ত্তার দিকে ফিরিয়া "আমি আপনার পায় পড়িয়া এই ভিক্ষা চাহিতেছি, আপনি আর কখন ও ঐ বেইমান মিন্সেদিগকে অর্থ দ্বারা কোন রূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না; বরং উহাদের নিকট আমা-দের যাহা পাওনা আছে সত্বর সরকারী পেয়াদা পাঠা-ইয়া আদায় করিবার চেষ্টা করুন। পেয়াদার দৌরাত্ম্য স্ত্রী পুরুষ সকলেই বিশেষ জ্ঞাত আছে; টাকা দিতে হইলে সকল প্রভুর ঘরেই গোলমাল উপস্থিত হইবে; তখন দেখিব

মিন্সেদের বুকের রক্ত কোথায় যায়। আমাদের অর্থের জোরে উদরে অন্ন—আপনি ত জানেন, আমাদের দ্বারা অর্থ সাহায্য বই আর কোন সাহায্য হইতেছে না কিন্তু এদিগে ভিতরে ভিতরে তেলটুক নুনটুক দিতে দিতে আমি প্রাণান্ত হইয়াছি, মিন্সেরা যেমন মাগীরাও তেমনি বেহায়া; পরস্পর শুনিলাম মাগীরা ও নাকি মিন্সেদের মত একথা লইয়া বড় নাচানাচি করিতেছে। দেখি তেল নুন টাকা কড়ি দেওয়া বন্ধ করিলে এনাচনি ক দিন থাকে। পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা।

পাঠক! মনে রাখিবেন, কর্ত্তা ও গৃহিণী আপনাদের শয়ন কক্ষে বসিয়া আস্ফালন বাক্য প্রয়োগ করিতেছিলেন সুতরাং শশাঙ্ক সকল কথা শুনিতে পায় নাই।

সূর্য্যমুখী শশাঙ্কের পথ্য আনিয়া দিল। শশাঙ্ক আহার সমাপ্ত করিয়া জননীকে আপনগৃহে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার নিকট প্রভাবতীকে বাড়ী হইতে বহিষ্করণ সম্বন্ধে কর্ত্তার প্রকৃত অনভিমত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। শশাঙ্কের মূর্ত্তিতে ক্রমশ তেজোরাশি প্রকাশিত হইতে লাগিল, এতক্ষণে শশাঙ্কের ব্যাধির প্রকৃত ঔষধ মিলিল। শশাঙ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন এবং অনতিবিলম্বে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া শারীরিক স্বাস্থ্য সমন্ধে সমস্ত অবগত করাইলেন। জগদীশ বসু শশাঙ্কশেখরকে সমাজের পত্র দেখাইলেন ও তৎসমন্ধে দেবতাগণের কুৎসিৎ আচরণ জানাইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে আদেশ করিলেন। শশাঙ্ক পিতার মন বিশেষ পরীক্ষা করিয়া জানিলেন—

পিতা অর্থ ব্যয় করিয়াও প্রভাবতীকে গৃহে রাখিতে বিশেষ যত্নবান। শশাঙ্ক জানিতেন জগতে অর্থের সাহায্যে না করা যায় এমন কার্য্য অতি বিরল; সুতরাং মনে মনে স্থির করিলেন চেষ্টা করিলে অর্থের প্রসাদে দাম্ভিক, দুরাত্মা সমাজপতিগণকে অবশ্যই পরাস্ত করিতে পারিবেন। জগদীশ ও শশাঙ্কশেখর আপাততঃ সমাজপতিগণের পত্রোত্তরে লিখিতব্য স্থির করিলেন। শশাঙ্ক, দেওয়ানজি ভগবান দাস ও সরকার বিশ্বনাথ মজুমদারকে ডাকিয়া সকল বিষয়ের পরামর্শ করিলেন; শশাঙ্কের উপদেশ মতে বিশ্বনাথ সমাজপতিগণের নিকট পত্র লিখিতে বসিলেন।

পত্রোত্তর।

মান্যবর শ্রীযুত বিশ্বাম্বর বসু প্রভৃতি—মান্যবরেষু—

মহাশয়গণ! আপনাদের ৩রা বৈশাখের পত্র যথা সময়ে আমার নিকট পঁহুছিয়াছে; পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম; প্রভাবতীকে কুলশীল ভাল জানিয়াই আমি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছি; আপনাদের এবিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া অনুচিত। সে যাহা হউক আপনারা আমাকে যে ভয় দেখাইয়াছেন, আমি এক মুহূর্ত্তের তরেও সে ভয়ে ভীত হই নাই; আপনাদের যে ক্ষমতা থাকে তাহা প্রকাশ করিবেন এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক সপ্তাহের মধ্যে আমার প্রাপ্য টাকা আমাকে পাঠাইয়া দিবেন—অন্যথা———

পুঃ। বিগত কল্য সন্ধ্যার সময় লোক পাঠাইয়া আমাকে সংবাদ জানাইয়াছেন যে প্রভাবতীকে বাড়ী

হইতে বহিস্কৃত না করিলে আপনারা শীঘ্রই আমার উপর দৌরাত্ম্য করিবেন। আপনাদের এ সংবাদে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমি কখন ও প্রভাবতীকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিব না বরং আপনাদের এরূপ জঘন্য সংবাদে আমি আপনাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেছি। জগদীশ বসুর মন এক মুহুর্ত্তের জন্যও আপনাদের ভয়ে ভীত নহে। ইতি ৫ই বৈশাখ ১২০৩ সাল।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু। ———

যে কয়জন সমাজপতি জগদীশ বসুকে পত্র লিখিয়াছেন তাহারা সকলেই জগদীশের নিকট ঋণগ্রস্থ ছিলেন। শশাঙ্কশেখর হরিদাসকে ডাকিয়া তাহার হস্তে পত্রখানি পাঠাইয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গৃহ বিচ্ছেদ সূচনা।

বিশ্বাম্ভর বসুর বাড়ীতে আজ মহা সমারোহ। সদানন্দ বসু বিপ্রদাস ঘোষ, সম্ভুনাথ গুহ ও কমলাকান্ত মিত্র প্রভৃতি সমাজপতিগণ এবং অন্যান্য কতিপয় সমাজস্থ ব্যক্তিগণ আজ বিশ্বাম্বর বসুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সামাজিকতা সম্বন্ধে বড় ধুমধাম আরম্ভ করিয়াছে। কেহ

প্রস্তাব করিতেছেন, কেহ তাহা সমর্থন করিতেছেন, কেহ বা তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া গোল বাধাইয়াতেছেন কেহ বা নস্যির মাহাত্ম্যে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া উপস্থিত প্রস্তাবে উত্তর করিতে সময় হারাইতেছেন, যাহারা অশিক্ষিত সমাজপতিগণের সামাজিক সভা দেখিয়াছেন তাহারা বুঝিবেন বিশ্বাম্বরের বাড়ী আজ কি ব্যাপার !!

হরিদাস এমন সময়ে পত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। হরিদাস সভাস্থ লোকদিগকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া শম্ভুনাথ গুহের হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিল। পাঠক! ইতিপূর্ব্বে সমাজপতিগণ জগদীশ বসুকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহাতেই শম্ভুনাথের বিদ্যার পরিচয় পাইয়াছেন—সুতরাং সে বিষয়ে আর বারাবারি করিয়া সম্ভুনাথকে লজ্জা দেওয়া উচিত নয়। শম্ভুনাথ পত্রখানি হলধর গুহের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহাকে পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। হলধর ছোট বেলা গুরু মহাশয়ের চৌপারিতে আর্ক ফলা শিখিয়া আপনাকে অত্যন্ত শিক্ষিত মনে করিতেন। আর্ক ফলা লিখিয়া হলধর আর অধিক শিক্ষা অনাবশ্যক মনে করিয়া চৌপারি পরিত্যাগ করিলেন। হলধরের সম পাঠীর মধ্যে যাহারা হলধর অপেক্ষা একটু অধিক শিক্ষিত ছিলেন, তাহারা উপহাসচ্ছলে হলধরকে বিদ্যাসাগর বলিয়া ডাকিতেন। সেই অবধি হলধরকে সকলেই হলধর বিদ্যাসাগর বলিয়া ডাকিত। উপাধি পাইয়া হলধর কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না; অনেক দিন হইল হলধর চৌপারি

ছাড়িয়াছেন সুতরাং হলধরের একটু ভুল হইয়াছিল। হলধর আর্ক ফলার রেপ্ ভুলিয়াছেন কিন্তু মনের অভিমান বরং পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বাড়িয়াছে। যাহা হউক হলধর বিদ্যাসাগরের উপর মূর্খ সমাজের একটু বিশ্বাস ছিল তাই আজ শম্ভুনাথ প্রথমেই হলধরকে পত্রখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। হলধর পূর্ব্বে কখন ও এমন বিপদে পরে নাই। পত্র হাতে করিয়া হলধর মনে মনে বিপদে "মধুসূদন" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

পত্র শুনিবার জন্য সভাস্থ সকলেই অতি ব্যস্ত সুতরাং তাহারা হলধরের গতিক বুঝিয়া অন্যকে পত্রপাঠ করিতে বলিলেন ; হলধর উমাশঙ্কর দত্তের হস্তে পত্রখানি দিলেন, এবং তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন। হলধর উপাধি বজায় রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে উমাশঙ্করের কথার দ্বিরুক্তি করিতে লাগিলেন।

পত্র পাঠ সমাপন হইলে সমাজপতিগণ সকলেই নির্ব্বাক। বিপ্রদাস ভাবিলেন সর্ব্বনাশ! কি ভাবিতে কি হইল ; কোথায় ভাবিলাম জগদীশকে ভয় দেখাইয়া কিছু টাকা বাহির কবিব, না এই বিপদ উপস্থিত। কাল খাইব এমন ঘরে নাই। আসিবার কালীন গৃহিণী বলিয়াছেন ঘরে দাল চাউল তেল লুন সকলই বারন্ত। এখন উপায় কি? জগদীশ বসু টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন—না দিতে পারিলে কি দুর্দ্দশা করে তাহার ইয়ত্তা নাই ; টাকা যে কোথা হইতে দিব তাহাও ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। টাকা দেওয়ার কথা দূরে থাকুক কাল যে

অন্নাভাবে ছেলে গুলির কি দশা হইবে তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া। আমি অস্থির হইয়াছি। গৃহিণী পুর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিল যে জগদীশ টাকা কড়ি দ্বারা আমাদের যথেষ্ট উপকার করিতেছে সুতরাং তাহার বিরুদ্ধ মতে যাওয়া অকর্ত্তব্য। হায়! আমি তাহার কথা না শুনিয়া কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, এখন উপায় কি?- বিশ্বাম্বর ও সদানন্দ এই দুই বেটাই ত আমাকে কুবুদ্ধি দিয়া মজাইয়াছে। দেখি এবিপদে রক্ষা করে কি না। বিপ্রদাস কমলাকান্ত ও সম্ভুনাথকে বলিলেন, ভাই এখন উপায়। আমার ঘরে এক মুষ্টি চাউল নাই যে কাল ছেলেগুলি খাইয়া প্রাণ বাঁচাইবে, তাহাতে জগদীশ বসু তাহার টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন; এখন উপায় কি?—শম্ভুনাথ কহিল ভাই তোমার ঘরে কাল কি খাইবে এমন সংস্থান নাই বলিয়া ভাবিতেছ, আমি আজ কি খাইব তাহার উপায় দেখি না, এর উপর আবার জগদীশের টাকার ভাবনা!!

কমলাকান্ত কহিল, "ভাই একদিন অনাহারে থাকিতে হইবে বলিয়া ভাবিতেছ? আমার তার চেয়ে ভাবনা; আমি যখন বাড়ী হইতে আসি তখন দোকানি আসিয়া গত মাসের তেল নুনের টাকার জন্য গৃহিণীকে যে কত অপমান করিয়াছে তাহা আর কি বলিব! শুনিলে কাপুরুষেরও রাগ জন্মে। এক দিন না খাইয়া থাকা যায় কিন্তু পলকের অপমানে মৃত্যুতুল্য বোধ হইল; হাতে টাকা নাই কাজেই দোকানীর ভয়ে চুপে চুপে সরিয়া পড়িয়াছি; দোকানি যেরূপ উদ্ধত প্রকৃতির লোক এতক্ষণ যে কি

কাণ্ড বাধাইয়াছে বলিতে পারি না। আজ বাড়ী গেলে ভাত খাওয়া চুলয় যাউক, অদৃষ্টে আর কোন খাওয়ার যোগাড় হইয়াছে জানি না।

বিপ্রদাস কমলাকান্ত এবং শম্ভুনাথ সভা হইতে গাত্রো থান করিয়া এক নির্জ্জন স্থানে যাইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবার কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে বসিলেন। বিপ্রদাস বলিলেন ভাই! বিশ্বাম্বর বেটার কুমন্ত্রণা শুনিয়া কি কুকর্ম্ম করিয়াছি। যেমন করে হ'ক জগদীশ বসু দ্বারা আমরা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইতেছি এবং অসময়ে পড়িলে জগদীশ বসু ভিন্ন আর উপায় নাই, এমতাবস্থায় তাহার সঙ্গে বিবাদ করা কি উচিত হইয়াছে? শশাঙ্ক-শেখরের মত উপযুক্ত লোক আমাদের গ্রামে আর কেহ নাই? সুতরাং অকারণ তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। শশাঙ্কশেখর আমাকে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। আমরা গরিব লোক। ঘরে দুদিনের খাবার সংস্থান নাই। আমাদের মত লোকের কি জগদীশ বসুর সঙ্গে বিবাদ করা উচিত। শশাঙ্ক বুদ্ধিমান ও বিবেচক ছেলে, সে কি প্রভাবতীর কুলশীল না জানিয়া তাহাকে গৃহে আনিয়াছে? যদি না জানিয়া আনিত, তাতেই বা আমাদের ক্ষতি ছিল কি? বরং এ সময়ে জগদীশের সঙ্গে ভাব রাখিয়া চলিলে দু টাকা পাওয়ার আশা ছিল। বিশ্বাম্বর ও সদানন্দ এই দুই বেটার পরামর্শে পড়িয়াই ত সকল মাটি করিলাম। কালকার বিপদ কাল ভাবিব আজ কি করে গৃহে যাই

তাহারই পথ দেখিতেছি না; সে যাহা হউক ভাই আমি কাল প্রত্যুষে যাইয়া জগদীশ বসুর শরণাপন্ন হইব। বিপ্রদাসের কথা শেষ হইলে পর কমলাকান্ত বলিলেন "বিপ্রদাস, বাড়ী গেলে যে কি গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া অস্থির হইতেছি। আমার সমাজিকতায় আর আবশ্যক নাই; আমি কল্য প্রত্যুষে তোমার সঙ্গে যাইয়া জগদীশ বসুর নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করত তাহার শরণাগত হইব। শশাঙ্ক বাবু অতি সৎলোক, তিনি অবশ্যই আমার কাতরতা দেখিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

অবশেষে শম্ভুনাথ বলিলেন, আমার বিপদের কথা কি বলিব গৃহিণী নিশ্চয়ই দোকানি দ্বারা বিশেষ রূপ অপমানিত হইয়া শতমুখি হস্তে করিয়া বসিয়াছেন, শিকার পাইলেই—আমি সমাজের মাথে পদাঘাত করিয়া কল্য প্রত্যুষে তোমাদের সঙ্গী হইয়া জগদীশ বসুর শরণাগত হইব এবং যাহাতে বিশ্বাম্বর ও সদানন্দ বিশেষ জব্দ হয় তাহার চেষ্টা করিব। পাঠক! বিশ্বাম্বর ও সদানন্দের প্রতি সম্ভুনাথের বিশেষ কোপের কারণ তিনি উহাদের নিকট টাকা সাহায্য চাহিয়া নৈরাশ হইয়াছেন।

বিপ্রদাস কমলাকান্ত ও শম্ভুনাথ অন্যান্য সমাজ-পতিগণের উপর ভারি চটিয়া বসিয়াছিলেন; সুতরাং তাহাদের এতক্ষণ বাড়ীর কথা তত মনে পড়ে নাই—এখন তাহারা বিপদোদ্ধারের কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া স্বস্ব গৃহাভিমুখে চলিলেন। কাহারো চলিবার শক্তি

নাই ; সকলেই একাকী সুতরাং সকলেরই এখন বাড়ীর কথা মনে পড়িয়াছে—সকলেই অস্থির।

বিপ্রদাসের স্ত্রীর দোক্তার প্রতি একটু উচু দরের ভাল বাসা ছিল ; ভাত, মাছ, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি আহার্য্য সামগ্রী গুলিকে দোক্তা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। বিপ্রদাসের স্ত্রী রান্না করিতে যাইতেন, দোক্তা আঁচলে বাঁধা থাকিত ; বিপ্রদাসের স্ত্রীর বাক্সের খোপে দোক্তা, চাল দালের হাড়িতে দোক্তা, পানদানে দোক্তা বালিসের নীচে দোক্তা থাকিত। বিপ্রদাসের ঘরের বিছানাতে অনুসন্ধান কর সেখানেও দেখিবে দোক্তা ; দোক্তা সর্ব্বব্যাপিনী মূর্ত্তিধারণ করিয়া বিপ্রদাসের সমস্ত ঘর যুড়িয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে একটী পাতার নিম্ন ভাগটুক রহিয়াছে কোথায় দেখিবে একটী পাতা আছে কিন্তু তাহার মাঝে মাঝে অন্যের হাত পড়িয়াছে। কোথাও একটি পাতায় পত্রভাগ সকলই গিয়াছে। ডাঁটার সঙ্গে ভুল ক্রমে একটু পত্রভাগ লাগিয়া রহিয়াছে। বিপ্রদাস নিজেও তামাক খাইতেন ; কিন্তু সে নাম মাত্র। তাহাকে কেবল দোক্তার ডাঁটা গুলি খাইয়াই অভ্যাস রাখিতে হইত। যাহারা অনেক দিবস যাবৎ তামাকের সেবক তাহাদের পক্ষে তামাকের ডাঁটার নেশায় সুখ জন্মাইতে পারেনা। বিপ্রদাস তামাক আনিয়া প্রথমে এক বাছনি করিয়া ভাল ভাগ স্ত্রীর জন্য রাখিয়া অপর ভাগ নিজে রাখিতেন। কিন্তু তাহার ও মাত্র ডাটা গুলি পাইতেন ; ডাঁটায় নেশার ত্রুটি হইত দেখিয়া বিপ্রদাস তামাক পরিত্যাগ করিলেন।

কিন্তু বাজার হইতে যদি কোন দিন বিপ্রদাসের দোক্তা আনিতে ভুল হইত, কিম্বা গৃহে দোক্তার অভাব হইত সে দিন বিপ্রদাস দূরে থাক্, পাড়ার লোক পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া যাইত; সে দিন বিপ্রদাসের বাড়ী একাদশী। এরূপ জনরব যে বিপ্রদাসের স্ত্রী দোক্তার শোকে তিন দিন উপবাস করিয়াছিলেন।

বিপ্রদাসের স্ত্রীর দোক্তায় এত আশক্তি থাকা বিপ্রদাসের পক্ষে বরঞ্চ মঙ্গলের কারণ ছিল। বিপ্রদাস গরিব লোক সুতরাং ভাল কাপড় কি গয়না দিয়া গৃহিণীর মন পাওয়া তাহার অদৃষ্টে কখনও হইত কি না আমাদের সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ। বিপ্রদাস কেন—যে পতি স্ত্রীকে ভাল খাওয়া পরা কি দশ তোলা সোণা দিতে অক্ষম তিনি যে কখন ও স্ত্রীর ভাল বাসা পাইয়াছেন কি পাইবেন একথা কেহ বিশ্বাস করেনা। তবে যদি কোন স্বামী একথায় আপত্তি করেন তিনি ভয়েই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক স্ত্রীর খাতির করিতেছেন। যে সকল স্ত্রী স্বামীর নিকট ইচ্ছামত গয়না, বস্ত্র না পাইয়া স্বামীকে স্বামী বলিয়া ভাল বাসেন তাঁহারাই সংসারে প্রকৃত স্ত্রী কিন্তু সংসারে সেরূপ রত্ন কয়টি মিলে?

বিপ্রদাস সে বিষয়ে বড় সুখী ছিলেন। তাহার স্ত্রী ভাল খাওয়া কি ভাল গয়নার জন্য কখন ও স্বামীকে যন্ত্রণা দিতেন না কিন্তু মোট কথা ঐ—পাঠক বুঝিলেন ত? দোক্তা—দোক্তা। রীতিমত—(সাধারণের রীতি নয় এটী বিপ্রদাসের স্ত্রীর রীতি বুঝিতে হইবে) না যোগাইতে

পারিলে বিপ্রদাসের কি দশা হইত তাহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন। একদিবস বিপ্রদাসের ঘরে দাল চাউল কিছুই নাই; অনাহারে সকলেরই মুখ শুকাইয়া গিয়াছে কিন্তু ঘরে প্রচুর পরিমাণে দোক্তা ছিল বলিয়া গৃহিণীর মুখে হাসির দোকান বসিয়াছিল। সেই দিন অবধি বিপ্রদাস জানিতেন দোক্তা হইলেই অনায়াসেই তাহার স্ত্রীর মন সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবেন। আজ বিপ্রদাস উত্তরীয় বসন দোকানির কাছে বন্ধক রাখিয়া অন্যান্য দিনের অপেক্ষা অধিক বরাদ্দে দোক্তা লইলেন। বিপ্রদাস বাড়ী পহুঁছিয়া দেখেন, প্রণয়িনী ক্রোধবাণে অভিমান তুণ বসাইয়া ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। বিপ্রদাস বুঝিলেন আজ ঘরে দোক্তারও অভাব। সুতরাং প্রথমে গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইয়া দোক্তার পুরিয়া গৃহিণীর হস্তে প্রদান করিলেন, গৃহিণীর চামুণ্ডামূর্ত্তি গৃহিণীকে ছাড়িল। গৃহিণী শোক দুঃখ সকল ভুলিল; অভাগা বিপ্রদাস বেচারিও তারি সঙ্গে মৃতদেহে জীবন পাইল। কিন্তু কমলাকান্ত ও শম্ভুনাথের আজ ভয়ানক বিপদ। পাঠক, কমলাকান্ত ও শম্ভুনাথের অবস্থা দেখিতে বা জানিতে ইচ্ছা করেন ত যে বাড়ী দুর্ম্মুখা রমণীর বাস তথায় যাইবেন। সে অবস্থা-বর্ণন করিতে গ্রন্থকারের লেখনী সম্পূর্ণ অসমর্থ।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে রাত্রি প্রভাত হইল। কমলাকান্ত ও শম্ভুনাথ যথা সময়ে বিপ্রদাসের ভবনে উপস্থিত হইয়া বিগত রাত্রির সমস্ত ঘটনা বিপ্রদাসকে বলিলেন ও

মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার সহিত জগদীশ বসুর বাড়ী উপস্থিত হইলেন।

যেদিবস জগদীশ বসু প্রভাবতীকে গৃহে আশ্রয় দিবেন বলিয়া গৃহিণীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সেই দিবসই প্রভাবতী কি ভাবিয়া চিন্তিয়া ঈশ্বর জানেন ; জগদীশ বসুর বাটী হইতে রজনীযোগে বহির্গত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিষম বিপদে বিপদ।

প্রভাবতী বিষম বিপদে পড়িল। একে রাত্রিকাল, তাহাতে স্ত্রীলোক ঘরের বাহির কখনও হয় নাই, সুতরাং ভাবিতে ভাবিতে প্রভাবতী অস্থির হইল। কোন্ পথে কোথায় যাইবে তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অত্যন্ত সাহসে ভর করিয়া দু চারি পদ অগ্রসর হয় আবার তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎপাদ হইয়া পড়ে। যে দিবস প্রভাবতী জগদীশ বসুর বাড়ী পরিত্যাগ করে তাহার পূর্ব্ব দিবস হইতেই ভাবনায় প্রভাবতীর উদরে অন্ন পড়ে নাই ; সুতরাং ক্ষুধা ও ভয় উভয়ে একত্র হইয়া অনাথিনী প্রভাবতীকে দারুণ যাতনা দিতে লাগিল। প্রভাবতী পূর্ব্বদিগে চলিতে লাগিলেন। রাস্তা কণ্টকাকীর্ণ থাকায় প্রভাবতীর কোমল পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল এবং ক্ষত স্থান দিয়া দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল কিন্তু প্রভাবতী তখন

কিছুই বুঝিতে পারেনাই। দুই তিন মাইল পথ হাটিয়া প্রভাবতী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ইতঃস্তত জল অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনেক অনুসন্ধানের পর একটী ছোট রকমের পুকুর দেখিতে পাইয়া হর্ষোৎফুল্লমনে তাহার তীরে উপস্থিত হইয়া গণ্ডুষে জল পান করিলেন!! যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রধান শ্রেণীর জমিদারের কন্যা তিনি আজ মৃৎপাত্র অভাবে গণ্ডুষে জল পান করিতেছেন!! লোকের অদৃষ্টের গতি বুঝাভার!!. প্রভাবতী জল পান করিয়া একটু স্থির হইল এবং পুনরায় হাটিতে আরম্ভ করিল। কিছু দূর যাইতে যাইতে অবশেষে গ্রামের সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল সম্মুখে আর গ্রামের কোন চিহ্ন দেখা যায় না; অকূল মাঠ সম্মুখে ধু ধু করিতেছে। এতক্ষণ পৃথিবী তামসাচ্ছন্ন ছিল সুতরাং প্রভাবতীকে লোকের ভয় করিয়া চলিতে হইয়াছিল না। কোন স্থানে কিছুর শব্দ শুনিলেই প্রভাবতী আপনাকে বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিত, কিন্তু এখন আর সেই সুবিধা রহিল না। চন্দ্রালোকে আলোকিত হইয়া রজনী হাসিতে লাগিল জগত এক নূতন ভাব ধারণ করিল। জগত নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষোপরে পাখীগণ ঠাস্ ঠাস্ করিয়া পাখা নাড়িয়া নিস্তব্ধ জগতে শব্দ করিতেছে। ঝিল্লিগণ মাঝে মাঝে পাখীর ডানার শব্দে একটু আধটু শব্দ মিশাইয়া দিতেছে। হঠাৎ একটা চাতক পাখী "দে জল দে জল" বলিয়া আকাশে উড়িয়া গেল; তাহার পশ্চাতে একটা দুটা করিয়া চারি পাঁচটা ঐ জাতীয় পাখী সমস্বরে

স্বরে মিশাইয়া উচ্চৈস্বরে একই বুলি বলিয়া ডাকিয়া গেল। এই নিদ্রিত জগতে পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতী প্রভাবতী একাকিনী অসীম প্রান্তরে দাঁড়াইয়া আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছেন।

অনাহার ও গুরুতর পরিশ্রমে প্রভাবতীর শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। প্রভাবতী আর হাটিতে সমর্থ হইল না। রাস্তার নিকটে এক আম্রবাগান ছিল। প্রভাবতী ঐ বাগানে প্রবেশ করিয়া এক প্রাচীন বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। নিদ্রা শ্রান্তির সহচরী সুতরাং অনতিবিলম্বেই প্রভাবতী গাঢ় নিদ্রাভিভূতা হইয়া ভূমি শর্য্যায় শায়িতা হইলেন।

জ্যৈষ্ঠমাস বৃক্ষ সকল কাঁচা পাঁকা আঁবে পরিপূর্ণ। নিশি অবসান হইতে দেখিয়া বাদুর পাখী বাসা ছাড়িল এবং প্রভাবতী ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতরা দেখিয়াই যেন মনে ব্যথা পাইয়া প্রভাবতীকে কতগুলি সুপক্ক আঁব পাড়িয়া দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত না হইতে প্রভাবতী হঠাৎ এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া মা মা বলিয়া কান্দিয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিগ অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কি অন্বেষণ করিল, তাহার কিছুই আভাষ পাওয়া গেল না। দিনমণির আসিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী একটু মলিন ভাব ধারণ করিল। প্রভাবতী চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া এখন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না দেখিয়া আকাশপানে চাহিল এবং দেখিল প্রভাতী নক্ষত্র উজ্জল কিরণে প্রতিভাবিত হইতেছে। কুলায়

হইতে পাখী সকল কুল কুল রব করিয়া জগতকে জাগাই-বার উদ্যোগ করিতেছে। নিশি প্রহরী পাখী আপনার খবরদারী করিয়া বাসায় হাজির হইয়াছে। বায়সগণ থাকিয়া থাকিয়া কা কা রবে জগতকে দিবসাগমের সন্দেশ দিতেছে। রাত্রি প্রভাতা দেখিয়া প্রভাবতী গাত্রোত্থান করিল। প্রথম পাদবিক্ষেপেই প্রভাবতীর পায়ে কি ঠেকিল দ্বিতীয়বার পাদবিক্ষেপ করিল তাহাতেও আবার ঠেকিল। প্রভাবতী হাতে তুলিয়া দেখে একটী সুপক্ক আঁব পদতলে পড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়াগিয়াছে। প্রভা-বতী আঁবটি পাইয়া বড় খুসি হইল এবং আঁবের যে ভাগ পরিষ্কার ছিল তাহা ভক্ষণ করিল। একটী আঁব পাইয়া প্রভাবতী মনে করিল হয়ত আরো আঁব বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক বৃক্ষতলে আরো কতগুলি পাকা আঁব পড়িয়াছিল। প্রভাবতী আঁবগুলি সংগ্রহ করিয়া যৎ-পরোনাস্তি সুখী হইল। এবং রাত্রি প্রভাত হয় দেখিয়া তাড়াতাড়ী ভক্ষণ করিয়া বিশেষ সুস্থ হইল। আম্রবাগা-নের পূর্ব্বদিগ হইতে একটা কোকিল কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল তাহার সঙ্গে আরো কতগুলি পাখী ডাকিল কিন্তু সেগুলি কোকিল নয় কাকও নয়; সে অন্য রকমের ও অন্য শ্রেণীর পাখী। প্রভাবতী তাড়াতাড়ী করিয়া বাগানের বাহিরে আসিয়া দেখিল সম্মুখে প্রকাণ্ড মাঠ, মাঠের পূর্ব্বদিগে গ্রামের চিহ্ন স্বরূপ প্রাচীন বৃক্ষ সকল ধু ধু দেখা যাইতেছে। মাঠের দক্ষিণদিগে নিকটেই এক বৃহৎ সরোবর সরোবরের দক্ষিণে একটি প্রশস্থ পথ; পথের

দক্ষিণে অরণ্য। প্রভাবতী অরণ্য দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইল এবং ভাবিল সমস্ত দিবস ঐ অরণ্য মধ্যে অবস্থান করিয়া রাত্রিতে স্থানান্তরে গমন করিলে দুরাত্মাদের হস্ত হইতে নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিবেন।

আহা! সতীর সতীত্ব কি অমূল্য রত্ন। প্রভাবতী হিংস্র জন্তু পরিপুর্ণ ঘোর কাননে প্রবেশ করিতে কিছুমাত্র প্রাণের ভয় করিলেন না, কিন্তু সতীত্বরত্ন হারা হইবার ভয়ে রাজবর্ত্মে চলিতেও মহা আশঙ্কা করিলেন। সুতরাং দ্রুতপদে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যামিনী স্বজাতি দুঃখে দুঃখিত হইয়া এতক্ষণ জগতে অবস্থান করিতেছিল। যাই যাই মনে করিয়াও যাইতে পারে নাই, কিন্তু যখন কোমল স্বভাবা প্রভাবতী ঘোর কাননে প্রবেশ করিয়া একটু সুস্থিরা হইয়াছেন তখন আর রহিল না, জগতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। বায়স ও অন্যান্য বিহগকুল শব্দ করিতে করিতে বাসা ছাড়িল। জগত জাগিল। নিস্তব্ধ পৃথিবী কলরবে পরিপূরিত হইল। রাখালগণ গাভীদল তাড়াইয়া মাঠপানে চলিল। গাভী বৎস্যগুলি ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া হাম্বা হাম্বারবে গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। এমন সময়ে পুর্ব্বদিক রক্তিম আভা প্রকাশ করিয়া তপনদেব উদয়াচলে উপস্থিত হইলেন। মনুষ্য পশু পক্ষী আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চলিল। প্রভাবতী অরণ্যের প্রান্তভাগে থাকিয়াই প্রভাতিক শোভা সন্দর্শন করিতেছেন এমন সময় দেখিলন; সম্মুখের রাজবর্ত্ত দিয়া দলে দলে লোক চলিয়া

যাইতেছে; প্রভাবতী সকলকেই দেখিল কিন্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না! ক্রমে বেলা হইতে লাগিল তপন-দেব ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় তেজের প্রখরতা বিস্তার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহর। সূর্য্যদেব আপনার অগ্নিসম কিরণ প্রকাশ করিয়া জগত অস্থির করিলেন। নিদারুণ তাপে তাপিত হইয়া গাভী সকল বৎস সহ ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যা-গমন করিল। কৃষকগণ মাঠে হাল ফেলিয়া স্বেদাক্ত কলেবরে ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে দৌড়াইল। প্রভাবতী এত-ক্ষণ অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিয়া নানাস্থান দেখিতেছিল, হঠাৎ ভূমিতলে ব্যাঘ্রের ও মহিষের পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া ভীত মনে স্থানান্তরে যাইবার জন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হইল কিন্তু কিয়দ্দূর যাইয়াই একটী নির্ম্মল সরোবর দেখিয়া তাহাতে অবগাহন করিল। অবগাহনান্তে আহা-রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কোথাও কিছু না পাইয়া দুঃখিত মনে এক বিল্ব বৃক্ষমূলে বসিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা একটি সুপক্ক বিল্ব ঠাস করিয়া ভূতলে পতিত হইবামাত্র দ্বিখণ্ড হইয়াগেল; প্রভাবতী বিল্বদর্শনে অত্যন্ত প্রফুল্লিত হইয়া ঈশ্বরকে সহস্র বার ধন্যবাদ করিয়া বিল্বফল আহার করিলেন। দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইয়া গেল। দিনমণি অস্তাচলে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় বিকট বেশধারি তিন চারি জন লোক রাস্থা হইতে দৌড়িয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিল। উহাদের হস্তে বল্লভ ও কৃপাণ অসি

ছিল প্রভাবতী এ সকল দেখিয়া ভীত মনে তাড়াতাড়ি একটা অশ্বত্থবৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল। ভীম বেশধারী পুরুষগণ ক্রমে প্রভাবতীর দিগে আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা কোন দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ পূর্ব্বদিগে চলিয়া গেল। প্রভাবতী উহাদিগকে অনেক দূরে যাইতে দেখিয়া বাহির হইল এবং ক্রমাগত দক্ষিণ পশ্চিম দিগে চলিতে লাগিল। বৃক্ষের মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক বন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে প্রভাবতী তাহার সাহায্যে চলিতে লাগিল। মাছ ভাত বাঙ্গালীর প্রকৃত আহার। ইহা ব্যতীত ফাউল খাও, লোফ খাও, রোষ্ট খাও মাটনচাপ খাও, কি ফল খাও কিছুতেই শরীর প্রকৃতাবস্থায় রাখিতে পারিবে না একথা আপাততঃ অনেকেই স্বীকার করেন না; কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রভাবতী আজ তিন দিন ভাত খায় না সুতরাং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর পথ চলিতে পারিতেছে না। অবশেষে এক বৃক্ষতলে অঞ্চল পাতিয়া নিদ্রিতা হইল। ইহার তিন চারি ঘণ্টা পরে প্রভাবতী সহসা মা মা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া নীরব হইল; পুনরায় শশাঙ্ক শশাঙ্ক বলিয়া ভয়ানক চীৎকার করিল কিন্তু শব্দ তত ফুটিল না। নিদ্রাবেশে বলিল শশাঙ্ক! তুমি কোথায়? উঁকি! তোমরা কে? আমি অনাথিনী আমার এখানে কেন? পুরুষ তোমরা স্থানান্তরে যাও। ওকি? আমার নিকট আসিতেছ কেন? আমি যে বড় ভয় পাইতেছি। আবার আমায় ধরিলে কেন? তোমাদের পায়ে পড়ি আমায় স্পর্শ করিও না।

একথা বলিতে বলিতে প্রভাবতী হঠাৎ জাগরিত হইয়া চতুর্দ্দিগ অন্বেষণ করিতে লাগিল কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া পুনরায় নিদ্রিতা হইলেন। প্রভাবতীর মন সর্ব্বদাই চঞ্চল সুতরাং পুনরায় চমকিয়া উঠিল। রাত্রি যতই বাড়িল বনমধ্যে ততই লোকের পদশব্দ ও অস্ফুটস্বরে কথার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। একে রাত্রিকাল তাহাতে ঘোর কানন ইহার মধ্যে মনুষ্যপদ শব্দ ও অস্ফুট বাক্য শ্রবণে প্রভাবতীর মন অস্থির হইয়া পড়িল। মনুষ্যপদ শব্দ ক্রমেই প্রভাবতীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া প্রভাবতী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সহসা তিন চারি জন লোক পেয়েছি পেয়েছি বলিয়া প্রভাবতীর দিগে দৌড়িয়া আসিল। প্রভাবতী বুঝিল উহারা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে সুতরাং এখন পালাইবার চেষ্টা করা উচিত এই ভাবিয়া প্রভাবতী পশ্চাৎদিগে ফিরিয়া রাস্তারদিগে দৌড়াইতে লাগিল, সহসা একটী ভগ্ন মট দেখিতে পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

যে সকল লোক প্রভাবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া আসিতেছিল তাহারা প্রকৃত দস্যু। ডাকাতি তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। প্রভাবতী যে বনে প্রবেশ করিয়াছে ঐ বনের নাম ডাকাতের বন। কতকগুলি দস্যু গোপন ভাবে ঐ বনে অবস্থিতি করে ইহা সকলেই জানিত; রাত্রিকালে কেহই ঐ বনের নিকট দিয়া গমন করিত না। প্রভাবতী এ সকল কিছুই জানিত না সুতরাং

ঐ বনে প্রবেশ করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্তা হইয়াছিল। ডাকাইতগণের প্রধান নেতা ফতুখাঁ; চারি পাঁচ শত মুসলমান ফতুখাঁর অধীনে থাকিয়া ডাকাইতি করিত। প্রত্যুষে যখন প্রভাবতীর ঐ বনে প্রবেশ করে সেই সময় ফতুখাঁর খানসামা আজগর আলী বন মধ্যে ছিল, সে প্রভাবতীকে দেখিয়াছিল এবং যখন দস্যুগণ রাত্রিতে বনে প্রবেশ করে তখন আজগরালী সে সংবাদ সকলের নিকট প্রকাশ করায় তাহারা আপনাদের প্রভু ফতুখাঁকে সমস্ত অবগত করাইল। ফতুখাঁ অতি জঘন্য প্রকৃতির লোক। সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে জ্ঞান থাকিত না। যে রূপে হউক তাহাকে হস্তগত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিত। ফতুখাঁর আদেশ মতে রহমত, সেহেরআলী, ওসমান প্রভৃতি বিংশতি জন বলিষ্ঠ ও সাহসী অনুচর প্রভাবতীর অনুসন্ধানার্থ প্রেরিত হইয়াছিল; প্রভাবতী মঠ মধ্যে প্রবেশ করার পর দস্যুগণ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইল না। বরং দ্বিগুণতর ক্রোধান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সেহেরআলী ও ওসমান মঠের নিকট উপস্থিত হইল এবং ওসমান কহিল, সেহের চাঁচা, আমার বোধ হয় মাগী এই মঠের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে; সেহের বলিল, না না সে আরো দৌড়িয়াছে। যখন সেহরআলী ও ওসমান এরূপ বলাবলি করিতেছে তখন প্রভাবতী তাহাদের ভয়ে ভগ্ন মঠের গবাক্ষ দিয়া উহাদেরই দিগে চাহিয়াছিল। সুতরাং ওসমানের কথা শুনিতে পাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ওসমান সেহেরআলীকে কহিল, সেখজি তুমি নীচে দাঁড়াও আমি মঠের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া এখনই ফিরিয়া আসিতেছি। এই বলিয়া ওসমান মঠের সিঁড়ি পার হইয়া উপরে উঠিল এবং নিজ হস্তস্থিত মসালের আলোতে দেখিল, একটী পরমা সুন্দরী যুবতী যোড় হস্তে মুদিত-নয়না হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছে। ওসমান প্রভাবতীকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "হেরে মাগী তুই এখানে আসিয়া পালাইয়াছিস্! তুই আমাদিগকে যে কষ্ট দিয়াছিস্ তাহার সমুচিত দণ্ড শীঘ্রই পাইবি।" ওসমান সেহেরালীকে ডাকিয়া বলিল "চাঁচা শীঘ্র আইস। এখানে আসিয়া রহিয়াছে।" সেহেরালী বৃদ্ধ হইয়াছে সুতরাং ধীরে ধীরে সিঁড়ি পার হইয়া মঠের উপর উঠিল এবং প্রবাবতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধদের মনে দয়ার ভাগ কিছু অধিক সুতরাং সেহেরালী প্রভাবতীর অবস্থা দেখিয়া মনে মনে দুঃখিত হইল! ওসমানের চীৎকার শুনিয়া বহমত আলী প্রভৃতি আট দশ জন লোক মঠের দিগে দৌড়িয়া আসিল। প্রভাবতীর অন্বেষণ করিয়া দস্যুগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল সুতরাং সকলেই প্রভাবতীকে দেখিয়া দন্ত কড় মড় করিয়া রাগ দেখাইতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল ভাই এরূপ রূপবতী কামিনীকে কখনই অন্যকে দিব না। কেহ বলিল ভাই তোমরা অনুমতি করিলে আমি ইহার সহবাসে কালযাপন করিয়া জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করি। কেহ বলিল, ভাই মাগী আমাকে যেরূপ হায়রান করিয়াছে

ইহাতে আমার এই ইচ্ছা হইতেছে যে উহার শোণিত পান করিয়া শরীর শীতল করি। কেহ কেহ ক্রোধ ভরে প্রভাবতীর কেশাকর্ষণ করিতে ধাবমান হইতেছে দেখিয়া অপর কেহ তাহা বারণ করিতেছে। বৃদ্ধ সেহেরালী বলিল "ভাই, হীনবল, বিশেষ স্ত্রীলোক ইহার প্রতি এরূপ দৌরাত্ম্য করা উচিত নহে।" খাদেখাঁ অতি গোয়ার লোক ছিল, সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "সেহেরালী দস্যুর দলে থাকিয়া এরূপ ধর্ম্ম-ভাব দেখাইয়া ভণ্ডামি করিবার আবশ্যক কি? উঃ! বেটা যেন ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠীর। সেহে-রালী চুপ করিয়া রহিল। পরে সকলের পরামর্শ মতে প্রভাবতীকে দস্যুপতি ফতুখাঁর নিকট লইয়া যাওয়া স্থির করিয়া প্রভাবতীকে মঠ হইতে বাহির করিল। প্রভাবতী তখনও অজ্ঞান। কেহ প্রভাবতীর হস্ত বন্ধন করিল, কেহ অঞ্চলের কাপড় দ্বারা পদ বন্ধন করিল। কেহ বা কেশা-কর্ষণ করিয়া চলিতে লগিল। প্রভাবতীকে জ্ঞান শূন্য দেখিয়া কেহ বলিল ভাই আমরা যে ভাবে মাগীকে লইয়া যাইতেছি এভাবে আমাদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হইতেছে, অথচ রাস্তা ও কমিতেছে না; সুতরাং উপায়ান্তর করিয়া লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

সেহেরালী। ভাই তোমরা এ অনাথিনীকে যে এত কষ্ট দিতেছে তোমাদের মনেকি দয়ার লেশও নাই? যুব-তীর আকৃতি দেখিলে পাষাণ হৃদয় ও স্নেহে গলিয়া পড়ে। ঐ দেখ কেশাকর্ষণ যাতনায় মুখ খানি নীলাভা ধারণ করিয়াছে। হস্তের যেখানে ধরিয়াছে সে স্থানই রক্তবর্ণ

হইয়াছে; আহা! উহার মুখ খানি দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। ভাই! আমি তোমাদিগকে এই অনুরোধ করি যে তোমরা উহাকে প্রহার না করিয়া বরং একখানা শিবিকার মধ্যে করিয়া লইয়া চল, নিদ্রিতাবস্থায় অবলাকে এত যাতনা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

কুতবুদ্দিন। হ্যারে সেহেরালী, তুই দেখিছি বড় ধর্ম্মে মন দিয়েছিস। শ্যালা চিরকাল ডাকাইতি করিয়া আজ কিনা ধার্ম্মিক হইয়া পড়িয়াছিস। ব্যাঘ্রের দন্ত ভাঙ্গিলেই ধার্ম্মিক হয়। বেশ্যা বৃদ্ধা হইলে তপস্বিনী হয়, তুই ও দেখচি তাই। শ্যালা যেন ধর্ম্মের গোড়া ধরিয়া রাখিয়াছে! ফের কোন কথা বলবি তোকেও এই মাগীর দশা করিব। অন্যান্য দস্যু সকলেই কুতবের কথায় বাহবা দিতে লাগিল। ভাব গতিক বুঝিয়া সেহেরালী চুপ করিয়া রহিল। দস্যুগণ সজোরে প্রভাবতীর কেশাকর্ষণ করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই প্রভাবতীর জ্ঞান হইল না। একখানা শিবিকা আনিয়া তাহাতে প্রভাবতীকে উঠাইয়া দস্যু পতির নিকট উপস্থিত হইল। যে গৃহে দস্যুরাজ বাস করিত তাহার চতুর্দ্দিকেই প্রহরীগণ সর্ব্বদা পাহারা দিত। কিন্তু যখন দস্যুগণ গৃহের দ্বার দেশে উপস্থিত হইল তখন তাহারা কাহাকে ও দ্বার দেশে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। ওসমান অগ্রে দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন দস্যুরাজ অকস্মাৎ সর্পদংষ্ট হওয়াতে অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন, মুখ দিয়া অবিরল ফেণ রাশি উঠিতেছে।

শয্যার চতুর্দ্দিকে লোক সকল হাহাকার করিয়া কান্দি-তেছে। ওসমান দ্রুত পদে শিবিকার নিকট আসিয়া কহিল তোমরা শীঘ্র আইস। সর্ব্বনাশ উপস্থিত! দস্যুরাজকে কাল সর্পে দংশন করিয়াছে। ওসমানের চীৎকার শুনিয়া সকলেই শিবিকা ফেলিয়া দৌড়াইল; বৃদ্ধ সেহেরআলী শিবিকার নিকটে রহিল। উপযুক্ত সময় পাইয়া সেহেরআলী শিবিকার কপাট উন্মুক্ত করিয়া দেখিল প্রভাবতীর জ্ঞান হইয়াছে; গুরুতর কেশাকর্ষণে নিতান্ত ব্যাথিতা হইয়া অস্পষ্ট স্বরে কান্দিতেছে। সেহেরআলী বলিল মা! উপযুক্ত সময় হইয়াছে, এই বেলা পালাও, অন্যথা নিস্তার নাই। প্রভাবতী প্রথমতঃ দস্যুর বাক্য বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু মা! সম্বোধন শুনিয়া ভাবিলেন হয়ত এই লোক যথার্থই সদুপায় বলিতেছে।

প্রভাবতী। মহাশয়! আপনি আমার পিতা, যাহাতে আমার সতীত্ব রক্ষা হয় আপনি আমাকে সে পথ বলিয়া দিন

সেহেরালী। আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র আমার সঙ্গে আসুন। আমি যে পথে দেখাইয়া দিতেছি আপনি এই পথ ধরিয়া কিছু কাল পশ্চিম দিকে চলিলেই নিকটে এক রাস্তা পাইবেন, ঐ রাস্তা ধরিয়া খানিক হাটিলেই গ্রাম দেখিতে পাইবেন; তথায় পহুঁছিলে আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। কিন্তু এখানে বিলম্ব করিলে সতীত্ব দূরে থাকুক প্রাণও রক্ষা হইবেনা। প্রভাবতী কম্পিত কলেবরে শিবিকা হইতেঅবতীর্ণ হইয়া সেহেরালীর সঙ্গ চলিলেন। রাত্রি অব-সান হইয়াছে দেখিয়া, সুখ ময়ী উষা সুন্দরী ধীরে ধীরে

ধরাতলে উপস্থিত হইলেন। সেহেরালী কিয়দ্দূর যাইয়া প্রভাবতীকে বলিল, মা! আমার আর অধিক দূরে যাওয়ার আবশ্যক নাই, হয়ত দস্যুগণ এতক্ষণ আমার অনুসন্ধান করিতেছে। যদি কোনরূপে অনুসন্ধান পায় তাহা হইলে উভয়ের প্রাণ লইবে, সুতরাং আপনাকে যে পথের কথা বলিয়াছি আপনি নির্ভয়ে ঐ পথ ধরিয়া গমন করুন; আমি এখন বিদায় হই।

প্রভাবতী। মহাশয়! আপনার মন যেরূপ উচ্চভাব পূর্ণ তাহাতে আপনি দস্যু দলে কেন?

সেহেরালী। সে সকল কথা বলিতে অনেক সময় আবশ্যক করে, সুতরাং সে বিষয় বলিবার এখন সময় নাই; কিন্তু আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমি সিদ্ধ কাম হইয়া দস্যু দল পরিত্যাগ করিতে পারি। প্রভাবতী "তথাস্তু" বলিয়া চলিলেন, সেহেরালী ও আপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

প্রভাবতী প্রাণ পণে কখনও হাটিতে কখনও বা দৌড়িতে লাগিলেন এরূপে কিছু কাল গমন করিলে পর রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাবতীর সম্মুখেই এক প্রশস্ত পথ, পথের পরে একখানি গ্রাম। গ্রাম দেখিতে পাইয়া প্রভাবতী বিশেষে আশ্বস্ত হইলেন। ঐ রাস্তা ধরিয়া কিছু কাল চলিয়া যাইতেই রাস্তায় একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে প্রভাবতীর সাক্ষৎ হইল। ব্রাহ্মণ প্রভাবতীর দুরাবস্থা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রভাবতী অদ্যো-পান্ত সমস্ত বলিলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনাথিনী প্রভাবতীর

দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন।

বৃদ্ধ নিজালয় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণীকে প্রভাবতী সম্বন্ধে সমস্ত জানাইলেন এবং ব্রাহ্মণীর হস্তে প্রভাবতীকে সমর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান সুতরাং ব্রাহ্মণী প্রভাবতীকে আপন সন্তান জ্ঞানে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। খাওয়া পরার কোন কষ্ট নাই, কিন্তু প্রভাবতী শশাঙ্ক শেখরের ভাবনায় সর্ব্বদা বিশেষ কষ্ট পাইতে লাগিলেন কর্ত্তব্য কাজ কর্ম্ম সারিয়া প্রভাবতী সর্ব্বদাই ভাবিতে বসিতেন। ভাবিয়া ভাবিয়া প্রভাবতীর অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নাম রামগতি বিদ্যাভুষণ। বিদ্যাভুষণ মহাশয় অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন, সুতরাং দিবসের অধিকাংশ সময় ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন।

প্রভাবতীকে চিন্তায় নিমগ্ন দেখিয়া মধ্যে মধ্যে বিদ্যাভুষণ ও তাহার স্ত্রী কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন, প্রভাবতী কিছুই বলিতেন না, কেবল মর্ম্মভেদি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনের অসুখ জানাইতেন। বিদ্যাভুষণ মহাশয় প্রভাবতীর মনে শান্তি স্থাপন জন্য প্রভাবতীকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভাবতী প্রাণপণে শিক্ষা করিয়া অচিরেই বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে পারিলেন। প্রভাবতী মহাভারত, রামায়ণ, চৈতন্য লীলা, ভাগবত প্রভৃতি মহাকাব্য ও কাব্য সকল পড়িতে পারেন দেখিয়া বিদ্যাভুষণের আনন্দের সীমা রহিল না। প্রভাবতী এখন গৃহ কার্য্য সত্বর সমাপন করিয়া অধ্যয়নে

বিশেষ মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। এরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে পর প্রভাবতী ক্রমেই আপন মনের দুঃখ ভুলিতে লাগিলেন; কিন্তু শশাঙ্কের কথা মনে করিয়া এখন ও বিবর্ণা হইতেছেন। একদিন দুদিন করিয়া ক্রমে ৩।৪ বৎসর অতীত হইল, কিন্তু প্রভাবতীর মনে শশাঙ্ক-চিন্তা এখন ও পূর্ব্বভাবেই রহিয়াছে। ভালবাসার কি আশ্চর্য্য শক্তি! এত বাধা এত বিপদ তথাপি প্রভাবতী শিক্ষিতা হইয়াও ভাল-বাসার বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেছেন না। বরং শশাঙ্ক-চিন্তা পূর্ব্বাপেক্ষা শত সহস্র গুণে প্রবল হইয়া উঠিল। প্রভাবতী এখন যৌবন ভরে টল্ টল্ করিতেছেন, কিন্তু শিক্ষা গুণে সমস্ত রিপু স্বকীয় অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। বঙ্গীয় বিধবাগণ যদি শিক্ষিতা হইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন

সাধের তরণী তরঙ্গে।

যে দিবস প্রভাবতী জগদীশ বসুর গৃহ পরিত্যাগ করে তৎ পর দিবস প্রত্যুষে জগদীশ ও গৃহিণী উভয়ে একত্রে বসিয়া প্রভাবতীর সচ্চরিত্রতা ও শশাঙ্কের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা সম্বন্ধে কথোপথন করিতেছেন, এমন সময় সূর্য্য মুখী আসিয়া তাহাদের নিকট কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল, বউ—বউ আমাদের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সূর্য্য মুখীকে প্রভাবতী প্রাণের

অধিক ভাল বাসিতেন, সুতরাং সূর্য্যমুখীও প্রভাবতীকে বড় ভাল বাসিত। কাজে কাজেই সূর্য্যমুখী প্রভাবতীর জন্য আজ কান্দিয়া ব্যাকুল। কর্ত্তা ও গৃহিণী সূর্য্যমুখীর সংবাদে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দোষী করিয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিলেন; কিন্তু পরের জন্য ঝগড়া কতক্ষণ থাকে শীঘ্রই কর্ত্তা গিন্নীতে আপস হইয়া গেল। উভয়েই এ সংবাদ শশাঙ্কের নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে গৃহে শশাঙ্ক শেখর সর্ব্বদা বাস করিতেন সে গৃহ খানি অন্দর হইতে একটু ব্যবধান ছিল! সুতরাং তিনি বাড়ীর ভিতরের খবর শীঘ্র পাইতেন না কিন্তু হৃদয় মাঝারে সর্ব্বদাই প্রভাবতীর রূপ দর্শন করিতেন। শশাঙ্ক শেখর ও প্রভাবতী উভয়েই পরস্পরকে আপন আপন প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, সে ভালবাসা হৃদয়ে হৃদয়ে সন্নিবদ্ধ ছিল বলিয়া বাহিরে প্রকাশিত হয় না। শশাঙ্ক প্রভাবতীর স্থানান্তর গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া জ্ঞানশূন্য হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে শশাঙ্কের একটু চৈতন্য হইল, কিন্তু পূর্ব্বের ব্যাধি আসিয়া পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ভাবে শশাঙ্ক শেখরকে আক্রমণ করিল। শশাঙ্ক উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, শশাঙ্কের উন্নত মন "প্রণয় জন্য, নারীর প্রেম জন্য, আজ উন্মত্ত" শশাঙ্ক এত দিন পর্য্যন্ত যে ভাবে দিন কাটাইয়া আসিতেছিলেন তাহাতে কেহই তাঁহার মনের গূঢ় ভাব জানিতে পারে নাই। কত বিপদ কত বাধা পাইয়া ও শশাঙ্ক শেখরের মনের গূঢ় তত্ত্ব বাহিরে প্রকাশিত

হয় নাই। শশাঙ্ক শেখর এখন পূর্ণ যুবক, তথাপি তাহার আচরণ দেখিয়া কেহই তাহার প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে বা বুঝিতে পারেন নাই; শশাঙ্ক শেখরের হৃদয়ে প্রেম ভেরী বাজিয়াছে কিন্তু—শশাঙ্ক প্রণয় বুঝিয়াছে। পাঠক! আপনাদের সঙ্গেও শশাঙ্কের অনেক দিন হইতে আলাপ হইয়াছে। যখন শশাঙ্ক শেখর সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে পর্ণ কুটিরে অবস্থান করিয়াছিলেন তখন ও আপনারা শশাঙ্কের ব্যবহার দেখিয়াছেন কিন্তু তাহাতে প্রভাবতী ও শশাঙ্কের মনে প্রণয় আছে বলিয়া কি কখন ও বুঝিতে পারিয়াছেন, অনেকে হয়ত বিশেষ আগ্রহের সহিত নবীন যুবক ও নবীনা যুবতীর আলাপের শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন, কৈ কিছু দেখিয়াছেন কি? অনুমান ভিন্ন এ বিষয়ের প্রত্যক্ষতা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক জগতে যাহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান তাহাদের মনের গতি বুঝা বড় সুকঠিন। বিশেষ ঘটনা ভিন্ন কখনও বুদ্ধিমানের মনের ভাব সাধারণে জানিতে পারে না। শশাঙ্ক শেখর প্রভাবতীর শোকে প্রকৃত পাগল হইয়াছেন, কিন্তু শশাঙ্কের মন পাগল বলিয়া কার্য্য পাগলের মত নয়, ব্যবহার পাগলের মত নয়। তিনি সর্ব্বদাই এক মনে প্রভাবতীর রূপ, গুণ, ভালবাসা মনে করিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছেন; সময়ে সময়ে হৃদয়ের যাতনা অসহনীয় হইয়া পড়ে বলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। একবার শয্যায় শয়ন করিতেছেন, একবার উঠিয়া বসিতেছেন, একবার বই পড়িতেছেন। এরূপে

সর্প দংষ্ট্র লোকের ন্যায় বিরহ বিষে ছটফট করিতেছেন। শশাঙ্ক শেখর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না নিশ্চিন্ত থাকিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু দংষ্ট্র ব্যক্তির নিশ্চিন্ত থাকা কি সম্ভব? কখনও নয়। যাহারা বুঝে নাই কি ভোগে নাই তাহারাই বলে, জগতে বিষের জ্বালার মত জ্বালা আর কিছুতেই নাই; কিন্তু যাঁহারা একবার বিরহ বিষের জ্বালায় জ্বলিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন সংসারে বিরহ বিষ অপেক্ষা হৃদয় বিদ্ধকারী বিষ আর কিছুই নাই। শশাঙ্ক আজ সেই মহাবিষের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছেন। এক-বার বলিতেছেন প্রভাবতী! তোমার কি এই উচিত কার্য্য করা হইয়াছে? আমাকে না বলিয়া যাওয়া তোমার কি উচিত? মা তোমাকে, আমাদের বাড়ী হইতে বহির্গত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন, তুমি সে আদেশ গুরুজনের আদেশ জ্ঞানে, আপনার বিষয় না ভাবিয়া, প্রতিপালন করিয়াছ।

আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছিলাম আমাকে না বলিয়া যাওয়া কি উচিত কার্য্য হইয়াছে? তুমি বুদ্ধিমতী,পরম পবিত্রা তাই আজ শশাঙ্ক শেখর তোমার বিরহে পাগল! কিন্তুএ কাজে তোমার মনের পবিত্রতা কই। আমার অসু-স্থাবস্থায় তুমি যে ভাবে আমার শুশ্রূষা করিয়াছ ও যেরূপ ভাবিতা ছিলা তাহাতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া-ছিল প্রভাবতী আমাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসে, কিন্তু সে পবিত্রময় ভালবাসার কি এই পরিচয়? প্রভাবতী তোমার কোমল হৃদয়ে এরূপ ভয়ানক কাঠিন্য কেমন

করিয়া প্রবেশ করিল? আমি বুঝিয়াছি অভিমান ও অপমান তোমাকে একার্য্যে মতি জন্মাইয়াছে; দারুণ শোক হৃদয়কে কঠিন করিয়াছে। হায়! আমি কি করে পাগল মনকে সুস্থির করি? কি করে এদারুণ যাতনা সহ্য করিব! ওঃ! হৃদয় যে দেহাবরণ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইতেছে। আর পারি না। এ যাতনা আর সহ্য করিতে পারি না; যাতনা অপেক্ষা প্রাণান্ত সহস্রগুণে শ্রেয়।

হায়! কি ভাবিলাম, কি হইল!! সুখের স্বপ্ন নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম এই দুঃখময় সংসার সাগর প্রভাবতী তরণীদ্বারা পার হইব, কিন্তু হায়! আমার সে আশা ফুরাইল। আশা বৃক্ষ অঙ্কুরিত না হইতেই নৈরাশ কীট তাহার মূলচ্ছেদ করিল। হায়! আমার সাধের প্রভাবতীকে কোন পাষাণ হৃদয় এজন্মের মত বিরহ তরঙ্গে ভাসাইল!! আর কি পাব; প্রাণের প্রভাবতীকে কি আর পাব? শশাঙ্কশেখর হঠাৎ শুনিলেন কে যেন তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে। শব্দ শুনিয়া জগদীশ বসুর শব্দ অনুমান করিলেন। শশাঙ্ক শেখর যতদূর পারিলেন মনের ভাব গোপন করিয়া স্থৈর্য্যাবলম্বন পুর্ব্বক গৃহ হইতে বাহির হইয়া দেখেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, পৃথিবীর আবর্ত্তনে দিবাকর প্রকাশিত হইয়াছে। শশাঙ্কশেখর সমস্ত রাত্রি প্রভাবতীর ভাবনাই ভাবিতে ছিলেন, সুতরাং রাত্রি প্রভাত হইয়াছে কি না জানিতে পারেন নাই। শশাঙ্কশেখরকে দেখিবা মাত্র

জগদীশ বসু বলিলেন শশাঙ্ক! আজ তোমার মুখ মণ্ড-লের সে জ্যোতি নাই, সে গভীরতা নাই, সেই কমনীয় ভাব নাই, ইহার কারণ কি? শশাঙ্ক কি বলিয়া পিতার চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের এত সম্বন্ধ যে মনের ঘটনা বাহ্যিক প্রতিকৃতিতে পরিলক্ষিত হয় সুতরাং এ সময়ে শশাঙ্কের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে সহজেই বুঝা যায়, শশাঙ্কের শান্ত ও গভীর হৃদয়সরোবরে শোক-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; শশাঙ্ক কিছুকাল নীরব থাকিয়া পরে লজ্জার দায়ে পিতাকে বলিলেন "শারীরিক অসুস্থ আছি বলিয়াই ঐরূপ দেখিতেছেন"। মানসিক অসুখ বলিতে শশাঙ্কের লজ্জা হইল, পাছে পিতা মনোগত ভাব বুঝিতে পারেন। শশাঙ্ক পিতাকে ঠকাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পিতা ঠকিলেন না; তিনি সকলই বুঝি-লেন। শশাঙ্কশেখর পিতাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় জগদীশ বসু বলিলেন " অনেকক্ষণ হইল বিপ্র-দাস ঘোষ শম্ভুনাথ গুহ ও কমলাকান্ত মিত্রজা মহাশয় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিয়া আছেন, তুমি তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাও, আমি এখন কার্য্যান্তরে নিযুক্ত আছি সুতরাং আমি কিছুকাল বিলম্বে তথায় যাইব।

শশাঙ্ক 'আজ্ঞে এই যাচ্ছি' বলিয়া পিতাকে বিদায় করি-লেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বৈঠকখানা গৃহে

উপস্থিত হইলেন। শশাঙ্কশেখর আগত ভদ্রলোকদিগকে যথাবিহিত সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিপ্রদাস, শম্ভুনাথ ও কমলাকান্ত এতক্ষণ কথায় কথায় স্বীয় দর্প দেখাইতেছিলেন কিন্তু শশাঙ্কের প্রশ্ন শুনিয়া সকলেরই চক্ষু স্থির হইল। পরস্পর পরস্পরকে শশাঙ্কের প্রশ্নোত্তর করিবার জন্য টিপাটিপি আরম্ভ করিলেন। কমলাকান্তের গত পুর্ব্ব রজনীর সমস্ত যন্ত্রণা তখনও হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল; তিনি বলিলেন, বাছা শশাঙ্ক তুমি আমাদের কায়স্থ কুলতিলক। তুমি না বুঝ সংসারে এমন কিছুই নাই। তোমার অসাক্ষাতে সকলেই তোমায় ভুয়সী প্রশংসা করিয়া থাকি। কমলাকান্ত তোষামোদচ্ছলে শশাঙ্কশেখরের প্রশংসা করিতেছিল; কিন্তু বাস্তবিক শশাঙ্ক এই রূপ প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র। কমলাকান্ত মনে করিলেন, আমার বাক্য কৌশলে শশাঙ্ক আমার প্রতি যথেষ্ট খুসী হইয়াছেন। কিন্তু ঘটনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত শশাঙ্কশেখর কমলাকান্তকে অতিশয় নীচ প্রকৃতির লোক মনে করিলেন; বাস্তবিক যাহারা বুদ্ধিমান ও বিবেচক, তাহারা তোষামোদ কখনই ভাল বাসে না। তোষামোদকারী লোক তাহাদের নিকট কালকূটের ন্যায় বোধ হয়। এই সংসারে যাঁহারা তোষামোদ ভাল বাসেন তোষামোদ রূপ দারুণ বিষ যাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে তাহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণাক্ষম। বিবেকশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না, কর্ত্তব্যা-

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা বিবেকের কার্য্য ; যদি বিবেক সে কার্য্য সাধনে অক্ষম হয় তাহা হইলে বিবেক থাকা আর না থাকা এই কথা। জগতে যিনি কার্য্য করিতে আসিয়াছেন, যিনি সংসারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আপনার অবস্থা জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, যিনি জীবনের উদ্দেশ্য ভাবিতেছেন, তাহার পক্ষে তোষমোদকারী অসজ্জনের সহবাস প্রকৃতি নিষিদ্ধ।

শশাঙ্কশেখর ভাবিলেন এ সময়ে কমলাকান্তকে উপদেশছলে কোন কথা বলিলে তাহার মনের গভীরতার পরিমাণ করিতে পারিবেন না, কারণ সংসারে উপদেশ বাক্য লঘু চেতাদের নিকট অতি কর্কশ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং শশাঙ্কশেখর ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন, কমলাকান্ত বুঝিলেন না ; হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—"শশাঙ্ক, ইতিমধ্যে একখানা সামাজিক পত্র পাইয়া তাহাতে আমাদের স্বাক্ষর দর্শনে হয়ত আমাদের উপর রাগান্বিত হইয়াছ, কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া বলিতে পারি আমি বিপ্রদাস ঘোষ এসম্বন্ধে কিছুই জানি না। পত্র তোমাদের নিকট প্রেরিত হওয়ার পরে আমরা এ বিষয় জানিয়া বিশ্বাম্বর ও সদানন্দ বসুকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছি। কিন্তু আমরা নিতান্ত দুঃখী লোক, তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত আমাদের দ্বারা কি কখন তোমাদের অপ্রিয় কার্য্য সাধিত হওয়া সম্ভবে? বরং তোমাদের অনুরোধে প্রধান সমাজপতি বিশ্বাম্বরকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারি।" পাঠক! পরনিন্দা তোমা-

মোদের পক্ষে অপরিহার্য্য কার্য্য সুতরাং কমলাকান্ত যে শশাঙ্কের সম্মুখে বিশ্বাম্বরের নিন্দা করিলেন তাহা বাহুল্য মাত্র।

শশাঙ্কশেখর দেখিলেন, যে সমাজ ভয়ে প্রভাবতীকে পিতা গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়াছেন সে সমাজের ত এই দুর্গতি, সে যাহা হউক এখন উপস্থিত বিষয়ের অন্ত-স্থল অনুসন্ধান করা যাউক, পরে যাহা কর্ত্তব্য করা যাইবে। শশাঙ্কশেখর মনে মনে এরূপ স্থির করিয়া বলিতে লাগি লেন, মহাশয় আপনারা অতি মহৎ ও বুদ্ধিমান সুতরাং আপনারা আমার পুজ্য। আমি কোন অপরাধ করিলে আমাকে আপনাদের অনুগৃহীত লোক বলিয়া ক্ষমা করা উচিত ; তাহাতে আপনাদের এ কার্য্য! শশাঙ্কের কথা শেষ হইতে না হইতে শম্ভুনাথ শশাঙ্কের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "বাবা গত কথার আর প্রয়োজন কি?" শাস্ত্রে আছে 'গতস্য সূচনানাস্তি' সুতরাং গত কথা পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত বিষয়ে যুক্তি স্থির করা যাউক। শশাঙ্ক শম্ভু নাথকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, মশায় আপনাদের নিকট আমাদের যাহা প্রাপ্য আছে পিতৃদেবের আদেশ মতে আমি তাহা আপনাদের নিকট এখন চাহিতেছি না বরং আপনারা যদি কোন কার্য্য সাধনে আমাদের সাহায্য করেন তাহা হইলে পিতৃদেব আপনাদিগকে কিছু কিছু টাকা দিতেও প্রস্তুত আছেন্। শশাঙ্কের কথা শেষ না হইতেই বিপ্রদাস শম্ভুনাথ ও কমলাকান্ত এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন "শশাঙ্ক কি কার্য্য করিতে হইবে? তুমি

যাহা বল তাহাতেই রাজি আছি" শশাঙ্ক বলিলেন কার্য্য এমন কিছু গুরুতর নয়, তবে কি না যাহাতে প্রভাবতীকে আশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে আপনারা মনোযোগী হইবেন। কমলাকান্ত কহিল শশাঙ্ক! একার্য্য? এরি জন্য তোমার এত অনুরোধ? আমরা প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিতেছি যে তোমার সঙ্গে প্রভাবতীর বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করাইব, যদি তোমাদের বিবাহে সমাজের কেহ আপত্তি করে যেরূপে হউক আমরা তাহার বিহিত করিব।

এ সময়ে জগদীশ বসু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন আপনারা নির্ব্বিঘ্নে যদি প্রভাবতীর সঙ্গে শশাঙ্কের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইতে পারেন তাহা হইলে আপনাদের নিকট আমার যাহা প্রাপ্য আছে তাহা আপনাদিগকে রেহাই করিব এবং তদ্ভিন্ন আরো কিছু পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিব। জগদীশ বসুর কথা সমাপনান্তে বিপ্রদাস কমলাকান্ত এবং শম্ভুনাথ সকলেই জগদীশকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন আপনি বিবাহের দিনধার্য্য করুন, আমরা আজ থেকে যাহাতে হউক সমস্ত সমাজের মত লইয়া দু চারি দিনের মধ্যে আসিয়া আপনাকে সংবাদ জানাইব। কিন্তু—কিন্তু বলিয়া বিপ্রদাস প্রভৃতি উপস্থিত সমাজপতিগণ অনাবশ্যক মতে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। জগদীশ বুঝিলেন টাকা চাহিতেছেন সুতরাং তিনি বলিলেন আপনারা একটু অপেক্ষা করুন আমি এখনই পুনরায়

এখানে আসিতেছি এই বলিয়া জগদীশ শশাঙ্কশেখরকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়াগেলেন। জগদীশ শশাঙ্ককে বলিলেন দেখ, শশাঙ্ক উহাদিগকে আজ কিছু দেওয়া উচিত, নতুবা উহাদের মনে তত চাড় থাকিবে না। শশাঙ্ক বলিল আমি, এসকল লোককে বিশ্বাস করিনা; ইহারা অতি ছোট প্রকৃতির লোক সুতরাং ইহাদিগকে কোন করারে আবদ্ধ রাখিয়া টাকা দেওয়া উচিত। জগদীশ বলিলেন হাঁ। ভাল বলিয়াছ, কিন্তু কি করারে আবদ্ধ রাখা যায়? শশাঙ্ক বলিলেন, উহাদের নিকট হইতে এক প্রতিজ্ঞা পত্র রাখিয়া টাকা দেওয়া যাউক। জগদীশ শশাঙ্কের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাহার হস্তে ১৫ পোনরটী টাকা দিয়া বলিলেন " এই টাকা লও, উহাদিগকে দিও আমি কার্য্যন্তরে চলিলাম। শশাঙ্ক টাকা লইয়া বৈঠকখানার দিকে চলিলেন। বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া উপস্থিত সমাজপতিগণকে বলিলেন " মহাশয়গণ পিতৃদেব আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা রাখিয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছেন যাওয়ার কালীন তিনি আমার হস্তে কয়েকটী টাকা দিয়া বলিয়া গেলেন যে উপস্থিত সমাজপতিত্রয়কে এই কয়টী টাকা প্রদান করিও এবং শশাঙ্কশেখরকে চুপ করিতে দেখিয়া কমলাকান্ত বলিলেন আর কি বল। শশাঙ্ক মনে কোন গোল রাখিওনা। তোমায় যাহা বলিয়াছেন অকপটচিত্তে বল, আমরা তাঁহার আদেশ পালনে বিশেষ যত্নবান হইব। শশাঙ্ক কহিলেন আমরা সমাজ ভয়ে অত্যন্ত ভীত আছি, যাহাতে সে বিষয় নিশ্চিন্ত

হইতে পারি—শশাঙ্কের কথা শেষ না হইতেই কমলাকান্ত বলিলেন ভয় কি? আমাদের কথা বিশ্বাস নাহয় আমরা প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিতেছি। শশাঙ্ক দেখিলেন, কমলা-কান্ত তাহার মনের কথা কহিতেছে সুতরাং শশাঙ্ক দেওয়ান জি, ভগবান দাস ও মুহরি বিশ্বনাথ মজুমদারকে ডাকাইয়া প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিতে অনুমতি করিলেন, বিশ্বনাথ প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিলেন।

প্রতিজ্ঞা পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু

মহাশয় মান্যবরেষু

মহাশয়,

আপনি শ্রীমতী প্রভাবতী দাসীকে আশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া আমরা সকলেই আপনাকে সমাজচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা প্রভাবতীর কুলশীল ও চরিত্র সম্বন্ধে এত দিন কিছু জানিতে পারিনাই বলিয়াই আপ-নার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু এখন বিশেষরূপ জানিলাম প্রভাবতী উচ্চবংশসম্ভূতা এবং সচ্চরিত্রা; সুতরাং প্রভাবতীকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক প্রভাবতীকে শশাঙ্কের সহিত বিবাহ দিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমরা এই প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিতেছি যে, যাহাতে শশাঙ্কশেখরের সহিত প্রভাবতীর বিবাহ কার্য্য সম্বন্ধে সমস্ত সমাজের কোন আপত্তি না

থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিব। ইতি সন ১২০৩ তারিখ ৫ বৈশাখ

ইসাদি	লেখক	নিঃ সহি—
শ্রীভগবান দাস	শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার	শ্রীবিপ্রদাস ঘোষ
হাং বদি	হাং সাং বল্লভদি	শ্রীকমলাকান্ত মিত্র
		শ্রীশম্ভুনাথ গুহ

পত্রখানি শশাঙ্কের হস্তে প্রদান করিয়া কমলাকান্ত বিপ্রদাস ও শম্ভুনাথ গাত্রোত্থান করিলেন এবং মনের আনন্দে গৃহাভিমুখে চলিলেন—সকলেরই কাছায় টাকা বাঁধা। বিপ্রদাস বলিলেন ভাই কমলাকান্ত ও শম্ভুনাথ, বাঁচা গেল; প্রাণে জল আসিয়াছে। কমলাকান্ত বলিল ভাইত ভাই—জগদীশ বাবুর পত্র পাওয়া মাত্র আমার মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গিয়াছিল, জগদীশ্বর বড় দায় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। শম্ভুনাথ কহিলেন, ভাই! জগদীশ বসুর পত্র পাইয়া তোমাদের মস্তিষ্ক ঘুরিয়াছিল আমি পত্র পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; কারণ পেয়াদার হাতে গৃহিণীর কাছে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়; সে যাইহউক ঈশ্বর কৃপায় সকল দিক রক্ষা হইল—টাকার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম এবং এখন যে নিশ্চিন্তে ঘরে বসিয়া দুট খাব তারও সংস্থান হইল। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জগদীশ অতি মহৎ লোক তার অপমান করা কি উচিত। সে যাহা হউক এখন যাহাতে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট না হইতে হয় তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। শম্ভুনাথের কথায় বিপ্রদাস ও কমলা-

কান্ত বলিলেন ভাই সে বিষয়ে ভয় কি। টাকা বড় জিনিষ, টাকার প্রলোভন দেখালে কোন্ বেটা আমাদের মতে না আসিবে? এরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা শীঘ্রই স্ব স্ব বাড়ী পঁহুছিলেন। সকলেরই মুখে হাসি। যেন হাসি কেহ উহাদের মুখে বসাইয়া দিয়াছে—সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলেন। কথা রহিল আহারান্তে বিপ্রদাস ও কমলাকান্ত শম্ভুনাথের বাড়ী যাইয়া ভাবিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবেন।

কমলাকান্ত বিপ্রদাস ও শম্ভুনাথ বিগত কল্য সভা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে গাত্রোত্থান করাতে অন্যান্য সকলেরই মনে একটু সন্দেহ জন্মিয়াছিল এবং তজ্জন্য তাহারা অদ্য প্রত্যুষে বিপ্রদাস ও শম্ভুনাথ সকলেই স্ব স্ব স্ত্রীর নিকট স্থানান্তরে কোথায় যাইবেন বলিয়া গিয়াছিলেন। তখন মনে করেন নাই স্ত্রীর নিকট হইতে কেহ কোন কথা জানিতে পারিবে, কিন্তু এদিকে—সে সংবাদ সকলে জানিতে পারিয়া মহা ধূম ধাম বাধাইয়াছে। স্ত্রীলোকের নিকট গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা মহতের পক্ষে কত দূর সঙ্গত তাহা বোধ হয় পাঠকগণকে অধিক জানাইতে হইবে না।

প্রভাবতীর অন্বেষণ।

পাঠক ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছেন যখন কমলা-কান্ত প্রভৃতি সমাজপতিগণ জগদীশ বসুর বাড়ী গিয়া-ছিলেন তখন জগদীশ বসুকে কার্য্যান্তরে থাকিতে দেখিয়া-

ছেন; বাস্তুবিক তিনি কার্য্যান্তরেই ছিলেন। কার্য্য—প্রভাবতীর অনুসন্ধাতে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ। জগদীশ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন কিন্তু কেহ কিছু অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। ক্রমে দেখিতে দেখিতে ৩।৪ বৎসর অতীত হইল কিন্তু প্রভাবতীর কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি তখন দেশীয় সংবাদ পত্র ছিলনা সুতরাং লোক পাঠান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রভাবতীর অনুসন্ধান করা হইল না। জগদীশ অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু প্রভাবতীর সন্ধান না পাইয়া শশাঙ্কর মন প্রভাবতীর ভাবনা ভাবিতে ক্ষান্ত হইল না। শশাঙ্ক স্বয়ং প্রভাবতীর অনুসন্ধানে যাইবেন স্থির করিয়া পিতাকে বলিলেন আপনি অনুমতি করেন ত আমি এক বার স্থানান্তরে বায়ু সেবনার্থে গমন করি। শশাঙ্ক পিতাকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু জগদীশ বুদ্ধিমান লোক তিনি শশাঙ্কের মনের ভাব বুঝিয়া যাইতে অনুমতি করিলেন এবং হরিদাসকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। শশাঙ্ক হরিদাসকে সঙ্গে লইলেন না, একাকী গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

প্রভাবতী এখন ভালরূপ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন। যখন শশাঙ্কশেখরকে মনে পড়িত তখনই প্রভাবতী নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতেন, এবং মনের ভাব লিখিতে বসিতেন। প্রভাবতী বাঙ্গালা ভাষা ভাল জানিতেন না কিন্তু তথাপি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বড় আদর ছিল; মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় পদ্য রচনা করিয়া আপনি পড়িতেন

এবং পাঠান্তে তাহা ছিড়িয়া ফেলিতেন। একদা রজনী যোগে প্রভাবতী শশাঙ্কশেখরকে স্বপ্ন যোগে অবলোকন করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন, রজনী রহিয়াছে; পুনঃরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। অনেক চেষ্টা করিলেন কিছুতেই আর নিদ্রা আসিল না; প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে বসিলেন; অনন্ত চিন্তালহরী মনকে নানা ভাবে নাচাইতে লাগিল। পুস্তক বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিলেন, তাহাতেও মন প্রবেশ করেনা দেখিয়া পুনরায় বাহিরে গেলেন আবার ফিরিয়া গৃহে আসিলেন।

ঘুমাইতে চেষ্টা করিলেন; অনেক চেষ্টার পর ঘুম আসিল। আবার প্রভাবতী স্বপ্ন যোগে দেখেন শশাঙ্ক-শেখর তাহার অন্বেষণে সন্ন্যাসী বেশে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন। প্রভাবতীর বক্ষস্থল ধড় ফড় করিয়া উঠিল। প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহের চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্ত কোথাও তাহার সেই মনমোহনকে দেখিতে পাইলেন না। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা বলিয়া মনের স্থৈর্য্যতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হইল না। থাকিয়া থাকিয়া মনের ভিতর নানা কুতর্ক উঠিতে লাগিল, সে তর্কের মীমংসা নাই। সেই অবস্থাপন্ন লোক ভিন্ন সে "গোল" যে সহজে বুঝেন এমন লোক জগতে অতি বিরল। প্রভাবতী পুনরায় লিখিতে বসিলেন।

হায় ! আমি কি দেখিনু নিশি অবসানে
আজি, বহুকাল পরে, সেই মুখ খানি
হাসি মাখা, ভুবন মোহন। নেহারিয়ে
যায় এ পরাণ—যাহা সঁপেছিনু তারে।

অয়ি স্বপ্ন দেবি ! তারে দেখা'য়ে আমায়
কেন পুন নাহি দিলি, দেখিতে তাহার
সেই মুখ খানি নয়ন ভরিয়া ?
বল কোন দোষে দোষী তাহার চরণে ?

বুঝেছি বুঝেছি আমি এ ছার সংসারে,
মায়াবিনী আশা ফাঁদি ছলনার ফাঁদ,
ফেলিতেছ তাহে সদা মূঢ়মতিগণে
দেখাইয়া শূন্য মাঝে দিব্য অট্টালিকা।

বৃথা আর কেন মন ভাব তার তরে,—
যে ভাবেনা এ দাসীরে ক্ষণ কাল তরে :
না না, আমি না বুঝিয়া বলিনু অন্যায়
মহাত্মার হেন কর্ম্ম কভু কি সম্ভবে ?

প্রাণ নাথ ! দয়া করি দিলে দরশন
কেন বল, তবে পুন হয়ে নিরদয়
ভাসাইয়া এ দাসীরে শোক সিন্ধুনীরে
চ'লে গেলে নিজ স্থানে একাকী আপনি ?

এ দাসীর মন প্রাণ যৌবন রতন
বহু দিন সমর্পিত তব শ্রীচরণে,

রাখিবে আপন ধর্ম্ম যত দিন থাকে
অনাথিনী প্রভাবতী ধরাতল মাঝে।
হায় শশাঙ্কশেখর———

প্রভাবতী আর লিখিতে পারিলেন না। অতীত বিষয় স্মৃতি পথারূঢ় হইয়া প্রভাবতীর হৃদয় সরোবরে প্রবল বাত্যা বহিল। চিন্তা লহরী শ্রেণী বদ্ধ হইয়া সরোবর ছাঁদিয়া চলিল। প্রভাবতী শয্যার এক পার্শ্বে কাগজ রাখিয়া শয়ন করিলেন এবং অনতি বিলম্বে গাঢ় নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ হইল রাত্রি প্রভাত হইয়াছে কিন্তু তিনি তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই তিনি এখনও নিদ্রিতা। প্রভাবতী অন্যান্য দিবস প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৃহকার্য্য সমাধানন্তর বিদ্যাভূষণের শক্তি পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিতেন কিন্তু আজ সেই সকল কার্য্য কিছুই হয় নাই দেখিয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী প্রভাবতীর শয়ন গৃহের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রভাবতী বলিয়া ডাকিতেই প্রভাবতী চকিত প্রাণে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলেন এবং অনেক বেলা হইয়াছে দেখিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মণী কোন কার্য্যানুরোধে প্রভাবতীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ কাগজ খানি দেখিতে পাইলেন এবং লিখার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধা হইয়া উহা বিদ্যাভূষণের হস্তে দিলেন। তিনি পাঠ করিয়া সকল বিষয় ব্রাহ্মণীকে জানাইলেন। ব্রাহ্মণী কহিলেন প্রভু! যাহাতে শশাঙ্কশেখরের অনুসন্ধান করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন।

বিদ্যাভূষণ বলিলেন ব্রাহ্মণী এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা অনাবশ্যক। আমি যেরূপে পারি শশাঙ্কশেখরের অনুসন্ধান লইতে চেষ্টা করিব। ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। জ্যৈষ্ঠমাস, ভয়ানক গ্রীষ্ম। সূর্য্যদেব পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবগণকে স্বকীয় প্রবল পরাক্রম দেখাইতেছেন। এই দুরন্ত গ্রীষ্মাতিশয়ে স্বেদাক্ত কলেবরে ঐ বটবৃক্ষতলে অধোবদনে বসিয়া কে? ললাট দেশ হইতে স্বেদ বিন্দু সকল অবিরত ধরায় পতিত হইতেছে। আহা! কি গভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি। পরিধান গেরুয়াবসন গলে ও বাহুদ্বয়ে রুদ্রাক্ষমালা। প্রশস্ত ললাটদেশ ভস্ম মণ্ডিত। তৈলাভাবে কেশ গুলি একটু বিভিন্ন প্রকার রং ধরিয়াছে। পটলচেরা নয়ন দুটি নিয়ত জগতের চতুর্দ্দিগে সতর্কভাবে ভ্রমণ করিতেছে। দেহ হইতে তেজোরাশি নিয়ত বিকীর্ণ হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আহা! কি ভুবন মোহন মূর্ত্তি। এ নবীন বয়সে এ কঠিন ধর্ম্মাবলম্বন কেন? একটু মনোযোগ পূর্ব্বক উঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সন্ন্যাসী কোন অভিষ্ট লাভে বঞ্চিত হইয়া সংসারের মায়া চক্রাবর্ত্তনে এ নবীন বেশ ধারণ করিয়াছেন। আশা সর্ব্বদা আশা দিয়া এই নবীন যুবাকে অসীম জগত-প্রান্তরে ঘুরাইতেছে। এ মহাতেজা তাপস কে? পাঠক! আপনাদের পরিচিত শশাঙ্কশেখর প্রভাবতী-বিরহে ভগ্ন হৃদয় হইয়া তাহারই অন্বেষণে সন্ন্যাসী বেশে জগতের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আহা! পবিত্র প্রণয়ের কি মোহিনী শক্তি।

সন্ন্যাসী বসিয়া বসিয়া গাত্রাচ্ছাদনখানি শ্যামল দুর্ব্বা-দলোপরি স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি শয়ন করিলেন। এত পথশ্রান্ত তথাপি নিদ্রা নাই। চক্ষুদ্বয় নিয়ত চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতেছে। ললাটদেশ সততই কুঞ্চিত। সন্ন্যাসী কিছুকাল এভাবে থাকিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। নিকটে সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইয়া তাহাতে অবগাহন করিয়া পুনরায় বৃক্ষতলে আসিয়া ধ্যান মগ্ন হইলেন। কিন্তু তদ-বস্থায় অনেকক্ষণ থাকিলেন না। সত্বর গাত্রোত্থান করি-লেন, বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া আহারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু অকৃত কার্য্য হইয়া বিষণ্ন বদনে পুন-রায় বটবৃক্ষতলে আসিয়া বসিলেন এবং মৃদু মৃদু স্বরে কি বলিয়া আবার উঠিলেন। এবার আর বসিলেন না, কি ভাবিতে ভাবিতে উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রাভঙ্গ।

প্রভাবতীর মা অবন্তীপুর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রভাবতী সহ জয়রামপুরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবার কিছু দিন পরে, প্রভাবতীর ছোট মা অকস্মাৎ উৎকট রোগ-গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রভাবতীর পিতা মাধবচন্দ্র ঘোষ সংসারের দুরবস্থা ও প্রাণাধিকা স্ত্রী উৎকট রোগগ্রস্তা দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। যে সকল উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণ ঘোষ মহাশয়ের পিতার সময়াবধি ঐ সংসারে

কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহারা মাধব ঘোষের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক (কেহ কেহ বা বিনাদোষে কার্য্যচ্যুত হইয়া) স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন সুতরাং এ বিপদে ঘোষ মহাশয়কে সতুপদেশ দেয় এমন লোক কেহ ছিল না। সেই সময়ে যাহারা ছোট গৃহিণীর অনুরোধে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছিল তাহারা অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী। সুতরাং ঘোষ মহাশয় বিষম শঙ্কটে পড়িলেন। আজ অমুক পরগণা বাকি খাজনার জন্য সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল, কাল অমুক কর্ম্মচারি তহবিলের টাকা লইয়া পলাইল, এসকল কুসংবাদ শুনিয়া মাধব ঘোষ, আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাচীন দেওয়ানজী মহাশয়কে আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন; দেওয়ানজী মহাশয় বহুকাল ঐ সংসার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন বলিয়া আসিতে কোন আপত্তি করিলেন না; শীঘ্র আসিয়া ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মাধব প্রাণেশ্বরীর সাংঘাতিক পীড়া ও সংসারের দুরবস্থা জানাইয়া দেওয়ানজিকে পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। দেওয়ানজী প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন কিন্তু মাধব ঘোষের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে বাধ্য হইয়া অবশেষে কার্য্য ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। মাধবচন্দ্র ঘোষ দেওনাজির হস্তে সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া আপনি প্রাণেশ্বরীর সুশ্রুষায় নিযুক্ত থাকিলেন। দেওয়ানজী যে বিষয় পরিদর্শন করেন তাহাতেই ভয়ানক

গোলমাল দেখিতে লাগিলেন। দেওয়ানজী মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ লোক ছিলেন। তিনি গিন্নির অনুরোধে নিযুক্ত কর্ম্মচারিদিগকে বরখাস্ত করিয়া তাহাদের স্থলে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিলেন; এবং আপনি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া অল্পকাল মধ্যেই সংসারের অবস্থা উন্নত করিয়া তুলিলেন। কর্ত্তা যথাসাধ্য গিন্নির চিকিৎসা করাইলেন কিন্তু গৃহিণীর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িল; অল্প দিন পরেই গিন্নি কর্ত্তাকে চিরবিষাদ সাগরে ভাষাইয়া লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণীর শোকে মাধব ঘোষ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এখন আহার নাই নিদ্রা নাই কোন কার্য্য নাই, মনে সুখ নাই অবিরত শোকার্ত্ত। দেওয়ানজী মহাশয় অবকাশ মতে কর্ত্তাকে নানা রূপে বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু সে উপদেশ শুনিয়া কর্ত্তার শোকসাগর দ্বিগুণতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দেওয়ানজী মহাশয়ের উপদেশমতে অন্যান্য গৃহিণীরা প্রাণপণে কর্ত্তার তুষ্টিসাধনে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই সফলা কর্ত্তার মনের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। দেওয়ানজী কর্ত্তাকে বিষয় কার্য্যে লিপ্ত করিয়া খানিক শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন ফল দর্শিল না। সময়ের ন্যায় মানবীয় মন পরিবর্ত্তন শীল সুতরাং যতই দিন যাইতে লাগিল কর্ত্তার দুঃখও ক্রমে তৎসঙ্গে একটু একটু করিয়া হ্রাস হইতে লাগিল। মাধবচন্দ্র ঘোষ এতদিন স্ত্রৈন রোগে বিশেষ

আক্রান্ত হইয়া সংসারের এক বই সকল ভুলিয়া গিয়াছিলেন এখন সে রোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া কৃতকার্য্যসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অনুতাপাগ্নিতে বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। এতদিনে কর্ত্তার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কর্ত্তা প্রভাবতীর মা ও প্রভাবতীকে না দেখিয়া দেওয়ানজীর নিকট তাহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেওয়ানজী কর্ত্তাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় জানাইলেন। কর্ত্তা প্রভাবতীকে প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন এখন সেই ভালবাসা তাঁহার হৃদয় পুনরধিকার করিল। তিনি প্রভাবতীর অনুসন্ধানার্থে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। রামদাস মিশ্রী নামক জনৈক বিশ্বস্ত প্রাচীন ভদ্র লোক প্রভাবতীর অনুসন্ধান করিতে করিতে বল্লভপুর নিবাসী জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ী উপস্থিত হইলেন। পাঠক! এ জগদীশ বসুকে চিনিলেন কি? ইনি শশাঙ্কশেখরের পিতা। রামদাস মিশ্রী জগদীশ বসুর নিকট প্রভাবতী সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিবামাত্র জগদীশ বসু হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন এবং রামদাস মিশ্রীর নিকট প্রভাবতীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। জগদীশ প্রতিবেশি ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিয়া প্রভাবতীর পরিচয় শুনাইলেন। একে জগদীশ বসু অনেক দিবস পর্য্যন্ত শশাঙ্কের সম্বাদ না পাইয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন তাহাতে প্রভাবতী উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তাহার বাড়ীতে সামান্য দাসী ভাবে থাকিতে আশ্রয় পাইলেন না, ইহা মনে করিয়া অত্যন্ত

মর্ম্মাহত হইলেন। রামদাস মিশ্রী প্রভাবতী সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন ; প্রভাবতী যখন একাকিনী এবাড়ী হইতে বহির্গতা হইয়াছেন তখন অনেক দূর যাইতে পারেন নাই হয়তঃ নিকটে কোন ভাল লোকের আশ্রয়ে অজ্ঞাত ভাবে বাস করিতেছেন। ইহা স্থির করিয়া রামদাস মিশ্রী ক্রমাগত ভদ্র পল্লির মধ্য দিয়া চলিয়া প্রভাবতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অশিক্ষিত ও অদূরদর্শি সমাজ পতির পরিণাম।

কমলাকান্ত, শম্ভূনাথ ও বিপ্রদাস জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি হইতে স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, নূতন এক বিপদ উপস্থিত। সমাজস্থ অন্যান্য লোকেরা তাহাদের রহস্য জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং নানা রূপ ভয় দেখাইতেছেন। কমলা কান্ত দেখিলেন বড় বিপদ। এখন কি উপায় অবলম্বন করিয়া এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন এ সময়ে কাহাকে কিছু বলিলে কোন ফল হইবেনা বরং তাহাতে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা, সুতরাং এ সময়ে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সকল সহ্য করিয়া থাকাই কর্ত্তব্য।

ইহা ভাবিয়া কমলাকান্ত শম্ভুনাথ ও বিপ্রদাস কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরিশেষে যখন দেখিলেন অনেকেরই মনেরগতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তখন কমলাকান্ত রামরতন ঘোষের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সমস্ত বিষয় বলিলেন এবং জগদীশ বসু যে তাহার দলস্থ দুঃখীদিগকে অর্থ দ্বারা বিশেষ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এ কথাটা তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। রামরতন ঘোষ অতি দুরবস্থাপন্ন লোক। তিনি কমলাকান্তের নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া মনে মনে আপনাকে বিশেষ তিরস্কার করিয়া কমলাকান্তকে বলিলেন—কমলাকান্ত! তুমি যেরূপ বুদ্ধিমান লোক তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছ। আমি পূর্ব্বে না বুঝিয়া বিশ্বাম্ভর ও সদানন্দের কুপরামর্শে এরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া নিজে ঠকিয়াছি। আমরা গরিব লোক আমাদের এত অভিমান কিসম্ভবে? সংসারে ধনবান দীনের বাপ মা সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে দরিদ্রের কোন কার্য্য করা কেবল তাহাদের ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র। আমি এখন বুঝিলাম সুতরাং আর বিশ্বাম্ভরের কুমন্ত্রণা শুনিব না। আমি আজ থেকে তোমার পথের পথিক হইলাম।

এ সময়ে জগদীশ বসু বল্লভদি গ্রামস্থ দরিদ্র লোক দিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন সুতরাং বলা বাহুল্য যে বল্লভ পুরস্থ দুঃখী লোকেরা জগদীশ বসুর পক্ষ সমর্থন করিতে বিশেষ যত্নবান হইল। জগতে অর্থাকর্ষণ শক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ন্যায় কার্য্য করিতেছে

সুতরাং কি ধনি কি দরিদ্র সকলকেই অর্থের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে হইয়াছে।

বল্লভদি গ্রামস্থ দরিদ্র শ্রেণীর লোক সকলেই জগদীশ বসুর সঙ্গে মিলিয়া গেল। যাঁহারা একটু ভাল অবস্থায় ছিলেন তাঁহারা ভাবিলেন জগতে সমশ্রেণীর লোকের সঙ্গে প্রণয় রাখা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। অসমানে বন্ধুতা স্থাপন বিষাদের কারণ, কেন না যে বন্ধুতায় সুখ নাই, উভয়ের সমভাব নাই, আশা নাই, বিশ্বাস নাই, সমপ্রেম নাই, সহানুভূতি নাই, বিষাদ ও অমঙ্গল তাহার নিশ্চয় ফল। মুহূর্ত্ত তাহার দীর্ঘতা। সুতরাং তাঁহারা সকলেই জগদীশ বসুর সঙ্গে মিশিয়া এক ভিন্ন দল বা সমাজ করিলেন। এই সমাজের নাম নব্য সমাজ হইল। বিশ্বাম্ভর এত দিন প্রধান সমাজ পতির পদে থাকিয়া যাহা ইচ্ছা হইত প্রায় তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন কিন্তু আজ তাহার ঘোর বিপদ! সদানন্দ ব্যতীত বল্লভদি গ্রামস্থ সকলেই আজ তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ।

নব্য সমাজস্থ সকলের পরামর্শ মতে জগদীশ বসু সদানন্দকে নব্যদলে মিলিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু সদানন্দ প্রথমতঃ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না দেখিয়া তাহার উপর মাঝারি রকমের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল। ঐ দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য বিশ্বাম্ভর অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলিল না দেখিয়া সদানন্দ বিশ্বাম্ভরকে একাকী রাখিয়া নব্য সমাজে সরিয়া পড়িলেন। বিশ্বাম্ভর এখন একাকী সুতরাং বিষম বিপদ গ্রস্ত। কেহই বিশ্বাম্ভরকে সাধ্যমত

অপমান করিতে ক্রুটি করছেন না। বিশ্বাম্ভর স্বভাবতঃ অত্যন্ত আত্মম্ভরি লোক ছিলেন। সুতরাং এরূপ লাঞ্ছনা তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। এ সময়ে বিশ্বাম্ভরের দুঃখে সহানুভুতি করে এমন কেহ বল্লভদি গ্রামে রহিল না। বিশ্বাম্ভর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলে নানা রূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া বিষণ্ন বদনে গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। ক্রমে বিশ্বাম্ভর এমন দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িলেন যে আর কোন ক্রমেই গৌরব ও আত্মাভিমান রক্ষা করিতে পারিলেন না। নব্য সমাজের মধ্যে যে সকল দুষ্ট লোক ছিল তাহাদের পরামর্শে দোকানী বিশ্বাম্ভরকে তেল নুন দেওয়া বন্ধ করিল। রজক তাহার কার্য্য পরিত্যাগ করিল। পাঠক! পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন বিশ্বাম্ভর অত্যন্ত আত্মম্ভরি লোক ছিলেন। তিনি অভিমান ও দাম্ভিকতা আপনার জীবনাপেক্ষা অধিক মুল্যবান মনে করিতেন সুতরাং এরূপ ঘৃণিত ও শোচনীয় অবস্থায় জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শত সহস্র গুণে শ্রেয় মনে করিয়া, রজনী যোগে বিষ পান করতঃ সকল দুঃখ ও কষ্টের অবসান করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য মিলন।

প্রভাবতীর সহিত শশাঙ্কের যে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। এ কথা বোধ হয় কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই

কিন্তু সংসার চক্র এমনি কৌশল পূর্ণ যে চক্রের আবর্ত্তনে কোথায় কি হইতেছে কেহ বলিতে পারে না। পাঠক! যে দিবস আপনারা শশাঙ্কশেখরকে বট বৃক্ষ ছায়া তলে দেখিয়াছিলেন তাহার তিন দিবস পরে শশাঙ্কশেখর সংসার চক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভাবতীর বর্ত্তমান পালনকর্ত্তা রামগতি বিদ্যাভূষণের বাড়ীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতটে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া শারীরিক শ্রান্তি দূর করতঃ পুষ্করিণীর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। পুষ্করিণীটী অতি প্রাচীন সময়ের খাত কিন্তু স্থানীয় লোকের বিশেষ যত্ন থাকা বশতঃ অতি পরিষ্কার অবস্থায় রহিয়াছে। পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে সুপারি ও নারিকেল বৃক্ষ শ্রেণী দণ্ডায়মান থাকিয়া পুষ্করিণীর অত্যাশ্চর্য্য শোভা সম্পাদন করিয়াছে। বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে যুঁই, মালতী, গন্ধরাজ গান্ধা ও স্থল পদ্মের গাছ গুলি রীতিমত রোপিত হইয়া পুষ্করিণীটিকে আরো সুশোভিত করিয়াছে। শ্যামল দুর্ব্বাদল পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত হইয়া পুষ্করিণীর অত্যাশ্চর্য্য শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছে। পুষ্করিণী মধ্যে স্থানে স্থানে শতদল পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। পুষ্করিণী মধ্যে চক্রবাক চক্রবাকী সারস সারসী রাজহংস এবং মরাল প্রভৃতি পক্ষি সকল কেহ খাদ্য আহরণ করিতেছে কেহ পদ্মের মৃণাল গুলি এদিক ওদিক করিতেছে কেহ কেহ থাকিয়া থাকিয়া ডুব পাড়িতেছে কেহবা উচ্চৈস্বরে স্বজাতী বিহগ গণকে আহ্বান করিতেছে কোনটি বা অধিক্ষণ জলে

রহিয়াছে বলিয়া ঠাস ঠাস শব্দে ডানা নাড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে। তীরে বলাকায় সকল চুপে চুপে পদক্ষেপ করিয়া আহার অন্বেষণ করিতেছে। পুষ্করিণীর জল অতি স্বচ্ছ। নিচে বালি রাশী আছে বলিয়া পুষ্করিণীর জল অতি পরিষ্কার এবং পান যোগ্য। গ্রামস্থ অধিকাংশ লোক এই পুষ্করিণীর জল পানীয় রূপে ব্যবহার করেন। প্রাচীন ও নবীনা স্ত্রী সকল কলসী কক্ষে করিয়া পুষ্করিণীতে যাতায়াত করিতেছেন। পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে রামগতি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ী। তিনি আপন ব্যয়ে পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে একটী ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঘাটের এক পার্শ্বে একটী বকুল এবং অপর পার্শে একটী তুলসি বৃক্ষ রোপন করিয়া তুলসি বৃক্ষোপরি একটি ছোট রকমের মন্দির প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। দিবা অবসান প্রায় সূর্য্যদেব ক্রমশঃ স্বকীয় জ্যোতির তীব্রতা কমাইয়া অস্তাচলে যাইতেছেন। নবীন সন্ন্যাসী গাঢ় চিন্তাভিভূত হইয়া বসিয়া আছেন। গ্রামস্থ যুবতীগণ কক্ষে কলসি বহন করিয়া পুষ্করিণীর দিকে আসিতেছেন এবং কেহ বা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। একদল যুবতী বিদ্যাভূষণের ঘাটে উপস্থিত হইয়া কলসি সম্মুখে রাখিয়া পরস্পরে আপনাদের ভাগ্যের তারতম্য করিতে লাগিলেন এবং কেহ বা গুরুজনের ভয়ে ঘুমটা টানিয়া দিয়া, তাহার মধ্য হইতে নানা রকমের রসিকতার ছড়া ছড়াইয়া অন্যের মনে হাসির বাজার বসাইয়া দিতেছেন। কোন কোন স্ত্রী অপরকে

দৈনিক কাজের হিসাব দেখাইয়া আপনার গৌরব ও যশের দাবি করিতেছেন। কেহ কেহ শাশুড়ী ও ননদিনীর ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এইরূপে প্রথম একদল যুবতী জল কলসী কক্ষে করিয়া স্বস্ব গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। কোন কোন যুবতী ঘাটে কলসি ভাঙ্গিয়া শাশুড়ী ও ননদিনীর ভয়ে বিষণ্ণ বদন হইয়া ও কম্পিত হৃদয়ে আদ্রবয়ে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এরূপে একদলের পর অন্যদল পুষ্করিণীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে বিদ্যাভূষণের পাড়ার একদল স্ত্রী আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল। তাঁহারা কেহ কেহ আপনাদের গৃহকার্য্যসম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, কেহ স্বীয় স্বামীর দোষ গুণ সমবয়স্কার নিকট বলিয়া মনের গ্লানি ঘুচাইতে লাগিলেন। এই দলস্থ কোন এক যুবতীর সহিত অন্য কোন যুবতী কথাপ্রসঙ্গে প্রভাবতীর কথা তুলিয়া বলিলেন হ্যালা মেজো দিদি প্রভাবতীর গুণের কথা শুনেছিস্! ছুঁড়ি নাকি এখন লেখা পড়ায় পুরুষকে জিনিয়াছে। আহা! উহার কি বিশুদ্ধ চরিত্র। রূপে জগত মোহিত করে। চেহারা দেখিলে বোধ হয় প্রভাবতী স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা। কিন্তু ভাই ছুঁড়ির অদৃষ্টটা কি মন্দ। উহার কথা মনে করিলে আমাতে আমি থাকি না। বিধাতার কি বিচার!

পুষ্করিণীর অপর পারে তিন চারিটী যুবতী বসিয়া নানা কথা কহিতেছিল তন্মধ্যে শারদা কহিল হ্যালা সুন্দর বউ" তুই কার কথা কয়ে দুঃখ কচ্ছিস্? প্রভাবতীর কথা কচ্ছিস্

কি? শারদা অপর ঘাটে ছিল সুতরাং তাহার কথা বউদের কথা চেয়ে একটু উচ্চস্বরে হইয়াছিল। সন্ন্যাসী প্রভাবতী নাম শুনিবামাত্র চকিত হইয়া উঠিলেন এবং ঘাটস্থ যুবতীদিগের কথায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহাদের দিকে বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত ক্ষণে ক্ষণে তাকাইতে লাগিলেন। এমন সময় প্রভাবতী একটী কলসী হাতে করিয়া বিদ্যাভুষণের ঘাটে উপস্থিত হইল। যে সকল যুবতী ঘাটে বসিয়া প্রভাবতীর কথা বলাবলি করিতে-ছিল তাহারা প্রভাবতীকে দেখিয়া কহিল এই যে প্রভা-বতী আসিয়াছে—এস বোন আমরা এতক্ষণ তোমারই অদৃষ্টের কথা বলিতেছিলাম। প্রভাবতীকে দেখিবামাত্র সন্ন্যাসী সমাজের কু-শাসন পিতার নিষ্ঠুর আজ্ঞা এবং মাতার পৈশাচিক কার্য্য মনে করিয়া দর দর ধারায় অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী এতক্ষণ ঘাটস্থ যুবতীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল হঠাৎ সন্ন্যা-সীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রভা-বতীর চক্ষু আর নড়িল না, প্রভাবতী অপলক নেত্রে সন্ন্যা-সীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। উভয়ই ভাবনায় শীর্ণ কলেবর; শোকে শোকার্ত্ত। উভয়ই উভয়কে মনের দুঃখ জানাইবার জন্য মনে মনে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত কিন্তু লোক লাজ ভয়ে কেহই মুখ ফুটাইতে পারিতেছেন না। ঘাটের সকল লোক চলিয়া গেল কিন্তু প্রভাবতী নড়িল না। প্রভাবতী একবার কলসী জলপুর্ণ করিয়া পুনরায় সেই জল পুকুরের জলে মিশাইতে লাগিলেন, কখনও বা কলসীর গায়ে মৃত্তিকা

এপন করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ ধৌত করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিনমনি অস্তাচলে গমন করিলেন। রজনী আপনার সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া সহচরী তামসীকে জগতে প্রেরণ করিলেন। প্রভাবতীর অনেক বিলম্ব হইতেছিল বলিয়া বিদ্যাভুষণের স্ত্রী প্রভাবতীকে সত্বর বাড়ী যাইতে ডাকিতে লাগিলেন প্রভাবতী এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়াছিলেন, গৃহিণীর ডাকে হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিলেন এবং গৃহিণীর অনুরোধে গৃহাভিমুখে চলিয়াগেলেন। ক্রমে অন্ধকার দূর করিয়া নিশানাথ গগনে দেখা দিলেন। প্রভাবতী বাড়ীর ভিতরে যাইয়া জল কলসি গৃহ মধ্যে রাখিয়া পুনরায় ঘাটের দিগে তাকাইয়া রহিলেন। রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাটীর দিকে চলিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সন্ন্যাসী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং বাড়িখানি ভদ্রলোকের মনে করিয়া তথায় আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। বিদ্যাভূষণ অতি শিষ্টাচারী ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যোগী সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল সুতরাং তিনি সানন্দান্তকরণে সন্ন্যাসীকে বহির্ব্বাটিতে আসন প্রদান করিয়া প্রভাবতীর নিকট আসিয়া তাহাকে সন্ন্যাসীর আগমন বার্ত্তা জানাইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা রূপ শান্তিজল প্রভাবতীর বিদগ্ধ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভাবতীকে অপরিসীম আহ্লাদিত করিল, কিন্তু বিদ্যাভুষন তাহা জানিতে পারিল না। বিদ্যাভুষণ প্রভাবতীকে

সন্ন্যাসীর জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিয়া অনতিবিলম্বে সন্ন্যাসীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী একটু সুস্থ হইলে বিদ্যাভূষণ তাঁহাকে কহিলেন, তাপস্! আমার বোধ হইতেছে আপনি অল্প দিবস যাবৎ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। আপনার যেরূপ অল্প বয়স তাহাতে আপনাকে কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী দেখিয়া আপনার পূর্ব্ব পরিচয় জানিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছি। সন্ন্যাসী প্রভাবতীকে বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন প্রভাবতী ইহাঁরই আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছে সুতরাং বিদ্যাভূষণের নিকট প্রকৃত বিষয় গোপন করিলে পাছে এত পরিশ্রম ও কষ্ট বৃথা হইয়া যায়, এই আশঙ্কা করিয়া বিদ্যাভূষণের নিকট আত্মপরিচয় ও সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বনের প্রকৃত কারণ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে যথাক্রমে আপনার পরিচয় ও সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বনের কারণ জানাইলেন। বিদ্যাভূষণ তাপসের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং কহিলেন শশাঙ্ক শেখর! তুমি যাহার জন্য এতকাল সুখ সাচ্ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে ও অনশনে থাকিয়া পদব্রজে কণ্টকাকীর্ণ পথ সকল ভ্রমণ করিয়াছ—যাহার ভাবনা ভাবিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছ, যাহাকে পাইবার আশায় পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত গহন কাননে, কণ্টকাবৃত অরণ্যে, নিদাঘের প্রচণ্ড তপনতাপে কখনও বা জলাশয় বিহীন অসীম প্রান্তরে সন্ন্যাসীবেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া

হইতেছ, তোমার সেই প্রিয়তমা প্রভাবতী শুচি ও সাধ্বীভাবে আমার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। আমার সন্তান নাই সুতরাং আমি ও আমার স্ত্রী উভয়েই প্রভাবতীকে আপন সন্তান জ্ঞানে প্রতিপালন করিতেছি এবং যথোচিত শিক্ষা দিয়াছি। আমিও এতদিন তোমার অনুসন্ধান করিতেছিলাম কিন্তু কোন ক্রমেই তোমার সন্ধান করিতে পারি নাই। আমার স্ত্রী সর্ব্বদা গৃহে বসিয়া তোমার ভাবনা ভাবিতেছেন সুতরাং একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। শশাঙ্ক কহিলেন তবে তাঁহার নিকট চলুন, বিদ্যাভুষণ শশাঙ্ক শেখরকে সঙ্গে করিয়া গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলেন ও গৃহিণীকে শশাঙ্ক সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত করাইলেন। বিদ্যাভুষণের নিকট শশাঙ্ক সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া গৃহিণীর মনে আর আহ্লাদ ধরে না; গৃহিণী পুনঃ পুনঃ শশাঙ্কশেখরের মুখ চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বাড়ী শুদ্ধ সকলেই আজ আনন্দ সাগরে ভাসমান। গৃহিণী নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশিদিগকে শশাঙ্কশেখরের আগমন বার্ত্তা অবগত করাইলেন। সুখের নিশি দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইল। প্রভাত হইবামাত্র শশাঙ্কশেখর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতঃ বিদ্যাভুষণের টোল গৃহে যাইয়া উপবেশন করিলেন রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র প্রতিবেশিনীরা দলে দলে বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া শশাঙ্কশেখরকে দেখিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া গৃহ কার্য্য সমাধা করিতে

লাগিলেন। আজ বিদ্যাভূষণের ...
পড়িয়াছে। শশাঙ্কশেখর প্রাতঃকৃত্য সমাপন ...
বাটীতে যাইবার কিছুকাল পরে একটী অপরিচিত প্রাচীন ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম জন্য বসিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শশাঙ্কশেখর তাঁহাকে উপযুক্তরূপে সম্ভাষণ করিয়া নিকটে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পথিক শশাঙ্কশেখরের ভদ্রতা দেখিয়া মনে মনে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং শশাঙ্কশেখরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শশাঙ্কশেখর যথাক্রমে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া পথিকের পরিচয় ও তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিক কহিল, মহাশয়! আমার নাম রামদাস মিশ্রী নিবাস অবন্তীপুর। আমি অবন্তীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ম্মচারি। জমিদার মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতীর অনুসন্ধানার্থে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছি কিন্তু কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া এখানে আসিয়াছি। মহাশয় প্রভাবতী সম্বন্ধে কোন সংবাদ বলিতে পারেন কি? পথিকের কথা আরম্ভ হইতেই বিদ্যাভূষণ মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পথিকের কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং পথিককে কহিলেন মহাশয়! আপনি প্রভাবতীকে দেখিলে চিনিতে পারিবেন কি না? পথিক কহিলেন প্রভাবতী যখন ৭ বৎসর বয়স্কা তখন তাহাকে দেখিয়াছি সুতরাং প্রভাবতীকে দেখিলে অবশ্যই চিনিব। পথিকের কথা শ্রবণ করিয়া

বিদ্যাভূষণ আহ্লাদে গদ গদ চিত্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রভাবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভাবতীকে কহিলেন প্রভাবতি! তোমার দেশ হইতে একটি প্রাচীন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। প্রভাবতী দেশের নাম শুনিয়া সিহ-রিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন আমার আবার দেশ কোথায় যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেখান হইতে পিতা তাড়াই-য়াছেন সুতরাং সে স্থানে আমার কোন অধিকার নাই পরে যেখানে আসিয়া মায়ের সঙ্গে বাস করিতেছিলাম সেখান হইতে ঈশ্বর তাড়াইয়াছেন, সুতরাং সেখানেও আমার কোন অধিকার নাই; পরে শশাঙ্কশেখরের দেশে আসিলাম সেখান হইতেও তাড়িত হইয়াছি; অতএব আমার আবার দেশ কোথায়? তবে লোকে সাধারণতঃ জন্মস্থানকে দেশ বলিয়া থাকে তবে কি পিতা আমাকে এতকাল পরে মনে করিয়াছেন? প্রভাবতী স্বদেশীকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে জানাইলেন। বিদ্যাভূষণ রামদাস মিস্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া প্রভাবতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মনুষ্য চক্ষুর এমনি এক চমৎকার শক্তি আছে যে একবার কোন জিনিষ দেখিলে কখনই তাহা ভুলে না, বহুকাল পরে দেখিলেও পুনরায় সে দ্রব্য অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে। রামদাস মিস্ত্রী প্রভাবতীকে শৈশবাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। প্রভা-বতী এখন যুবতী সুতরাং তাহার আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু তথাপি রামদাসের চক্ষু প্রভা-বতীকে অনায়াসে চিনিয়া লইল। প্রভাবতীও রামদাসকে

দেখিয়াছিলেন কিন্তু সে দর্শনে :
ছিল বলিয়া প্রভাবতী রামদাসকে চিনিতে
পারিলেন না ; কিন্তু রামদাসের পরিচয় পাইয়া প্রভাবতী তাহাকে চিনিলেন এবং রামদাস দাদা বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

স্ত্রী-ধর্ম্মানুসারে প্রভাবতী প্রথমে বাড়ীর সকলের পরে প্রতিবেশিনীগণের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামদাস আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রভাবতীকে জানাইলেন। প্রভাবতী শুনিয়া আহ্লাদ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন কিন্তু এসময় মা বেঁচে নাই বলিয়া বড় আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় অনেক বেলা হইয়াছে দেখিয়া প্রভাবতী রামদাস দাদাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন। রামদাস ও শশাঙ্কশেখর স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলেন। বিদ্যাভূষণের স্ত্রী সহস্তে তাহাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহা! সন্তান বিহীনা ব্রাহ্মণীর মনে আজ আহ্লাদ ধরিতেছে না। তিনি শশাঙ্কশেখরকে জামাতা পাইয়া সংসারের সকল দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্তান জনিত দুঃখও ভুলিয়া গিয়াছেন। আজ ব্রাহ্মণীর মনে বিশ্বাস তিনি সন্তানের মা। আহারান্তে শশাঙ্কশেখর, বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বুদ্ধিমান ও বিবেচক জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত বিষয়ে কর্ত্তব্যাবধারণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। বিদ্যাভূষণ, শশাঙ্কশেখর ও রামদাসের মনের

,রয়া কহিলেন—শশাঙ্ক! আমি ও আমার ৩াকে আপন সন্তান জ্ঞানে পালন করিতেছি। ব্রাহ্মণী আমার অপেক্ষা প্রভাবতীকে অনেক অধিক স্নেহ করেন। আমার নিজের সন্তান নাই কিন্তু প্রভাবতীকে পাইয়া আমরা সে কথা ভুলিয়াগিয়াছি। আমাদের উভয়েরই মনে মনে এই এক বাসনা আছে যে আমার বাড়ীতে প্রভাবতীকে তোমার হস্তে অর্পিত হইতে দেখিয়া নয়ন ও জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করি। শশাঙ্ক বলিলেন আপনি যাহা অভিলাষ করিয়াছেন তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে; কিন্তু—বিদ্যাভূষণ বলিলেন কিন্তু বলিলে কেন?—মনে কোন কথা থাকিলে আমাকে বলিতে লজ্জা কি? শশাঙ্ক কহিলেন আমি অনেক দিবস যাবৎ বাড়ী হইতে আসিয়াছি। বাড়ী সমেত সকলেই আমার জন্য বিশেষ ভাবিত আছেন সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার প্রথম কর্ত্তব্য। বিদ্যাভূষণ শশাঙ্কশেখরকে সত্বর বাড়ী যাইতে অনুমতি করিয়া রামদাস মিশ্রীর সঙ্গে প্রভাবতীর পিতার নিকট যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে বিদ্যাভূষণ ও রামদাস, মাধব ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী পঁহুছিয়া ঘোষ মহাশয়কে প্রভাবতীরসম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। মাধব ঘোষ বিদ্যাভূষণের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে কান্দিয়া ফেলিলেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়! আপনার নিকট আমার এক নিবেদন আছে।

মাধব ঘোষ। কি অনুমতি?

বিদ্যাভূষণ। মহাশয় আমার সংসারে স্ত্রী ভিন্ন কেহ নাই। সন্তান হইল না বলিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, ইতি মধ্যে ঈশ্বর আমাকে প্রভাবতী রত্ন প্রদান করিয়া গৃহী করিয়া রাখিয়াছেন। প্রভাবতী আমার অত্যন্ত স্নেহের ধন। প্রভাবতীকে অনেক যত্নে শিক্ষা দান করিয়াছি। বিধাতার নির্ব্বন্ধ মতে প্রভাবতীর উপযুক্ত এক বর পাইয়াছি। বিদ্যাভূষণ যথাক্রমে শশাঙ্কশেখরের পরিচয় দিলেন। এখন আমার বড় ইচ্ছা প্রভাবতীর বিবাহ কার্য্য আমার বাড়ীতে সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণী ও আমি তাহা চক্ষে দেখিয়া আমাদের মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া ঘোষ মহাশয় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। সত্বর দেওয়ানজী মহাশয়কে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের কথিত সমস্ত বিষয় জানাইলেন এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ী যাইয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। ঘোষ মহাশয়, বিদ্যাভূষণকে সঙ্গে করিয়া জগদীশ বসুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শশাঙ্কের সহিত প্রভাবতীর বিবাহ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিলেন। জগদীশ বসু আহ্লাদের সহিত ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন। ১৭ই ফাল্গুন সোমবার বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। আহারান্তে বিদ্যাভূষণ মাধব ঘোষ মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া নিজ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিবাহের ধুম পড়িয়া গেল। প্রভাবতীর বিবাহের কথা শুনিয়া প্রতিবাসী স্ত্রী পুরুষ সকলেই অত্যন্ত

...ধব ঘোষের দেওয়ান অতিশয়
...ছিলেন। তিনি বিবাহোপযোগী
...ন করিয়া ভৃত্যগণকে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত
...আপনি সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত থাকি-
...ন। প্রভাবতীর বিবাহে দেওয়ানজী মহাশয়ের আহ্লা-
দের সীমা রহিল না। বি...াভূষণ মহাশয়ের বাড়ী আজ
বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ...দ্বারে নহবত্ত বাদ্যকরেরা
প্রাণপণে নহবত্ত বাজাইতেছে কোন স্থানে শানাই
বাদকেরা শানাইতে "আর ঘরে রইতে দিল না কালা-
চাঁদ" বলিয়া গান ধরিয়াছে ঢুলিগণ সানাইর পিছনে
পিছনে কাওয়ালীর বোল বাজাইয়া আপনাদের মনের
সুখ মিটাইতেছে। গানের পদাবলীর মধুরতা কোন
কোন বধূর কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে পাগল
করিয়া তুলিয়াছে। বধূগণ এক এক বার স্বীয় স্বীয় কার্য্য
পরিত্যাগ পূর্ব্বক চুপ করিয়া আসিয়া শানাইতে মন
দিতেছে। কোন কোন স্থানে দীন দরিদ্রগণ পাত পাড়িয়া
অন্নের জন্য অনুনয় বিনয় করিতেছে। কর্ম্মচারিগণ কেহ
বা অবকাশ নাই বলিয়া তাহাদের কথায় কর্ণপাত
করিতেছে না কেহ বা কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও
কটিতটে গাত্রমার্জ্জনি বান্ধিয়া আপনাকে বিশেষ ব্যতি
ব্যস্ত দেখাইতেছেন। কোথাও বা খাওয়ার ধুম পড়িয়া
গিয়াছে। অন্দর মহলে কুটুম্বিনীগণের কোলাহলের
বিশেষ আড়ম্বর। কোন কুটুম্বিনীর মেয়ের পাতে ছোট
মাছ খানা পড়িয়াছে বলিয়া তিনি পরিবেশকের উপর

ধুম ধাম করিতেছেন। কোন কুটুম্বিনী রাত্রির দধি মঙ্গলে চিড়া দধি ... হইয়াছিল বলিয়া ছেলের ক্ষুদ্র রকমের ... উঠিয়াছে, ছেলের মা বিদ্যাভূষণের স্ত্রীকে শাসাইতেছেন যেন তাহারই অপরাধ। কোথাও দোক্তা দোক্তা করিয়া ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া গিন্নি যাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহরেরও অধিক হইয়াছে দেখিয়া বিদ্যাভূষণ রাম দাস মিশ্রীকে জগদীশ বসুর বাড়ী পাঠাইলেন শিবিকা বাহক মোসালধারীগণ রামদাস মিশ্রীর পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। বাদ্যকরগণ প্রাণপণে বাদ্য করিতে করিতে তাহাদের পিছনে পিছনে চলিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ যাত্রা।

যে দিবস মাধব চন্দ্র ঘোষ ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিবাহের দিন স্থির করিয়া জগদীশ বসুর বাটী পরিত্যাগ করিয়া আইসেন সেই দিবস হইতে জগদীশ বসুর বাড়ীতেও বিবাহের মহা ধুম পড়িয়া গেল। গ্রামস্থ ভদ্র লোক সকল সর্ব্বদাই জগদীশ বসুর বাড়ী আসিয়া কেহ বা খরচ পত্রের বন্দোবস্ত করিতে জগদীশ বসুকে কেহ বা ছেন, অন্য বিষয়ের পাঁচ রকম পরামর্শ দিতেছেন ব্রাহ্মণগণ যাহাতে ফলাহারের বন্দোবস্ত টা ভাল হয় তারি জন্য

র্ব করিতে লাগিলেন। কমলা-
ম্ভুনাথ গুহ আজ মহা ব্যতিব্যস্ত।
.খ বসুর মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।
।কান্ত মিত্রকে বলিলেন, মিত্রজা মহাশয়
.র দিন উপস্থিত, রযাত্র কে কে যাইবেন
.ন্দোবস্তটা করি া ভাল হয় না ? কমলাকান্ত
।ন কে কে আবার কেমন কথা বলিলেন। শশাঙ্ক-
.খরের বিবাহ—যিনি যাইতে ইচ্ছা করিবেন তিনিই
যাইবেন; তার আবার বাছাবাছি কি ? কমলাকান্তের
কথায় জগদীশ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। দেখিতে
দেখিতে সন্ধ্যা হইল। বাড়ীর নিকটেই বাদ্যের মহা ধুম
শুনিয়া সকলেই বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া রাস্তার দিকে
অগ্রসর হইলেন। জগদীশ বসু বাড়ীর ভিতর যাইয়া
শশাঙ্কশেখরকে প্রস্তুত হইবার জন্য গৃহিণীকে আদেশ
করিলেন। গৃহিণীর আজ কি সুখের দিন! সন্তানের মা
ভিন্ন সে সুখে আর কাহারো অধিকার নাই। গ্রন্থকর্ত্তার
লেখনী সে সুখের পরিমাণ করিতে হার মানিল। বাদ্য-
করেরা চলনের তাল বাজাইতে বাজাইতে জগদীশ বসুর
বহির্বাটিতে উপস্থিত হইয়া প্রাণ পণে আপনাদের গৌরব
দেখাইতে লাগিল। জগদীশ বসু তাহাদিগকে উপযুক্তরূপ
পারিতোষিক প্রদান করিয়া গৃহিণীর অনুরোধ মতে তাহা-
দিগকে অন্তর্ব্বাটিতে যাইতে আদেশ করিলেন। বাদ্যকরগণ
বাড়ীর ভিতরে দ্বিগুণতর শব্দে বাদ্য করিতে লাগিল। গৃহিণী
তাহাদিগকে যথোপযুক্ত পুরস্কার করিলেন। রঙ্গকিনী

শশাঙ্ক শেখরকে স্নান করাইতে উপ[illegible]
বড়মানুষ সুতরাং তিনি রজক[illegible]
পিতলের কলসি আনিয়াছেন, ত[illegible]পি
রজকিনী প্রকৃতি দোষে গাল ফুলাইয়া ব[illegible]
কলসি সম্বন্ধে কর্ত্তা[illegible] কি দোষ দিবেন তা[illegible]
করিতে লাগিলেন। কলসি[illegible] বড় এবং নূতন সুতরাং
রজকিনীর ভাবনা অপার। রজকিনীকে স্নান কার্য্যে
বিরত দেখিয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন হ্যালা ভাবির
মা চুপ করিয়া বসে রইলি যে, কলসি মনের মতন হয়
নাই কি? রজকিনী কহিল—হয়েছে তবে কিনা আপনি
আমার বড় গ্রাহক আপনার বাড়ী কি একটা কলসি!
রজকিনীর কথা শেষ না হইতে হইতে গিন্নি একটু
উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন হ্যালা একজনের স্নানে কয়টা
কলসির ব্যবস্থা! তুই কাজ কর আমি তোকে আরো
কিছু দিব। গিন্নির কথা শুনিয়া প্রতিবেশিনী মধ্যে
গোপালের মা বলিয়া উঠিল হ্যাঁ গা গিন্নি তুমিই ত এ
মাগীর জিব বাড়াইয়া দিয়াছ। ছোট লোকের পদ
বাড়ান ভাই তোমার বড় অন্যায় "লোকে কথায় বলে
লাই দেয় কুকুর ঘাড়ে চড়ে।" মাগি আমাদিগকে আর
এখন গ্রাহ্য করে না। গোপালের মায়ের কথা শুনিয়া
রজকিনীর ইচ্ছা গোপালের মায়ের কথায় বিলক্ষণ জবাব
করে কিন্তু পাছে গিন্নি রাগ করেন, এই ভয়ে চুপ করিয়া
রহিল; কিন্তু মনের রাগে এক এক বার তীব্র দৃষ্টিতে
গোপালের মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

মাত্র গিন্নি তাহাকে বড় ঘরে
অন্য প্রতিবেশিনী সহ স্ত্রী আচার
শশাঙ্ক মাকে প্রণাম করিয়া বহি-
যাত্রগণ প্রস্তুত হইয়া শশাঙ্কের অপে-
ক্ষা করিতেছিল সুতরাং তাহারা
সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। জগদীশ বসু নিজের শিবি-
কায় আরোহণ করিলেন দেখিয়া শশাঙ্ক শেখর বর-শিবি-
কায় উঠিলেন। বাড়ী মধ্য হইতে হুলুধ্বনি পড়িল, কোন
বধু সাজানের গান ধরিলেন, কেহ বা তাহাতে প্রতিবাদ
করিয়া রামবনবাসের কোন গানের ফরমাইস করিলেন।
শশাঙ্ক শেখরের শিবিকা অগ্রে চলিল তৎপরে জগদীশ
বসুর শিবিকা তৎপরে বরযাত্রগণ ও বাদ্যকরগণ শ্রেণী-
বদ্ধ হইয়া চলিল। রামদাস মিশ্রীকে জগদীশ বসুর বাড়ী
পাঠানান্তর মাধবচন্দ্র ঘোষ ও বিদ্যাভূষণ দেওয়ানজি
মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বরযাত্রগণের বাসস্থানের
বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বিদ্যাভূষণের যে বাড়ীতে
মনুষ্য শব্দ ছিল না আজ সে বাড়ী লোক কোলা-
হলে পরিপূর্ণ। একের কথা অন্যে শুনিতে পাইতেছে
না। কর্ম্মকর্ত্তাদের ও গিন্নির স্বর ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।
কুটুম্বিনীগণের মধ্যে ও কাহারো গলার আওয়াজ ধরিয়া-
গিয়াছে কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র। আজ প্রভাবতীর কি
সুখের দিন—তাহা কে বলিবে? বিবাহিতা পাঠিকাগণ
পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিলে খানিক আভাস পাইতে পারেন।
পাঠক! আপনারা যদি স্ত্রী ও পুরুষের সুখের কোন

বিভিন্নতা স্বীকার
হিত তাহারা বিবা
হইলে খানিক বুি
উপলব্ধি করে সে
বতীর অবস্থাপন্না
সন্দেহ। প্রভাবত
বুঝিবেন। রাত্রি
নির্দ্ধারিত ছিল কিন্তু রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল তথাপি বর উপস্থিত হইতেছে না দেখিয়া, সকলেই অস্থির হইয়া উঠিল। এত কোলাহল হঠাৎ থামিয়া গেল। প্রভাবতীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বিদ্যাভূষণ আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। একজন লোক সঙ্গে করিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। বিদ্যাভূষণের স্ত্রী এতক্ষণ কাজে মহা ব্যতিব্যস্ত থাকায় সময় ঠিক রাখিতে পারেন নাই কিন্তু হঠাৎ সকলেরই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া বিবা-হের সময়ের কথা ব্রাহ্মণীর মনে পড়িল। তিনি দেও-য়ানজি মহাশয়কে, সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতে দেও-য়ানজি বলিলেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। দেওয়ানজির কথা। শুনিয়া ব্রাহ্মণী কান্দিতে লাগিলেন সে কান্না দেখিলে কে বলিবে প্রভাবতী তাহার আপনার গর্ভজাত কন্যা নয়। এমন সময় একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল বর আসিতেছে ন। সকলে রাস্তারদিগে দৌড়িয়ে গেলেন এবং নিকটেই বাদ্যের শব্দ শুনিতে পাইয়া, সকলেই আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন। আবার সেই

ত্রগণের-

.ধব ঘো . . রাস্তার-

র হইলেন। .দখিতে বরের শিবিকা

আসিয়া বিদ্যাভূষণের ব. পস্থিত হইল। কোলা-

হলে কোলাহল মিশিয়া এ শ্চর্য্য রৈ রৈ শব্দ শুনা

যাইতে লাগিল। বিদ্যাভূষণ ও মাধবচন্দ্র ঘোষ বরযাত্রগণকে যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা (যেখানে ব্রাহ্মণের অনেক কাল হইল টোল ঘর ছিল সেই ঘরই আজ বৈঠক-খানা হইয়াছে) গৃহে বসিতে দিলেন। জগদীশ বসু বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বলিলেন বিবাহের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে এখন উপায়? বিদ্যাভূষণ কহিলেন সে জন্য চিন্তা নাই রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় যে লগ্ন আছে তাহাতেই বিবাহ হইতে পারিবে; তবে বর ও পাত্রীর কিছু কষ্ট হইবে। জগদীশ বলিলেন সে জন্য বিশেষ চিন্তা নাই।

এদিকে ঘটকগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্তর্ব্বাটিতে বিবাহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পুরোহিত বরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন; তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বিদ্যাভূষণকে বলিলেন, সময় উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই বাহিরের দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন বিবাহের সময় হইয়াছে সুতরাং এখন সকলের বিবাহস্থলে যাওয়াই উচিত। বরের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বাড়ীর মধ্যে যাইয়া বিবাহের স্থলে আসন

বন্তা মনোমত বরে জীবন সমর্পণ করিয়া মায়াময় সংসার-সংসারে প্রবেশ করিলেন।